প্রথম অধ্যায়
মানবরচিত আইন দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনাকারী শাসকদের বিধান

অর্পণ

❖ ঐ সকল খাওয়ারিজ ও তাকফীরীদের প্রতি, যারা অন্যায়ভাবে মুসলিমদের এমনকি উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তান মুজাহিদদেরকেও তাকফীর করছে এবং বৈধ মনে করে তাদেরকে হত্যা করছে।

❖ জিহাদ-প্রেমী ঐ সকল যুবক ও আলেমদের প্রতি, যারা জিহাদের ঝাণ্ডাবাহী সত্য কাফেলা সম্পর্কে এখনো দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছেন।

❖ সারা বিশ্বে জিহাদরত আমাদের ঐসকল মুজাহিদ ভাইদের প্রতি, যারা জান মাল বাজি রেখে হকের পথে আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য লড়াই করছেন।

ক্ষুদ্র প্রয়াস!
কবুল করো আল্লাহ!
সকলের হেদায়াতের ওসীলা হিসেবে!

ভূমিকা

মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। উদ্দেশ্য– তারা তাঁর ইবাদত করবে; তাঁরই আনুগত্য করবে; তাঁর জমিনে তাঁরই বিধান প্রতিষ্ঠিত করবে। কিন্তু শয়তানের ধোঁকায় পড়ে বার বার এপথে মানুষের পদস্খলন ঘটেছে। তাই সঠিক পথের দিশা দিতে রাহবাররূপে যুগে যুগে প্রেরিত হয়েছেন মহামানব নবী ও রাসূলগণ। যাতে মানুষ সব কিছুর ইবাদত বর্জন করে এক আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁরই দাসত্বকে মাথা পেতে মেনে নেয়। আল্লাহর বিধানই হয় তার একমাত্র জীবনবিধান। এ জমিনে তাঁরই দ্বীনের ঝাণ্ডা থাকে সমুন্নত। মহান রাব্বুল আলামীন মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণের উদ্দেশ্য উল্লেখ করে বলেন–

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾

'তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন দিয়ে, যাতে তিনি অন্য সকল দ্বীনের উপর এ দ্বীনকে বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।'[১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে নেই। তিনি নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন শতভাগ সফলরূপে। দ্বীনের ঝাণ্ডা দিয়ে গেছেন পরবর্তীদের হাতে। নায়েবে রাসূলদের কাঁধে। সে ঝাণ্ডা কি আমরা আগলে রেখেছি? রাখতে পেরেছি? নাকি আমাদের দু-হাত দু-বাহু এখনো অক্ষত, কিন্তু দ্বীনের ঝাণ্ডা আজ ভূলুণ্ঠিত?

আল্লাহ তায়ালার কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন ইসলাম। ইসলাম ছাড়া অন্য সকল দ্বীন ও জীবনবিধান অগ্রহণযোগ্য ও বর্জনীয়। কিন্তু বর্তমানে আমাদের বাস্তব জীবনে ইসলাম কতটুকু বাস্তবায়িত? রাষ্ট্রীয় জীবনে তো ইসলামের 'অনুপ্রবেশ' অনেক পূর্ব থেকেই নিষিদ্ধ। সামাজিক জীবনে ইসলামকে করে রাখা হয়েছে অকার্যকর। পারিবারিক ও ব্যক্তি জীবনেও রয়েছে নানা বিধি-নিষেধ। এক কথায় সার্বজনীন এ দ্বীনকে অন্যান্য ভ্রান্ত ধর্মের ন্যায়গৃহাভ্যন্তরে আবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে বহু আগেই। আর এখন! এখন চলছে চূড়ান্ত আক্রমণ। ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন থেকেও দ্বীনের অবশিষ্ট ছিটে ফোঁটা মুছে ফেলার চূড়ান্ত ও নির্লজ্জ অপচেষ্টা।

দুঃখজনক হলেও সত্য, দ্বীন ধ্বংসের এ ঘৃণ্য যুদ্ধের নেতৃত্বে কাফেরদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অংশ নিচ্ছে অধিকাংশ মুসলিম দেশের বর্তমান শাসকবর্গ। এরা 'ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার' শ্লোগান তুলে রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করেছে। সংসদে একের পর এক দ্বীনের বিরুদ্ধে আইন পাশ করছে। সংবিধান থেকে মহান রবের সার্বভৌমত্ব শক্তি ও ক্ষমতা তুলে দিচ্ছে। এ ক্ষমতা নিজেদের বলে দাবী করছে। উঠিয়ে দিচ্ছে আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস। হুদুদ,

১ সূরা তাওবা: ৩৩

কিসাস, পর্দা, মিরাছ ও জিহাদের মত অলংঘনীয় বিধানাবলীকে রাষ্ট্রীয়ভাবে রহিত করছে। সুদ, যিনা, মদ, জুয়া ও মূর্তির মত চিরন্তণ হারাম ও কুফর শিরকগুলোকে পর্যন্ত বৈধতা দিয়ে চলেছে নিত্যদিন।

তাই আমাদের প্রথম আলোচনা উপরোক্ত শাসকদের নিয়ে। তাদের সম্পর্কে ইসলামের বিধান নিয়ে। ইসলাম তাদের সম্পর্কে কী বলে? তারা কি এখনো শুধুই ফাসেক ও জালেম? না ফিস্‌ক ও জুলুমের সীমানা অতিক্রম করে কুফর- শিরকে প্রবেশ করে কাফের ও মুরতাদের পরিণত হয়েছে?

সতর্কতা

এক.আমাদের আলোচনা ঐসব শাসককে নিয়ে, যারা রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামের অকাট্য বিধানাবলীকে মওকুফ ও রহিত করেছে। হারামকে বৈধতা দিয়েছে কিংবা হালালকে অবৈধ করেছে। এমন রাষ্ট্রনায়কদের নিয়ে নয়, যাদের শাসনব্যবস্থার ভিত্তি আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত শরীয়তের উপর। যারা রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী শরীয়ত পরিপূর্ণ বলবৎ রেখেছেন। কোন অলংঘনীয় ফরজকে নিষিদ্ধ করেননি। কোন হারামকে বৈধতাও দেননি। শরীয়তের কোন অকাট্য বিধানকে পরিবর্তনও করেননি। তবে কখনো কখনো প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কিংবা স্বজনপ্রীতি, অবহেলা, ঘুষ বা স্বেচ্ছাচারিতার শিকার হয়ে কিংবা অন্য কোন কারণে শরয়ী আইন প্রয়োগে শিথিলতা করে থাকেন। শরয়ী আইনের বিপরীত ফায়সালা দিয়ে ফেলেন। যে সকল শাসকের ব্যাপারে সালাফগণ বলেছেন, 'এদের এই কাজ কুফরে আসগর তথা ছোট কুফর বলে পরিগণিত হবে। তারা ফাসেক ও জালেম বলে গণ্য হবে; কাফের হবে না'। আমাদের আলোচনা এসব শাসককে নিয়ে নয়।

দুই. ইসলামী শরীয়া আইনের মোকাবেলায় যারা আইন রচনা করেন এবং সে আইনকে রাষ্ট্রপরিচালনার নীতি হিসেবে গ্রহণ করে সে অনুযায়ী যারা রাষ্ট্রপরিচালনা করেন, তাদের মুরতাদ ও কাফের হওয়ার বিষয়টি শর্তহীন হলেও; যারা কোনো ক্ষেত্রে সে আইন অনুসরণ করেন কিংবা সে আইনের কাছে বিচারপ্রার্থী হন, তাদের মুরতাদ ও কাফের হওয়ার বিষয়টি শর্তযুক্ত ও বিশ্লেষণসাপেক্ষ। আল্লাহ তাওফীক দিলে এবিষয়টি আমরা ভিন্ন প্রবন্ধে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। কিন্তু আমরা এবিষয়ে যে উদ্ধৃতিগুলো পেশ করেছি, তার অনেকগুলোতেই আমরা দেখব, বক্তারা মানবারচিত আইনের অনুসারীদেরকেও কোনো শর্ত যুক্ত না করেই কাফের বা মুরতাদ আখ্যায়িত করেছেন। বস্তুত বিষয়টি তাদের মতেও শর্তযুক্ত, কিন্তু আলোচনার পূর্বাপর পেক্ষাপট ইত্যাদির ভিত্তিতে হয়তো সংশ্লিষ্ট বক্তব্যে সে শর্ত উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করেননি। সুতরাং কোনো পাঠক আশা করি তা থেকে বিভ্রান্ত হবেন না।

মানবরচিত আইনে রাষ্ট্রপরিচালনা

মুসলিম দেশসমূহের রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা থেকে ধর্মকে পৃথকীকরণ এবং মানবরচিত সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনার মত জঘন্যতম অপরাধ সালাফদের সময় (৬০০ হিজরির পূর্ব পর্যন্ত) বিদ্যমান ছিল না। তখন সর্বোচ্চ যা ঘটত তা হলো, শাসক ও বিচারকগণ প্রবৃত্তির তাড়নায় শরয়ী বিধান প্রয়োগে শিথিলতা প্রদর্শন করত এবং অনেক সময় শরীয়া পরিপন্থী ফয়সালা করত। এ কারণে সালাফগণ তাদেরকে জঘন্য অপরাধী হিসেবে আখ্যায়িত করতেন। তাদের সংশ্রব থেকে বেঁচে থাকতে আদেশ প্রদান করতেন। তবে তাদেরকে কাফের বলা থেকে বিরত থাকতেন। কিন্তু সুযোগসন্ধানী কিছু দরবারি ব্যক্তি সালাফের এই সঠিক কর্মপন্থাটির অপপ্রয়োগ করে এখান থেকে নিজেদের প্রবৃত্তির অনুকূলে দলিল সংগ্রহের অপচেষ্টা করে। তারা ঢালাওভাবে বলে দেয়, যারা আল্লাহর বিধান দ্বারা বিচার-ফায়সালা করে না,সালাফগণ তাদেরকে কাফের বলেননি। তাই বর্তমান শাসকদেরকে আল্লাহর বিধান দ্বারা বিচারকার্য ও রাষ্ট্রপরিচালনা না করার কারণে কাফের আখ্যায়িত করা ঠিক নয়। অথচ তারা ভুলে যায়, উভয় শ্রেণীর মধ্যকার বিস্তর ব্যবধান। তারা বুঝতে পারে না যে, নিষিদ্ধ করা ও প্রয়োগে শিথিলতা এক ব্যাপার নয়। রাষ্ট্রীয় সংবিধানে ইসলামী আইনকে সামগ্রিকভাবে রহিত ও মওকুফ করা, তার বিরুদ্ধে আইন করা; আর কোন শাসক বা বিচারকের জন্য ব্যক্তিস্বার্থে বিচারকার্যে ত্রুটি করার মধ্যকার বিশাল এই পার্থক্য– তাদের কে বোঝাবে?

মুসলমানদের রাষ্ট্রে শরীয়ত প্রত্যাখান করে স্বরচিত সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনার মত নিকৃষ্টতম কাজ ইসলামের ইতিহাসে ইতিপূর্বে শুধু একবারই ঘটেছিল; তাতারদের শাসনামলে ৬০০ হিজরির পর। মুসলামনদের বিরুদ্ধে এক প্রলয়ঙ্করী তণ্ডবের পর এক পর্যায়ে তাতাররা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহকে সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করে না। বরং কুরআনের কিছু বিধানের সঙ্গে তাওরাত ও ইঞ্জিলের কিছু বিধান এবং নিজেদের চিন্তাপ্রসূত কিছু বিধান মিলিয়ে একটি সংবিধান রচনা করে। তার নাম দেয় **'ইয়াসিক'**। এই সংবিধান দ্বারাই তারা বিচার ও রাষ্ট্রপরিচালনা করতে থাকে। ফলে তৎকালীন যুগশ্রেষ্ঠ

আলেম ও মুফাসসির হাফেয ইবনে কাসীর রহ.সহ অন্যান্য আলেমগণ উপরোক্ত কাজের কারণে তাদেরকে মুরতাদ বলে ফতওয়া প্রদান করেন (যা সামনে বিস্তারিত উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ)। ইসলামের ইতিহাসে সেই প্রথম আর খেলাফতে উসমানিয়া পতনের পর (১৯২৪ ইং) থেকে নিয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই আপদ মুসলমানদের মাথার উপর চেপে আছে। উভয় সময়কার যুগশ্রেষ্ঠ আলেমগণই এ ব্যাপারে তাদের মতামত ওশরয়ী বিধান সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করে গেছেন।

তাই উপরোক্ত বিষয়ে সংশয় সৃষ্টির কোন সুযোগ নেই। যেমনিভাবে মাগরিবের নামায নিজে আদায় না করা আর নামাযকে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ করা বা তিন রাকাত নামাযকে দুই রাকাত বা চার রাকাত করে আদায় করাবাধ্যতামূলক করে আইন জারি করা এবং তা মানতে বাধ্য করা এক ব্যাপার নয়; তেমনিভাবে হুদুদ, কেসাস, পর্দা, মিরাছ ও জিহাদসহ অন্যান্য বিধান নিজে পালন না করা বা এ সকল বিধান প্রয়োগে শিথিলতা করা আর রাষ্ট্রীয়ভাবে তা রহিত করে এর বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করা, লক্ষ-কোটি জনতাকে সে আইন মানতে বাধ্য করা, না মানলে শাস্তি প্রদান করাও এক ব্যাপার নয়। সুতরাং আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে! আমরা যেন উপরোক্ত আলাদা আলাদা বিষয়গুলো এক সঙ্গে গুলিয়ে না ফেলি।

মানবরচিত আইন দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনাকারী শাসকদের বিধান

যেসব শাসক আল্লাহ তায়ালার শরীয়ত দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনার পরিবর্তে, মানবরচিত মতবাদ বা আইন কানূনদ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করে কিংবা আল্লাহ তায়ালার শরীয়তে সাব্যস্ত কোন হালালকে রাষ্ট্রীয় আইনে অবৈধ বা কোন হারামকে রাষ্ট্রীয় আইনে বৈধ সাব্যস্ত করে কিংবা কোন বিষয়ে শরীয়তের অকাট্য ও সর্বসম্মত আইনের স্থলে ভিন্ন আইন প্রবর্তন করে–তারা ইসলাম থেকে খারিজ; কাফের ও মুরতাদ। উক্ত মতবাদ বা আইন তারা নিজেরা রচনা করুক কিংবা অন্য কারো রচিত মতবাদ বা আইন গ্রহণ করে তা চালু করুক;পূর্বে জারি থাকা শরয়ী শাসন বা শরয়ী আইনঅপসারণ করে কুফরী শাসন বা কুফরী আইন জারি করুক কিংবা পূর্ববৎ চলে আসা কুফরী আইন বা কুফরী শাসনকেই জারি রাখুক– সকল ক্ষেত্রেই তারা কাফের ও মুরতাদ বলে গণ্য হবে।

তাফসীল

শরীয়তবিরোধী আইন দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা কুফর। মৌলিকভাবে এর দু'টি সূরত হতে পারে–

এক.

ইসলামী শরীয়াহ্'র উপর প্রতিষ্ঠিত এবং শরীয়াহ্ অনুযায়ী পরিচালিত কোন ইসলামী রাষ্ট্রে কোন এক বা একাধিক আইন ইসলামী আইনের বিপরীত প্রবর্তন করা।

এর তিনটি সূরত হতে পারে–

ক. শরীয়তের হারামকে বৈধতা দিয়ে দেয়া। যেমন, সুদ বা মদের বৈধতা দেয়া।

খ. শরীয়তের হালাল বা ওয়াজিবকে অবৈধ করা। যেমন হুদূদ কিসাস কিংবা কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ নিষিদ্ধ করা।

গ. শরয়ী আইন কার্যকর না করে তার স্থলে ভিন্ন আইন জারি করা। যেমন চুরির শাস্তি হাত কাটার পরিবর্তে জেল-জরিমানা নির্ধারণ করা। এখানে চুরিকে বৈধ করা হয়নি তবে তার শাস্তিতে পরিবর্তন করা হয়েছে।

দুই.

শাসনব্যবস্থার ভিত্তি ইসলামী শরীয়াহ্'র উপর না হয়ে অন্য কোন কুফরি মতবাদের উপর হওয়া। যেমন গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ধর্মরিপেক্ষতা ইত্যাদী। বর্তমান বিশ্বে আমাদের সকল গণতান্ত্রিক মুসলিম রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থাই এখন এরকম।

এই সকল সূরতে শরীয়তবিরোধী উক্ত আইন বা মতবাদ তারা নিজেরাও রচনা করতে পারে কিংবা অন্যের থেকে (যেমন- ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া বা ফ্রান্স থেকে) আমদানীও করতে পারে। তদ্রূপ উক্ত কুফরী শাসন বা কুফরী আইনকে পূর্ব থেকে চলে আসা ইসলামী শাসন বা ইসলামী আইন অপসারণ করেও জারি করতে পারে কিংবা পূর্ব থেকেই চলে আসা কুফরী আইন বা কুফরী শাসনকে বহালও রাখতে পারে। এই সকল সূরতই কুফর এবং তাতে লিপ্ত শাসকরা ইসলাম থেকে খারিজ; কাফের ও মুরতাদ। এবিষয়টি শরীয়তের অসংখ্য অকাট্য দলীল প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত। যথা–

আলোচ্য বিষয়ে কুরআনুল কারীমের বক্তব্য ও নির্দেশনা

এক.

প্রিয় পাঠক! যে বিষয়টি দিয়ে আলোচ্য মাসআলায় দলিল প্রমাণের আলোচনা শুরু করতে চাচ্ছি, তা হল রঈসুল কুফফার ওয়াল-মুরতাদ্দীন তথা কাফের মুরতাদদের পথিকৃত, প্রথম মুরতাদ ও মুরতাদদের প্রধান গুরু ইবলিসের ইরতেদাদের প্রসঙ্গ। আমরা সবাই জানি, ইবলিস শুরু থেকে কাফের ছিল না; বরং সে ছিল উচ্চস্তরের একজন আবেদ ঈমানদার। পরে ঈমান পরিপন্থী একটি কাজ করে সে অভিশপ্ত মুরতাদে পরিণত হয়েছে। আমরা এখানে অনুসন্ধান করতে চাই, কেন এবং কি কাজটি করে সে মুরতাদ হয়েছিল? তার এই কাজটির স্বরূপ ও প্রকৃতি কি ছিল? আশা করি এবিষয়টি যথাযথ পরিষ্কার করতে পারলে, আলোচ্য মাসআলাটি বুঝা অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক বিষয়টি যথাযথ বোঝার ও অনুধাবন করার তাওফিক দান করুন এবং দ্বীন ও ইলমের বিষয়ে সকল ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামী কুরআনুল কারীমের অনেক জায়গায় ইবলিসের ইরতেদাদের প্রসঙ্গটি আলোচনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা এখানে দু'একটি আয়াত উদ্ধৃত করছি।

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ (٧١) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٧٢) فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٧٣) إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٧٤) قَالَ يَاإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ (٧٥) قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (٧٦)

"(স্মরণ করুন), যখন আপনার রব ফেরেশতাদের বললেন, 'আমি মাটি দিয়ে একজন মানুষ সৃষ্টি করব। অতঃপর আমি যখন তাকে পরিপূর্ণরূপে তৈরি করে ফেলব, এবং তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তাঁর সামনে সেজদায় পড়ে যেয়ো।' অতঃপর ফেরেশতারা সকলে একযোগে সেজদা করল কেবল ইবলিস ছাড়া; সে অহংকার করল। সে ছিল কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ বললেন, হে ইবলিস! আমি নিজ হাতে যাকে সৃষ্টি করেছি, তাকে সেজদা করতে তোকে কিসে বাধা দিল? তুই কি অহংকার করলি, না তুই ছিলি মর্যাদায় বড়? সে বলল, 'আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।"-সূরা সাদ: ৭১-৭৬

সম্ভবত এখানেই ইবলিসের ইরতেদাদের সবচেয়ে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। এছাড়া সূরা আ'রাফ এবং সূরা হিজ্‌রেও এর কাছাকাছি বিবরণ এসেছে। দেখুন–

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (১২)

"আল্লাহ বললেন, আমি যখন নির্দেশ দিলাম, কে তোমাকে বারণ করল সেজদা করতে? ইবলিস বলল, আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আামকে সৃষ্টি করেছেন আগুন দিয়ে, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে।" -সূরা আ'রাফ: ১২

قَالَ يَاإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (৩২) قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (৩৩)

"আল্লাহ বললেন, হে ইবলিস! কি হল তোর; সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলি না? সে বলল, আমি মানুষকে সেজদা করার নই, যে মানুষকে আপনি পচা দুর্গন্ধযুক্ত কাদার ঠনঠনে শুকনো মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।"-সূরা হিজ্‌র: ৩২-৩৩

আয়াতগুলোতে আমরা লক্ষ করছি, ইবলিস আদমকে সেজদা করেনি –এই বিবরণটি আল্লাহ নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তারপর তিনি ইবলিসকে প্রশ্ন করেছেন, সে কেন সেজদা করেনি? ইবলিস তার নিজের ভাষায় সেজদা না করার কারণ বর্ণনা করেছে। এখান থেকে আমরা ইবলিসের ইরতেদাদের কারণটি বের করতে পারি দু'রকম–

১. সেজদা না করা।

২. সেজদা করতে অস্বীকৃতি জানানো বা সেজদার হুকুম প্রত্যাখ্যান করা, যা ইবলিস নিজের বক্তব্য দ্বারা পরিষ্কার করেছে।

কিন্তু শুধু সেজদা না করার কারণে মুরতাদ হওয়ার বিষয়টি বোধগম্য নয়। কারণ এর অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহর একটি হুকুম লঙ্ঘন করা বা পালন না করাই ইরতেদাদ। সুতরাংএকজন মুসলমান আল্লাহর যে কোনো একটি হুকুম কিংবা অন্তত সেজদার হুকুম পালন না করলেই মুরতাদ হযে যাবে। নাউযুবিল্লাহ। অথচ তাকফিরের ক্ষেত্রে আহলুস-

সুন্নাহ ওয়ালজামাআর আকিদা এমন নয়; এটি খারেজিদের আকিদা। আল্লাহর কোনো একটি হুকুম পালন না করলে আহলুস-সুন্নহ কাউকে মুরতাদ মনেকরেন না। এবং এই মতের পক্ষে কুরআন সুন্নাহর অসংখ্য দলিল প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। এটি আকিদা ও তাকফিরের একটি স্বতন্ত্র মাসআলা, যা স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে। এখানে সে আলোচনায় প্রবেশ করা সঙ্গত হবে না।

তাহলে ইবলিসের মুরতাদ হওয়ার কারণ হিসেবে বাকি থাকল দ্বিতীয়টি। অর্থাৎ সেজদা করতে অস্বীকৃতি জানানো বা আল্লাহর একটি হুকুম প্রত্যাখ্যান করা। আর এটি উম্মতে মুসলিমার একটি ইজমাঈ মাসআলা। আমাদের জানামতে এখানে কোনো একজনেরও দ্বিমত নেই যে, কেউ যদি আল্লাহর একটি হুকুমও প্রত্যাখ্যান করে বা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে। কারণ আল্লাহর প্রতিটি বিধান গ্রহণ করা এবং মেনে নেয়া শুধু আমলের বিষয় নয়; বরং ঈমানের অংশ। একটি হুকুম পালন না করা বা সে অনুযায়ী আমল না করা এক বিষয় এবং তা গ্রহণ না করা বা প্রত্যাখ্যা করা ভিন্ন বিষয়; দুটি কখনো এক নয়। একটির সম্পর্ক আমলের সঙ্গে; অপরটির সম্পর্ক ঈমানের সঙ্গে।

বিষয়টি একটি উদাহরণ দিয়ে আরো পরিষ্কার করা যেতে পারে। একজন ফজরের নামায পড়ে না। কিন্তু সে তা আল্লাহর বিধান হিসেবে জীবনের জন্য গ্রহণ করে নিয়েছে এবং ইচ্ছা আছে ফজরের নামায পড়ারও। হয়তো অলসতা বা শয়তানের ধোঁকায় জীবনে একদিনও তা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু যেহেতু সে আল্লাহর বিধান হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে, এজন্য পড়তে না পারার অনুশোচনা হয়, সবসময় না হলেও মাঝে মধ্যে হয় এবং মনে মনে অপরাধ বোধ করে; সামনে পড়ার ইচ্ছা লালন করে। এটাকে বলা যাবে আমলের ত্রুটি এবং এ কারণে একজন ঈমানদার ফাসেক ও গোনাহগার হলেও মুতারদ হবে না।

পক্ষান্তরে কেউ যদি বলে কিংবা মনে লালন করে কিংবা প্রতিজ্ঞা করে, আমি শরীয়তের সব বিধানই পলন করব, কিন্তু কখনো ফজরের নামায পড়ব না, তাহলে সে ঈমানদার হতে পারবে না। কারণ সে আল্লাহর এই বিধানটি গ্রহণ করেনি এবং মেনে নেয়নি, যা ঈমানের অংশ। এমনকি সে যদি বিশ্বাস করে এবং স্বীকার করে, ফজরের নামায আল্লাহর হুকুম এবং মনে করে আমি তা না মেনে গুনাহগার হচ্ছি, তবুও ঈমানদার হতে পারবে না। কারণ ঈমান শুধু বিশ্বাসের নাম নয়; বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে মনে প্রাণে গ্রহণ করা, মেনে নেয়া এবং গ্রহণের স্বীকৃতি প্রদান করাও ঈমানের অপরিহার্য অংশ।

এবিষয়টিকেই ঈমানে মুজমালে ব্যক্ত করা হয়েছে এভাবে– وقبلت جميع أحكامه 'এবং আমি আল্লাহর সকল বিধান কবুল ও গ্রহণ করে নিলাম'। সুতরাং সকল বিধান গ্রহণ করে নেয়া ঈমানের জন্য জরুরি। একটি বিধানও যদি কেউ গ্রহণ না করে তবে সে ঈমানদার হতে পারবে না; ঈমানদার থাকা অবস্থায় না করলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে; যেমন মুরতাদ হয়েছিল ইবলিস।

ইবলিসের মতো ঠিক একই কারণে কাফের ছিল আবু তালিবও। আমরা কে না জানি; আবু তালিব জানত ইসলামই সত্য, নবী মুহাম্মাদই হক। শুধু কি জানত? বিশ্বাস করত, মুখে স্বীকার করত এবং কর্মেও ইসলামের সমর্থন ও সহযোগিতা করত। কিন্তু তবুও কি সে মুমিন হতে পেরেছিল? সত্য দ্বীনকে সত্য হিসেবে জানা, বিশ্বাস করা ও স্বীকার করার পরও সে কেন কাফের থাকল? কেন মুমিন হিসেবে স্বীকৃতি পেল না? কারণ একটাই। তা হল ঈমান শুধু সত্যকে সত্য বলে জানা ও বিশ্বাস করার নাম নয়; বরং বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তা গ্রহণ করাও মেনে নেয়ার নাম এবং গ্রহণ করেছি বলে স্বীকৃতি দেয়ার নাম ঈমান। লোকলজ্জার ভয়ে এই কাজটিই করতে পারেনি আবু তালিব। যার কারণে সে ঈমানদার হতে পারেনি।

তবে আবু তালিব ও ইবলিসের মাঝে একটি পার্থক্য আছে। পার্থক্যটি হল, ইবলিস শুরুতে ঈমানদার ছিল; পরে আল্লাহর একটি বিধান প্রত্যাখ্যান করে মুরতাদ হয়েছে। পক্ষান্তরে আবু তালিব শুরু থেকেই আল্লাহর কোনো বিধান গ্রহণ করেনি। ফলে সে শুরু থেকেই কাফের ছিল। শরীয়তের বিধান মুরতাদের ক্ষেত্রে কাফেরের চেয়েও কঠিন ও মর্মান্তিক।

উক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ.-এর ভাষায় নিম্নরূপ–

المحورُ الذي يدورُ عليه الإيمان

وإذا قد علمت أن التَّصديقَ والتسليمَ والمعرفةَ واليقينَ كلُّها يُجامِعُ الجحود، فلا بد من تفسير يتميز به الكفرُ من الإيمان. كيف وهذا القرآن يشهدُ بمعرفة الكفار، قال تعالى: {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ} [البقرة: ١٤٦] وهذا أبو طالب يُقِرُ بنبوتِهِ ونباهته صلى الله عليه وسلّم ويُعْلِنُ بها في أبياته، حتى دارت وسارت، فيقول:

*ودعوتَني وزعمتَ أَنَّكَ صادِق ... وصدقت فيه وكنت ثَمَّ أَمِينًا

*وعرفتُ دينَك لا محالةَ أنه ... من خيرِ أديانِ البَرِيَّةِ دِينا

*لولا الملامةُ أو حَذَارِ مَسَبَّةٍ ... لوجدتَّني سمحًا بذاك مُبِينًا

وهذا هرقل عظيم الروم يقول: لو أني أعلم أني أَخْلُصُ إليه لتجَشَّمْتُ لقاءه، ولو كنت عنده لغَسَلْتُ عن قدميه، وفي «فتح الباري»: عن مرسل ابن إسحق عن بعض أهل العلم: أن هرقل قال: ويحك، والله إني لأَعْلَمُ أنه نبيٌ مرسل، ولكني أخاف الرومَ على نفسي، ولولا ذلك لاتَّبعتُهُ. فهل تريدُ من التصديق أمرًا وراء ذلك؟ فلما وُجِد منهم التصديقُ والتسليمُ والإقرارُ بهذه المثابة، وَجَبَ على التعريفِ المذكورِ أن يُحْكم عليهم بالإسلام، مع اتفاقهم على كونهم كافرين.

فأقول: إنّ الجزءَ الذي يمتاز به الإيمان والكفر، هو التزام الطاعة (١) مع الردع والتبري عن دين سواه، فإذا التزم الطاعة فقد خرجَ عن ضلالة الكفر ودخل في هَدْي الإسلام. وحينئذٍ تبين لك وجه كفر هؤلاء الكفرة مع تصديقهم ومعرفتهم، وذلك لأن أبا طالب وإن أعلن بحقية دينه، إلا أنه لم يلتزم طاعته، ولم يدخل في دينه، ولذا قال: لولا الملامة أو حذار مسبة .... إلخ، فآثر النار على العار. وهكذا هِرَقل، وإن تمنى لقاءه وَبَجَّلَه وعظمه بظهر الغيب، لكنه خشي الرومَ أشدَّ خشية، فلم يلتزم طاعته. وكذلك حال الكفار الذين أخبر الله سبحانه عن معرفتهم، فإنهم مع معرفتهم الحقَ، صفحوا عن كلمة الحق، ولم يَدِينُوا بدين الإسلام.

ولذا أقول: إن الإيمان من الإرادات وترجمته في الهندية (مانتا) فهذا هو الصواب في تفسيره، فقد نقل الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى الإجماعَ على كون هذا الجزء مما لا بد منه في باب الإيمان، وحينئذٍ ينبغي أن يراد من الإقرار في قول الفقهاء: الإقرار بالتزام الطاعة. وإن كان المراد منه الإقرار بالشهادتين كما هو المشهور، يبقى الإشكال. اهـ فيض الباري شرح صحيح البخاري: ١/١٢٥، كتاب الإيمان.

"যে অক্ষকে কেন্দ্র করে ঈমান আবর্তিত হয়!

আপনি যখন জানতে পারলেন যে, তাসদিক (আন্তরিক সত্যায়ন), তাসলিম (আত্মসমর্পণ), মা'রেফত (জ্ঞানলাভ) এবং ইয়াকিন (দৃঢ় বিশ্বাস)– সবগুলোই জুহুদ (অস্বীকার)- এর সাথে একত্রিত হতে পারে, তখন (ঈমানের) এমন একটি ব্যাখ্যা প্রয়োজন, যার দ্বারা কুফর থেকে ঈমান পৃথক হবে। (আপনি) কিভাবে (তা অস্বীকার করবেন)! যখন এই কুরআনই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, কাফেরদের মা'রেফত রয়েছে? আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'তারা তাকে (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) তেমনই চেনে, যেমন চেনে তাদের ছেলে সন্তানদেরকে।'[২] এই যে আবু তালেব! সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যাত ও মহত্ত্বের স্বীকৃতি দিতো। তার কবিতার পংক্তিতে সে তা সুস্পষ্ট ঘোষণা করছে। সে বলছে–

*তুমি আমাকে আহ্বান করেছ এবং বলেছো যে, তুমি সত্যবাদি ... এতে তুমি সত্যই বলেছো এবং এ ব্যাপারে তুমি বিশ্বস্ত।

*আমি তোমার ধর্মকে চিনতে পেরেছি যে, ... নিঃসন্দেহে তা সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম।

*যদি তিরস্কারের ভয় কিংবা গালি-গালাজের আশঙ্কা না থাকতো ... তাহলে আমাকে স্পষ্টরূপেই তা গ্রহণকারী বলে দেখতে পেতে।

এই যে রোমের অধিপতি হিরাক্লিয়াস! সে বলছে, 'আমি যদি জানতাম, আমি তাঁর (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) কাছে পৌঁছতে পারবো, তাহলে আমি অবশ্যই কষ্ট বরদাশত করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতাম। যদি আমি তাঁর নিকট থাকতাম, তাহলে তাঁর কদমের ধুলোবালি ধুয়ে দিতাম।' ফাতহুল বারিতে ইবনে ইসহাক সূত্রে মুরসাল সনদে কোনো কোনো আহলে ইলম থেকে বর্ণিত আছে, হিরাক্লিয়াস বলেছিল, 'আফসোস তোমার জন্য! আল্লাহর কসম! আমি জানি, নিঃসন্দেহে তিনি প্রেরিত নবী। কিন্তু আমি নিজের ব্যাপারে রোমানদের আশঙ্কা করছি। যদি এমনটা না হতো, তাহলে আমি অবশ্যই তাঁর অনুসরণ করতাম।'

এর চেয়েও অধিক তাসদিক আপনি চান? এমন পর্যায়ের তাসদিক, তাসলিম ও স্বীকারোক্তি যখন তাদের থেকে পাওয়া গেছে, তখন উল্লেখিত সংজ্ঞানুযায়ী তাদেরকে মুসলমান বলে হুকুম দেয়া আবশ্যক! অথচ তারা কাফের হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত।

অতএব, আমি বলি– ঈমান ও কুফর পরস্পর থেকে আলাদা হবে যে মৌলিক জিনিসের মাধ্যমে, তা হলো– (নিজের উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) আনুগত্য অবধারিত করে নেয়া, সাথে সাথে অন্য সকল ধর্ম থেকে মুক্ত হওয়া ও সম্পর্কচ্ছেদ করা। যখন আনুগত্য অবধারিত করে নেবে, তখন কুফরের গোমরাহি হতে বের হয়ে ইসলামের হেদায়াতে প্রবেশ করবে। আশা করি এখন আপনার নিকট সুস্পষ্ট হয়েছে যে, তাসদিক ও মা'রেফত থাকা সত্ত্বেও এসব কাফেরের কুফরির কারণ কি ছিল। কারণ, আবু তালেব যদিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধর্ম হক্ব বলে ঘোষণা দিয়েছে, কিন্তু সে তাঁর আনুগত্য নিজের জন্য অবধারিত করে নেয়নি। তাঁর ধর্মে

২ সূরা বাকারা: ১৪৬

প্রবেশ করেনি। এ কারণেই সে বলেছে, 'যদি তিরস্কারের ভয় কিংবা গালি-গালাজের আশঙ্কা না থাকতো ... ।' লজ্জা (বরণের) অপেক্ষায় সে জাহান্নামকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। হিরাক্লিয়াসও তা-ই করেছে। সে যদিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্খা করেছে, অনুপস্থিতিতে তাঁকে সম্মান করেছে, তা'জিম করেছে– কিন্তু সে রোমানদেরকে অতিমাত্রায় ভয় পেয়েছে, ফলে তাঁর আনুগত্য নিজের জন্য অবধারিত করে নেয়নি। ঐসব কাফেরদের অবস্থাও এমনই, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জানিয়েছেন– তাদের মা'রেফাত ছিল, কিন্তু হক্ব চেনার পরও তারা হকের কালিমা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ইসলাম ধর্মকে নিজের ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেনি।

এ কারণে আমি বলি, ঈমান ইরাদাশ্রেণীভুক্ত বিষয়। হিন্দুস্তানের ভাষায় তার অনুবাদ হচ্ছে– 'মা-ননা' (মেনে নেয়া)। এটিই ঈমানের সঠিক ব্যাখ্যা। হাফেয ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহু তাআলা এ বিষয়টি ঈমানের জন্য অত্যাবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে ইজমা বর্ণনা করেছেন। এমনটা হলে তখন ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যে স্বীকারোক্তি (الإقرار) দ্বারা আনুগত্য অবধারিত করে নেয়ার স্বীকারোক্তি ধরতে হবে। পক্ষান্তরে এর দ্বারা যদি শাহাদাতাইনের স্বীকারোক্তি উদ্দেশ্য হয়– যেমনটা প্রসিদ্ধ আছে– তাহলে জটিলতা থেকেই যাবে।"[৩]

পাঠকের কাছে এবার আমার প্রশ্ন– ইবলিস যদি আদমকে সেজদা করব না বলে আল্লাহর একটি বিধান প্রত্যাখ্যান করার কারণে কিংবা গ্রহণ না করার কারণে মুরতাদ হয়ে যায়, তাহলে–

১. যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করল, আমি আল্লাহর এই পাঁচটি হুকুম পালন করব না, তার বিধান কি হবে?

২. যে লিখিত প্রতিজ্ঞা করল, আমি আল্লাহর এই এই হুকুম পালন করব না, তা বিধান কি হবে?

৩. যে শপথ করে লিখিত প্রতিজ্ঞা করল, আমি আল্লাহর এই হুকুমগুলো পালন করব না, তার বিধান কি হবে?

৪. যে লিখিত প্রতিজ্ঞা করল, আল্লাহর এই হুকুমগুলো আমি নিজেও পালন করব না, কাউকে পালন করতেও দিব না, তার বিধান কি হবে?

৫. যে লিখিত প্রতিজ্ঞা করল আল্লাহর এই হুকুমগুলো আমি নিজেও পালন করব না এবং অন্যদেরকে পালন করা থেকে বিরত রাখার জন্য আমার সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করব, তার বিধান কি হবে?

৬. যে তোমাকে লিখে দিল, আমার উক্ত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা একটি পবিত্র দায়িত্ব, তার বিধান কি হবে?

৭. যে ব্যক্তি উপরের সবগুলো কাজই করল, তার বিধান কি হবে? তবুও সে মুরতাদ হবে না?

আশা করি এমন অযৌক্তি উত্তর দেয়ার মতো বোকামি একজন পাঠকও করবেন না।

প্রিয় পাঠক! এবার দয়া করে একটু আমাদের সংবিধানটি খুলে দেখুন! আমাদের সংসদ সদস্যরা কত অসংখ্যবার এই সবগুলো কাজ করে রেখেছেন। আল্লাহর কত অসংখ্য বিধান সম্পর্কে তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন এবং শপথ করে প্রতিজ্ঞা করে রেখেছেন– আমরা এই বিধানগুলো গ্রহণ করব না; বরং তার পরিবর্তে আমাদের বিধান হবে আমাদের স্বপ্রণীত কিংবা ইউরোপ আমেরিকার কাফের মুশরিকদের থেকে আমদানিকৃত।

দুই.

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

﴿إِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِاللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

"তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও সংসারবিরাগীদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে এবং মারিয়ামের পুত্র মসীহকেও, অথচ তাদের প্রতি এই আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা শুধু এক মা'বুদের ইবাদত করবে, যিনি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তারা যে অংশিদার স্থির করে, তা হতে তিনি পবিত্র।"[৪]

উপরোক্ত আয়াত থেকে স্বাভাবিকভাবে একটি ব্যাপার বুঝে আসে না যে, কিভাবে 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও সংসারবিরাগীদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে।' কারণ বাহ্যত তারা তো তাদেরকে রব বলে বিশ্বাস বা স্বীকার করতো না বা তাদের ইবাদতও করতো না;বরং তারা আল্লাহকেই রব বলে স্বীকার করতো এবং তাঁরই ইবাদত করতো।

এ প্রশ্নের উত্তর হাদীস শরীফে এসেছে। ইমাম বুখারী রহ. (মৃত্যুঃ ২৫৬হি.)**'আত-তারীখুল কাবীর' এ বর্ণনা করেন–**

---

৩ ফয়জুল বারি, কিতাবুল ঈমানঃ ১/১২৫

৪ সূরা তাওবাঃ ৩১

عن عدي بن حاتم قال: أتيت رسول الله ﷺ وفي عنقي صليب، فقال: يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك فطرحته فانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقلت إنا لسنا نعبدهم قال النبي ﷺ يحرمون ما أحل الله فتحرمون ويحلون ما حرم الله فتستحلون قلت بلى قال فتلك عبادتهم.اهـ

"আদী ইবনে হাতেম রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম। তখন আমার গলায় একটি ক্রুশ ঝুলছিল। তিনি বললেন, হে আদী এই মূর্তিটি তোমার গলা থেকে ছুঁড়ে ফেল। আমি তা ছুঁড়ে ফেললাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে গেলাম। দেখলাম, তিনি সূরা বারাআ'র এই আয়াত তিলাওয়াত করছেন: 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও সংসারবিরাগীদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে'। আমি আরজ করলাম, আমরা তো তাদের ইবাদত করতাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবললেন, আল্লাহ তায়ালা যা হালাল করেছেন, তারা তা হারাম করতো আর তোমরাও তা হারাম মানতে এবং আল্লাহ তায়ালা যা হারাম করেছেন, তারা তা হালাল করতো আর তোমরাও তাকে হালাল মেনে নিতে। আমি উত্তর দিলাম- হ্যাঁ, এমনটি তো হয়েছে। তিনি বললেন, এটিই তাদের ইবাদত।"[৫]

এই হাদীস থেকে উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। পাদ্রী ও সংসারবিরাগীরা আল্লাহ কর্তৃক হালালকে হারাম, আর হারামকে হালাল করতো। যার ফলশ্রুতিতে তারা মিথ্যা রবের স্থানে সমাসীন হয়েছে। আর যারা এক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করেছে, তারা বাস্তবে তাদেরকেই রব হিসেবে মেনে নিয়েছে। তারা যদিও আল্লাহ তায়ালারই ইবাদত করতো, কিন্তু জীবনের নানা ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানকে বাদ দিয়ে পাদ্রী সংসারবিরাগীদের বিধান গ্রহণ করেছিল। তাই আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দিয়েছেন, তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পাদ্রী ও ধর্ম-যাজকদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে।

হুযায়ফা রাযি.-এর ব্যাখ্যা

عن أبي البختري قال: قيل لحذيفة أرأيت قول الله اتخذوا أحبارهم؟ قال: أما إنهم لم يكونوا يصومون لهم ولا يصلون لهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئاً أحله الله لهم حرموه، فتلك كانت ربوبيتهم.اهـ

"আবুল বাখতারী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযায়ফা রাযি.কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আল্লাহর বাণী اتخذوا أحبارهمসম্পর্কে আপনার মতামত কী? তিনি উত্তর দিলেন, তারা তো পাদ্রী ও ধর্ম-যাজকদের উদ্দেশ্যে নামায-রোজা করতো না, কিন্তুপাদ্রীরা যখন তাদের জন্য কোন কিছু হালাল করতো তারাও তাকে হালাল ধরে নিত। আল্লাহ কর্তৃক কোন হালালকে যদি পাদ্রীরা হারাম করতো, তারাও তা হারাম ধরে নিত। এটাই ছিল তাদেরকে রব হিসেবে মেনে নেয়া।"[৬]

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. এর ব্যাখ্যা:

﴿اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ﴾قال عبد الله بن عباس: لم يأمروهم أن يسجدوا لهم، ولكن أمروهم بمعصية الله فأطاعوهم، فسماهم الله بذلك أرباباً.اهـ

"আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, পাদ্রীরা তাদেরকে নিজেদের সিজদাহ্ করতে আদেশ করতো না; বরং তাদেরকে আল্লাহর অবাধ্যতার আদেশ দিত, আর তারা তাদের আনুগত্য করতো। এ কারণেই আল্লাহ তাদেরকে রব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।"[৭]

ইমাম ত্বাবারী রহ.(মৃত্যু: ৩১০হি.)-এর ব্যাখ্যা

ইমাম ত্বাবারী রহ.**أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ**এর ব্যাখ্যায় বলেন–

يعني سادة لهم من دون الله، يطيعونهم في معاصي الله، فيحلون ما أحلوه لهم مما قد حرمه الله عليهم، ويحرمون ما يحرمونه عليهم، مما قد أحله الله لهم.اهـ

"অর্থাৎ আল্লাহকে ছেড়ে তাদেরকেমাননীয় সর্দার হিসেবে গ্রহণ করেছে। আল্লাহর অবাধ্যতায় তাদের আনুগত্য করত। আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত যে বিষয়কে তারা হালাল করত, এরা তাকে হালাল ধরে নিত। আল্লাহ কর্তৃক হালালকৃত যে বিষয়কে তারা হারাম করত, এরাও তাকে হারাম ধরে নিত।"[৮]

ইমাম জাস্সাস রহ. (মৃত্যু: ৩৭০হি.)

আমাদের মাযহাবের প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর ইমাম জাস্সাস রহ.বলেন–

---

৫ আত-তারিখুল কাবীর লিল ইমাম বুখারী, ৭ম খণ্ড: ৪৭১ নং হাদীস; সুনানে তিরমিযি: ৫০৯৩; আল-মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী: ১৭/৯২, ২১৮-২১৯; আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী: ২০৩৫০

৬ তাফসীরুত তবারী, হাদীস নং- ১৬৬৩৬

৭ তাফসীরুত তবারী, হাদীস নং- ১৬৬৪১

৮ তাফসীরুত তবারী, খণ্ড: ১৪, পৃষ্ঠা: ২০৯

ولما كان التحليل والتحريم لا يجوز إلا من جهة العالم بالمصالح ثم قلدوا هؤلاءأحبارهم ورهبانهم في التحليل والتحريم وقبلوه منهم وتركوا أمر الله تعالى فيما حرم وحلل: صاروا متخذين لهم أربابا، إذ نزلوهم في قبول ذلك منهم منزلة الأرباب. اهـ

"হালাল বা হারামকরণ সকল মাসলাহাত ও কল্যাণ সম্পর্কে অবগত সত্তাব্যতীত অন্য কারো থেকে হতে পারে না। এতদসত্ত্বেও তারা হালাল ও হারামের ক্ষেত্রে তাদের আলেম ও সংসারবিরাগীদের আনুগত্য করেছে এবং আল্লাহকর্তৃক আদিষ্ট হালাল-হারাম ছেড়ে দিয়ে তাদের হারাম-হালালকে গ্রহণ করেছে। ফলশ্রুতিতে তারা (যেন) তাদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে। কেননা, তাদের থেকে হালাল-হারাম গ্রহণ করে তারা তাদেরকে রবের আসনে সমাসীন করেছে।"[৯]

আল্লামা শানক্বিতী রহ. (মৃত্যুঃ ১৩৯৩হি.)

তিনি বলেন–

وَقَوْلِه: اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ الله، فَإِنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ رَضِيَ الله عَنْهُ لَمَّا قَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: كَيْفَ اتَّخَذُوهُمْ أَرْبَابًا؟ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِنَّهُمْ أَحَلُّوا لَهُمْ مَا حَرَّمَ الله، وَحَرَّمُوا عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّ الله فَاتَّبَعُوهُمْ»، وَذَلِكَ هُوَ مَعْنَى اتِّخَاذِهِمْ إِيَّاهُمْ أَرْبَابًا. وَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ بِوُضُوحٍ لَا لَبْسَ فِيهِ أَنَّ مَنِ اتَّبَعَ تَشْرِيعَ الشَّيْطَانِ مُؤْثِرًا لَهُ عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ، فَهُوَ كَافِرٌ بِالله، عَابِدٌ لِلشَّيْطَانِ، مُتَّخِذٌ الشَّيْطَانَ رَبًّا، وَإِنْ سَمَّى اتِّبَاعَهُ لِلشَّيْطَانِ بِمَا شَاءَ مِنَ الْأَسْمَاءِ؛ لِأَنَّ الْحَقَائِقَ لَا تَتَغَيَّرُ بِإِطْلَاقِ الْأَلْفَاظِ عَلَيْهَا، كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ. اهـ

"আল্লাহ তায়ালার বাণী: 'তারা আল্লাহকে ব্যতীত তাদের পাদ্রী ও ধর্মজাযক ও সংসারবিরাগীদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে' ।হযরত আদী ইবনে হাতিম রা. যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরজ করলেন, কীভাবে তারা তাদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করেছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, আল্লাহ তায়ালা যা হারাম করেছিলেন, তারা এদের জন্য তা বৈধ করেছে। আর আল্লাহ তায়ালা যা হালাল করেছিলেন, তারা এদের জন্য তা হারাম করেছে; আর এরা তাদের অনুসরণ করেছে।' তাদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করার অর্থ এটাই। এ আয়াতগুলো থেকে কোন ধরনের সংশয় ব্যতীত সুস্পষ্ট বুঝে আসে, যে ব্যক্তি নবী-রাসূলগণের আনীত বিধানের উপর শয়তানের বিধানকে অগ্রাধিকার দিয়ে তার অনুসরণ করবে, সে আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকারকারী, শয়তানের ইবাদাতকারী এবং শয়তানকেই রব হিসাবে গ্রহণকারী। তার এ অনুসরণকে সে যে নামেই অভিহত করুক না কেন। কেননা এটাসর্বজনবিদিত যে, শুধু ভিন্ন শব্দ প্রয়োগের কারণে কোন বিষয়ের হাকিকত ও বাস্তবতা পরিবর্তন হয়ে যায় না।"[১০]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হলো, ইহুদী-খৃষ্টানরা তাদের ধর্মগুরুদের সামনে রুকু বা সিজদা করতো না। তারা যা করতো তা হল, ধর্মগুরুরা যা বৈধ করতো তাকে তারাও বৈধ হিসাবে মেনে নিতো। তারা যা অবৈধ ঘোষণা করতো তাকে তারাও অবৈধ হিসাবে মেনে নিতো। শরীয়তের বিধান ছেড়ে তারা ধর্মগুরুদের আনুগত্য করতো। একর্মের পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তায়ালা ইহুদী খ্রিস্টানদের ধর্মগুরু এবং তাদের অনুসারী উভয় শ্রেণীকেই কাফের ঘোষণা দিয়েছেন।

ধর্মগুরুরা কাফের এ কারণে যে, তারা আল্লাহর হালালকে অবৈধ আর হারামকে বৈধ করেছে। অথচ কোন কিছুকে বৈধ বা অবৈধ সাব্যস্ত করার একমাত্র অধিকার আল্লাহ তায়ালার। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

'বিধান একমাত্র আল্লাহ তায়ালার। তিনি আদেশ দিয়েছেন, তোমরা তাঁকে ব্যতীত অন্য কারোও ইবাদত করো না।' [১১]

কাজেই যারা নিজেরাই বিধান দিতে শুরু করেছে, আল্লাহর হালালকে অবৈধ কিংবা হারামকে বৈধ করেছে, তারা যেন নিজেদেরকে রবের আসনে বসিয়েছে। আল্লাহ তায়ালার রুবূবিয়্যাতে নিজেদেরকে শরীক দাবি করেছে। কাজেই তারা কাফের।

আর অনুসারীরা কাফের এ হিসেবে যে, তারা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে ধর্মগুরুদের প্রতি চূড়ান্ত আনুগত্য প্রদর্শন করেছে। আল্লাহতায়ালার শরীয়তের বিধান বাদ দিয়ে ধর্মগুরুদের দেয়া বিধান গ্রহণ করে নিয়েছে। যেমন আনুগত্য আল্লাহ তায়ালার করার কথা তেমন আনুগত্য তারা ধর্মগুরুদের করেছে। আল্লাহ ও তাঁর শরীয়ত বাদ দিয়ে

৯ আহকামুল কুরআন: ৩/১৩৪-১৩৫

১০ তাফসীরে আদ-ওয়াউল বয়ান, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩০৭

১১ সূরা ইউসূফ: ৪০

ধর্মগুরু এবং তাদের দেয়া বিধানের এই চূড়ান্ত আনুগত্যকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ইবাদত হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহর বিপরীতে ধর্মগুরুদের চূড়ান্ত আনুগত্য করার দ্বারা তারা মূলত তাদেরকে রবের স্থানে বসিয়েছে। তাদের ইবাদতে লিপ্ত হয়েছে। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা উক্ত আয়াতে তাদেরকে আহবার ও রুহবানদের আবেদ সাব্যস্ত করেছেন।

হযরত আদী ইবনে হাতেম রাদি. মনে করেছিলেন, ইবাদত শুধু নামায, রোযা বা সিজদা করাজাতীয় কাজের মাধ্যমেই হতে পারে। এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তিলাওয়াত করছিলেন–

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ

'তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পাদ্রী ও ধর্মজাযকদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে'

তখন তিনি আপত্তি জানিয়ে বললেন–

إنالسنانعبدهم

'আমরা তো তাদের ইবাদত করতাম না।'

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সংশয় দূর করে দিলেন যে, শুধু নামায, রোযা আর সিজদা করাই ইবাদত নয়, আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের আনুগত্য করা, আল্লাহর হালাল ও হারামের বিপরীতে অন্য কারো হালাল ও হারামকে গ্রহণ করে নেয়াও তাদের ইবাদত করা। আর তোমরা বাহ্যত তাদের জন্য সিজদা না করলেও, তাদের জন্য রোযা না রাখলেও তাদের এই প্রকারের আনুগত্য করতে। এভাবেই তোমরা তোমাদের ধর্মগুরুদের ইবাদতে লিপ্ত হয়েছিলে। তাদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছিলে।

মুফতী আবুস সাউদ রহ. (মৃত্যুঃ ৯৮২হি.)

আমাদের মাযহাবের প্রসিদ্ধ মুফাসসির, তৎকালীন খেলাফতে উসমানীয়ার প্রধানমুফতী ও শাইখুল ইসলাম, আবুস সাউদ রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় অত্যন্ত গুরুত্ববহ আলোচনা করেছেন। তার বক্তব্যের প্রয়োজনীয় অংশটুকু এখানে তুলে ধরা সমীচীন মনে করছি।

তিনি বলেন–

{اتخذوا} زيادةُ تقريرٍلما سلف من كفرهم بالله تعالى. {أحبارهم} وهم علماءُ اليهود ... {ورهبانهم} وهم علماءُ النصارى من أصحاب الصوامعِ. أى اتخذ كلٌّ واحد من الفريقين علماءَهم لا الكلُّ الكلَّ. {أَرْبَابًا من دُونِ الله} بأن أطاعوهم فى تحريم ما أحله الله تعالى وتحليلِ ما حرمه أو بالسجود لهم ونحوِه تسميةَ اتِّباعِ الشيطان عبادةً له فى قوله تعالى: (يا أبت لاَ تَعْبُدِ الشيطان) وقوله تعالى: (بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ الجن). اهـ

"তারা যে আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে কুফরী করেছে–যার আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে–এর আরো অতিরিক্ত প্রমাণ দেয়া হচ্ছে এ আয়াতে। 'আহবার' হচ্ছে, ইহুদী আলেমরা... আর 'রুহবান' হচ্ছে নাসারাদের গির্জাবাসী আলেমরা। উদ্দেশ্য–এ দুই সম্প্রদায়ের প্রত্যেকে তাদের নিজেদের আলেমদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে। এমনটা উদ্দেশ্য নয় যে, সকলে সকলকে রব বানিয়েছে। রব তারা এভাবে বানিয়েছে যে, আল্লাহর হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল করণের ক্ষেত্রে তারা তাদের আনুগত্য করতো, কিংবা তাদেরকে সাজদা বা এ জাতীয় অন্য কিছু করতো। (হালাল-হারামের ক্ষেত্রে এ আনুগত্যকে ইবাদত আখ্যায়িত করা হয়েছে) যেমন, আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণীতে শয়তানের আনুগত্যকে ইবাদত আখ্যায়িত করা হয়েছে– 'হে আমার পিতা, আপনি শয়তানের ইবাদত করবেন না'[১২]এবং 'বরং তারা জীনদের ইবাদত করতো[১৩]'।"[১৪]

এরপর তিনি হযরত আদী ইবনে হাতেম রাদি.-এর হাদিসখানা উল্লেখ করেন। তারপর বলেন–

قال الربيع قلت لأبي العالية كيف كانت تلك الربوبيةُ في بني إسرائيلَ قال إنهم ربما وجدوا في كتاب الله تعالى ما يخالف أقوالَ الأحبارِ فكانوا يأخُذون بأقوالهم ويترْكون حُكمَ كتابِ الله. اهـ

"রবী রহ. বলেন, আমি আবুল আলিয়া রহ. কে জিজ্ঞেস করলাম, বনী ইসরাঈলে ঐ রুবূবিয়্যাতটা কী রকম ছিল? তিনি জবাব দেন, অনেক সময় তারা আল্লাহ তায়ালার কিতাবে এমন বিধান পেতো, যা তাদের আলেমদের মতের বিপরীত। তখন তারা আল্লাহর কিতাবের বিধান ছেড়ে আলেমদের মত গ্রহণ করতো।"১৫

---

১২ সূরা মারইয়াম: ৪৪

১৩ সূরা সাবা: ৪১

১৪ তাফসীরে আবুস সাউদ: ৩/১৫৬-১৫৭; (দারুল মুস্তফা)।

১৫ তাফসীরে আবুস সাউদ: ৩/১৫৭; (দারুল মুস্তফা)।

প্রিয় পাঠক, ইহুদীরা আল্লাহর কিতাবের বিধান কি, তা জানতো। কিন্তু নিজেদের খাহেশের অনুসরণে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে তাদের আলেমদের দেওয়া বিধান গ্রহণ করতো। আল্লাহকে ছেড়েআলেমদের এ আনুগত্য মূলত তাদের ইবাদত। কেননা, নামায-রোযা যেমন ইবাদত, আইন ও বিধানে আনুগত্যও তেমনই ইবাদত। বিষয়টি বুঝানোর জন্য আবুস সাউদ রহ. দৃষ্টান্তস্বরূপ দু'টি আয়াত পেশ করেছেন-

১. (يا أبت لاَ تَعْبُدِ الشيطان) 'হে আমার পিতা, আপনি শয়তানের ইবাদত করবেন না'[১৬]

২. (بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ الجن) 'বরং তারা জীনদের ইবাদত করতো'[১৭]

এ দুই আয়াতে যে জীন ও শয়তানের ইবাদতের কথা বলা হয়েছে, এখানে ইবাদত দ্বারা নামায-রোযা উদ্দেশ্য নয়| এখানে বরং আনুগত্য উদ্দেশ্য| আলস্নাহ তায়ালাকে ছেড়ে শয়তান ও জীনের আনুগত্যকেই এখানে ইবাদত বলা হয়েছে| ঠিক একই কাজ করতো ইয়াহুদ-নাসারারা| আলস্নাহর বিধান বাদ দিয়ে তারা তাদের আলেমদের দেয়া বিধান গ্রহণ করে নিতো| এটাই ছিল তাদের আলেমদের ইবাদত|

আবুস সাউদ রহ. আরো বলেন-

{وَمَا أُمِرُواْ} أى والحالُ أن أولئك الكفرةَ ما أُمروا فى كتابيهم {إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلها واحدا} عظيمَ الشأنِ هو الله سبحانه وتعالى ويطيعوا أمرَه ولا يطيعوا أمرَ غيرِه بخلافه فإن ذلك مُخِلٌّ بعبادته تعالى فإن جميعَ الكتبِ السماوية متفقةٌ على ذلك قاطبةً. اهـ

"ঐসব কাফেরকে তাদের কিতাবে আদেশ দেয়া হয়েছিল, যেন তারা শুধু মহা মহিয়ান এক ইলাহেরই ইবাদত করে। তিনি হচ্ছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা। এবং যেন তারা তাঁর বিপরীতে অন্য কারোও আদেশের আনুগত্য না করে। কেননা, তা আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের সাথে সাংঘর্ষিক। সকল আসমানী কিতাবের বক্তব্যই এ ব্যাপারে এক ও অভিন্ন।"[১৮]

এখানে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের আনুগত্য করা যে আল্লাহর ইবাদতের সাথে সাংঘর্ষিক এটি শুধু আমাদের শরীয়তেরই বিধান নয়, বরং এটি সকল যামানার সকল শরীয়তেরই বিধান। আর তা হবেই না বা কেন, কারণ তা তো আল্লাহ তায়ালার তাওহীদ ও উলূহিয়্যাতের সাথে সম্পর্কিত। আর নবীগণের দাওয়াতের মূল কথাই ছিল তাওহীদ, উলূহিয়্যাত ও রুবূবিয়্যাত।

সামনে গিয়ে তিনি বলেন–

ربوبية الأحبار والرهبان بطريق الإطاعة فإن تخصيصَ العبادة به تعالى لا يتحقق إلا بتخصيص الطاعَة أيضاً به تعالى وحيث لم يخُصوها به تعالى لم يخصّوا العبادةَ به سبحانه... {سبحانه عَمَّا يُشْرِكُونَ} عن الإشراك به في العبادة والطاعة. اهـ

"ইয়াহুদ-নাসারার আলেমদের রুবূবিয়্যাতটি ছিল আনুগত্যের দিক থেকে। কেননা, সকল প্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য হয় না, যতক্ষণ না সকল প্রকার আনুগত্যও শুধু আল্লাহ তায়ালারই করা হয়। তারা যখন আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালার করেনি (বরং আল্লাহর বিপরীতে আলেমদেরও করেছে), তখন ইবাদতও শুধুই আল্লাহ সুবহানাহুর করেনি (বরং আলেমদেরও করেছে)।... ইবাদত ও আনুগত্যে তারা যে অন্যকে তাঁর সঙ্গে শরীক করছে, তিনি তা থেকে পবিত্র।"[১৯]

আবুস সাউদ রহ. এখানে পরিষ্কার করে দিয়েছেন, ইবাদত শুধু আল্লাহ তায়ালারই করতে হবে। সকল ইবাদত শুধু আল্লাহ তায়ালারই প্রাপ্য। আল্লাহর তায়ালার ইবাদতের পাশাপাশি অন্য কারো ইবাদত করাটা হবে শিরক। তবে ইবাদত শুধু নামায-রোযা নয়। নামায-রোযার ন্যায় আইন ও বিধানে আনুগত্যও একপ্রকার ইবাদত। অতএব, সকল ইবাদত শুধু আল্লাহ তায়ালার তখনই হবে, যখন নামায-রোযার পাশাপাশি অন্য সকল ক্ষেত্রেওআনুগত্য শুধু আল্লাহ তায়ালারই করা হবে। নাযাম-রোযা আল্লাহর জন্য করে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্য কারো বিধান গ্রহণ করে নেয়া, সেগুলোতে অন্য কারো আনুগত্য করা মূলত আল্লাহর ইবাদতের পাশাপাশি অন্যেরও ইবাদত করা। আর এটাই শিরক। ইয়াহুদ-নাসারারা এ শিরকেই লিপ্ত হয়েছিল। তারা নামায-রোযা তো আল্লাহর জন্যই করতো, কিন্তু জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে আলেমদের বিধান গ্রহণ করে তারা আলেমদের ইবাদতে লিপ্ত হয়েছিল। আর এভাবেই তারা কাফের হয়েছিল।

---

১৬ সূরা মারইয়াম: ৪৪

১৭ সূরা সাবা: ৪১

১৮ তাফসীরে আবুস সাউদ: ৩/১৫৭; (দারুল মুস্তফা)।

১৯ তাফসীরে আবুস সাউদ: ৩/১৫৮; (দারুল মুস্তফা)।

সারকথা, এ আয়াত এবং এর পূর্বের আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নাসারাদের দুইপ্রকার কুফরের বিবরণ দিয়েছেন।

১. হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করা এবং তার ইবাদত করা।

২. জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে আলেমদের বিধান গ্রহণ করে তাদের ইবাদতে লিপ্ত হওয়া।

আলেমরা আল্লাহর শরীয়তের বিপরীত বিধান প্রণয়ন করে মৌখিকভাবে না হলেও কর্মগতভাবে নিজেদেরকে রব বলে দাবি করেছিল। আর সাধারণ জনগণ আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে আলেমদের অনুসরণ করে তাদের ইবাদতে লিপ্ত হয়েছিল। এভাবে এ দু'শ্রেণী দুইপ্রকার কুফরে লিপ্ত হয়ে কাফের হয়ে গিয়েছিল।

প্রিয় পাঠক, কুফরী বিধান দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনাকারী মুসলিম নামধারী বর্তমান শাসকগোষ্ঠী উপরোক্ত উভয় প্রকার কুফরীতেই লিপ্ত হয়েছে। একদিকে তারা শরীয়ত বিরোধী বিধান প্রবর্তন করে, আল্লাহর হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করে নিজেদেরকে রবের আসনে বসিয়েছে, যেমনটা করেছিল ইহুদী খ্রিস্টানদের ধর্মগুরুরা। অপরদিকে জাতিসংঘের কোরআন সুন্নাহ বিরোধীআইনকে রাষ্ট্রের জন্য অবশ্যপালনীয় এবং শিরোধার্য মেনে নিয়ে জাতিসংঘের ইবাদতে লিপ্ত হয়েছে, যেমনটা করেছিল ইয়াহুদ নাসারার জনগণ তাদের ধর্মগুরুদের আনুগত্যের ক্ষেত্রে। কাজেই তারা তেমনি কাফের, যেমন কাফের ছিল ইয়াহুদ নাসারারা এবং তাদের ধর্মগুরুরা। শুধু এতটুকুই নয়, বরং তারা আরোও জঘন্য কাফের। কারণ, তাদেরধর্মগুরুরা তো আল্লাহ তায়ালারশরীয়ত সম্পূর্ণ প্রত্যাখান করেনি বরং ক্ষেত্রবিশেষে আল্লাহর শরীয়তের বিপরীত বিধান বানিয়েছিল মাত্র। কিন্তুবর্তমান শাসকগোষ্ঠী শুধু এতটুকুতেই ক্ষান্ত নয়। তারা তো সম্পূর্ণ শরীয়তকেই প্রত্যাখান করেছে। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই কুফরী আইন প্রবর্তন করেছে। আল্লাহর বান্দাদেরকে তা মানতে বাধ্য করছে। না মানলে গুরুতর অপরাধী সাব্যস্ত করছে। জঘন্য থেকে জঘন্য শাস্তি প্রদান করছে। কাজেই তারা শুধু কাফেরই নয় বরং অতি জঘন্য কাফের।

তিন.

﴿قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾

'(ইহুদী ও নাসারাদের) বলে দাও, হে আহলে কিতাব! তোমরা এমন এক কথার দিকে এসে যাও, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই রকম। (আর তা এই যে,) আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদত করবো না, তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরীক করব না এবং আল্লাহকে ছেড়ে আমরা একে অন্যকে রব বানাবো না। তথাপি যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা মুসলিম।'২০

এ আয়াত পূর্বোক্ত দলীলে আলোচিত সূরা তাওবার ৩১ নং আয়াতের সমার্থক। এ আয়াতে দলীল নিম্নোক্ত অংশটুকু-

﴿وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ﴾

'এবং আল্লাহকে ছেড়ে আমরা একে অন্যকে রব বানাবো না।'

আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের আদেশ দিচ্ছেন, তোমরা আহলে কিতাবদের আহ্বান জানাও, 'আস, আমরা-তোমরা সাবাই ঐক্যবদ্ধ হই যে, আমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ইবদত করব না, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবো না এবং আল্লাহকে ছেড়ে আমরা নিজেরা একে অপরকে রব বানাবো না।'

রব বানানো দ্বারা উদ্দেশ্য– আল্লাহ তায়ালাকে ছেড়ে, তাঁর বিধান ছেড়ে আলেমদের এবং তাদের বানানো বিধানের আনুগত্য করা, যেমনটা এক নং আলোচনায় আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের আদেশ দিচ্ছেন, তোমরা ইয়াহুদ নাসারাকে আহ্বান জানাও, যেন তারা তোমাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয় যে, তোমরা এবং তারা কেউই আল্লাহ ও তার বিধান ছেড়ে অন্য কারো আনুগত্য করবে না। যদি তারা আহ্বানে সাড়া দেয় তো ভাল, অন্যথায় তাদেরকে বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম। আমরা আল্লাহ ও তার বিধানের সামনে আত্মসমর্পণ করেছি। পক্ষান্তরে তোমরা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কুফরীতে লিপ্ত আছ।

ইমাম কুরতুবী রহ. (মৃত্যুঃ ৬৭১হি.) বলেন–

خوطبوا بذلك لأنهم جعلوا أحبارهم في الطاعة لهم كالأرباب. اهـ

২০ সূরা আলে ইমরান: ৬৪

"তাদেরকে এ আহ্বান জানানো হয়েছে, কারণ তারা আনুগত্যের ক্ষেত্রে তাদের আলেমদেরকে রবের ন্যায় বানিয়ে নিয়েছে।"[২১]

তিনি আরোও বলেন–

قوله تعالى:(ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله)أى لا نتبعه فى تحليل شى أو تحريمه إلا فيما حلله الله تعالى. وهو نظير قوله تعالى:سُوَرَةٌ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اللهسُوَرَةٌ[التوبة: 31] معناه أنهم أنزلوهم منزلة ربهم فى قبول تحريمهم وتحليلهم لما لم يحرمه الله ولم يحله الله. اهـ

"আল্লাহ তায়ালার বাণী- {এবং আল্লাহকে ছেড়ে আমরা একে অন্যকে রব বানাবো না}; অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা যা হালাল করেছেন, তা ব্যতীত হালাল বা হারামের ক্ষেত্রে আমরা একে অন্যের অনুসরণ করবো না। এ বাণী আল্লাহ তায়ালার সেই বাণীর মতা, যেখান তিনি বলেছেন–'তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও ধর্ম-জাযকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে'।[২২] অর্থাৎ আল্লাহর হারাম ও হালালের বিপরীতে তাদের হারাম-হালালকে গ্রহণ করে তারা তাদেরকে রবের আসনে সমাসীন করেছে।"[২৩]

আল্লামা সা'দী রহ. (মৃত্যুঃ ১৩৭৬হি.) বলেন–

{ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله}بل تكون الطاعة كلها لله ولرسله، فلا نطيع المخلوقين في معصية الخالق، لأن ذلك جعل للمخلوقين في منزلة الربوبية. اهـ

"{আল্লাহকে ছেড়ে আমরা একে অন্যকে রব বানাবো না}; বরং সকলপ্রকার আনুগত্য হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। খালেকের নাফরমানীতে আমরা মাখলুকের আনুগত্য করবো না। কারণ এটা হচ্ছে, মাখলুককে রবের আসনে সমাসীন করা।"[২৪]

ইমাম জাসসাস রহ. (মৃত্যুঃ ৩৭০হি.) বলেন–

إذ كان الناسكلهم عبيد الله لا يستحق بعضهم على بعض العبادة ولا يجب على أحد منهم طاعة غيره إلا فيما كان طاعة لله تعالى وقد شرط الله تعالى في طاعة نبيه ﷺ ما كان منها معروفا وإن كان الله تعالى قد علم أنه لا يأمر إلا بالمعروف لئلا يترخص أحد في إلزام غيره طاعة نفسه إلا بأمر الله تعالى كما قال الله تعالى مخاطبا لنبيه ﷺ في قصة المبايعات: {ولا يعصينك في معروف فبايعهن} فشرط عليهن ترك عصيان النبي ﷺ في المعروف الذي يأمرهن به تأكيدا، لئلا يلزم أحدا طاعة غيره إلا بأمر الله وما كان منه طاعة لله تعالى.

وقوله تعالى: {ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله} أي لا يتبعه في تحليل شيء ولا تحريمه إلا فيما حلله الله أو حرمه. وهو نظير قوله تعالى: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم}...

وإنما وصفهم الله تعالى بأنهم اتخذوا أربابا لأنهم أنزلوهم منزلة ربهم وخالقهم في قبول تحريمهم وتحليلهم لما لم يحرمه الله ولم يحلله ولا يستحق أحد أن يطاع بمثله إلا الله تعالى الذي هو خالقهم والمكلفون كلهم متساوون في لزوم عبادة الله واتباع أمره وتوجيه العبادة إليه دون غيره. اهـ

"সকল মানুষই যেহেতু আল্লাহর বান্দা, তাই তারা একে অপরের কাছ থেকে ইবাদত পাওয়ার হকদার নয় এবং আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের স্থান ব্যতীত কারো উপর অন্যের আনুগত্য আবশ্যক নয়। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের ক্ষেত্রেও শর্ত লাগিয়েছেন, তা ন্যায়-সঙ্গত বিষয়ে হতে হবে, অথচ আল্লাহ তায়ালা জানেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ন্যায় ব্যতীত ভিন্ন কিছুর আদেশ করবেন না। তা এজন্য করেছেন যে, কেউ যেন আল্লাহ তায়ালার আদেশ ব্যতীত অন্য কিছুতে কাউকে নিজের আনুগত্য করতে বাধ্য করার সুযোগ গ্রহণ না করতে পারে। বাইয়াতের ঘটনায় আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন, 'এবং (যদি তারা এ শর্তে বাইয়াত হতে আসে যে,) কোন ভাল কাজে তারা আপনার অবাধ্যতা করবে না, তাহলে আপনি তাদের বাইয়াত গ্রহণ করুন।'[২৫] আল্লাহ তায়ালামহিলাদের উপর শর্ত আরোপ করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের যে ভাল কাজের আদেশ দেবেন, তারা তাতে তাঁর অবাধ্যতা করতে পারবে না। এমনটি করেছেন গুরুত্বারোপের জন্য, যেন আল্লাহ তায়ালার আদেশ এবং তার আনুগত্যের বিষয় ব্যতীত কারও উপর অন্যের আনুগত্য আবশ্যক হয়ে না যায়।

আল্লাহ তায়ালার বাণী–{এবং আল্লাহকে ছেড়ে আমরা একে অন্যকে রব বানাবো না।} অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যা হালাল বা হারাম করেছেন তা ব্যতীত, হালাল বা হারামের ক্ষেত্রে আমরা একে অন্যের অনুসরণ করবো না। এ বাণী

---

২১ তাফসীরে কুরতুবী: ৪/১০৫
২২সূরা তাওবা: ৩১
২৩ তাফসীরে কুরতুবী: ৪/১০৬
২৪ তাফসীরে সা'দী: ১/১৩৩
২৫সূরা মুমতাহিনা: ১২

আল্লাহ তায়ালার সেই বাণীর মতা, যাতে তিনি বলেছেন–{তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও ধর্ম-জাযকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে এবং মারিয়ামের পুত্র মসীহকেও} ।[২৬] ...

আল্লাহ তায়ালা এদেরকে এই বিশেষণে অভিহিত করেছেন যে, এরা পাদ্রী ও ধর্মজাযকদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করেছে। কেননা, তারা তাদেরকে তাদের রব ও সৃষ্টিকর্তার আসনে সমাসীন করেছে। তারা তাদের এমন হালাল-হারামকে গ্রহণ করেছে, যাকে আল্লাহ তায়ালা হালাল বা হারাম করেননি। এধরনের আনুগত্যের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, যিনি তাদের সৃষ্টিকর্তা। আর তাঁর ইবাদত ও আদেশ পালন করা এবং ইবাদতকে শুধু তাঁরই সমীপে অর্পণ করা সকল বান্দার উপর সমভাবে আবশ্যক এবং সকলেই এক্ষেত্রে বরাবর।"[২৭]

প্রিয় পাঠক, আশাকরি আমরা বুঝতে পেরেছি, হালাল-হারাম ও বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে আনুগত্য মূলত ইবাদত। বিধান প্রণয়ন এবং হালাল ও হারামকরণ সেই সত্তারএকমাত্র অধিকার, যিনি সকলের রব। সকলের প্রভু। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

'স্মরণ রেখ! সৃষ্টি ও আদেশ দান তাঁরই কাজ। আল্লাহ অতি বরকতময়, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক।'[২৮]

যারা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও তাঁর হালাল-হারামের তোয়াক্কা না করে নিজেরাই বিধান প্রণয়নে হাত দিয়েছে, নিজেরাই হালাল-হারাম করতে শুরু করেছে, তারা প্রকৃত অর্থে–মৌখিকভাবে না হলেও, কর্মগতভাবে–নিজেদেরকে রব দাবি করেছে। আর যারা আল্লাহর বিধি-বিধান, আল্লাহর হালাল-হারাম বাদ দিয়ে এদের বিধি-বিধান আর হালাল-হারামকে বেছে নিয়েছে, তারা মূলত এদের ইবাদতে লিপ্ত হয়েছে। এদেরকে রবের আসনে সমাসীন করেছে। ফলত উভয়ই কাফেরে পরিণত হয়েছে। ইয়াহুদ-নাসারারা এ কুফরেই লিপ্ত হয়েছিল। মুসলিম নামধারী আমাদের বর্তমান শাসকগোষ্ঠীও তাতে লিপ্ত হয়েছে। কাজেই তারা তেমনি কাফের, যেমন কাফের ছিল ইয়াহুদ-নাসারার জনসাধারণ এবং পাদ্রী-ধর্মজাযকেরা। এক নং আলোচনায় এর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে তাই এখানে আর দীর্ঘ করতে চাচ্ছি না। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বুঝার তাওফীক দান করুন। আমীন!

চার.

﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾

'যারা পিছন ফিরে চলে গেছে; ওদের সামনে সরল পথ স্পষ্ট হওয়ার পরও, নিশ্চয়ই শয়তান ওদের কুমন্ত্রণা দিয়েছে এবং ওদের (দূর-দূরান্তের) আশা দিয়েছে। তা এ জন্য যে, যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অপছন্দ করে, তাদেরকে ওরা বলেছে, 'আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব।' আর আল্লাহ ওদের গোপন কথা-বার্তা জানেন। অতএব তখন (ওদের অবস্থা) কেমন হবে, যখন ফেরেশতারা ওদের জান বের করবে ওদের মুখে ও পিঠে আঘাত করতে করতে? তা এ জন্য যে, ওরা সেই পথের অনুসরণ করেছে, যা আল্লাহর অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করেছে, ফলে তিনি ওদের সমস্ত কর্ম নিষ্ফল করে দিয়েছেন।'[২৯]

ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ–'পিছন ফিরে চলে গেছে' দ্বারা উদ্দেশ্য– ঈমান গ্রহণের পর মুরতাদ হয়ে গেছে।

ইবনে কাসীর রহ. (মৃত্যু: ৭৭৪হি.) বলেন–

{إن الذين ارتدوا على أدبارهم} أى: فارقوا الإيمان ورجعوا إلى الكفر. اهـ

"{নিশ্চয়ই যারা পিছন ফিরে চলে গেছে} অর্থাৎ ঈমান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কুফরে ফিরে গেছে।"[৩০]

আল্লামা শানকীতি রহ. (মৃত্যু: ১৩৯৩হি.) বলেন–

الظاهر أن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، قوم كفروا بعد إيمانهم. اهـ

"এটা স্পষ্ট যে, হেদায়াত স্পষ্ট হওয়ার পরও যারা পিছন দেকে ফিরে চলে গেছে, তারা এমন কিছু লোক, যারা ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গেছে।"[৩১]

২৬সূরা তাওবা: ৩১

২৭ আহকামুল কুরআন, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৯৭

২৮সূরা আ'রাফ: ৫৪

২৯ সূরা মুহাম্মাদ: ২৫-২৮

৩০ তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৭/৩২০

৩১ আদওয়াউল বায়ান: ৭/৪৪০

এসব লোক কেন মুরতাদ হয়ে গেছে, এর কারণ উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ﴾

(তা এ জন্য যে, যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অপছন্দ করেছে, তাদেরকে ওরা বলেছে, 'আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব।')

অর্থাৎ যারা আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব ও তার বিধি-বিধানকে অপছন্দ করে, সেসব কাফেরেদের সাথে এরা গোপনে ঐক্য করেছে যে, আমরা কোন কোন বিষয়ে আল্লাহর শরীয়তের বিধান না মেনে তোমাদের আনুগত্য করব। এটাই তাদের মুরতাদ হওয়ার কারণ। আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে কাফেরদের আনুগত্যের এ সম্মতিকেই আল্লাহ তায়ালা রিদ্দাহ্ ও কুফর সাব্যস্ত করেছেন এবং তাদেরকে মুরতাদ ঘোষণা দিয়েছেন।

আয়াতটি নাযিল হয়েছে মদীনার মুনাফিকদের ব্যাপারে। তারা গোপনে গোপনে ইহুদীদের সাথে আঁতাত করতো। ইহুদীদেরকে আশ্বাস দিত, প্রয়োজনের সময় তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জিহাদে বের হবে না, বরং উল্টো তাঁর বিরুদ্ধে ইহুদীদেরকে সহায়তা করবে, ইহুদীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বের হলে তারাও তাদের সাথে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে বের হবে। তাদেরকে সহায়তা করবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা তাদের ব্যাপারে ইরশাদ করেন–

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ﴾

"হে রাসূল, আপনি কি সেসব মুনাফিকের আচরণ লক্ষ্য করেননি, যারা তাদের কাফের আহলে কিতাব ভাইদের বলে, যদি তোমাদেরকে (কখনো এ জনপদ থেকে) বের করে দেয়া হয়, আমরাও তোমাদের সাথে (একাত্মতা ঘোষণা করে এখান থেকে) বেরিয়ে যাবো এবং তোমাদের (স্বার্থের) বেলায় আমরা কখনোই অন্য কারো আনুগত্য করবো না। আর তোমাদের সাথে যদি যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়া হয়, তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সহায়তা করবো।"[৩২]

শায়খ জামালুদ্দীন কাসেমী রহ. (মৃত্যুঃ ১৯১৪ইং.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থ 'মাহাসিনুত-তাবীল'-এ বলেন–

ذلك إشارة إلى ما ذكر من ارتدادهم- بأنهم أى بسبب أنهم قالوا أى المنافقون للذين كرهوا ما نزل الله أى لليهود الكارهين لنزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنطيعكم فى بعض الأمر أى بعض أموركم- أو ما تأمرون به كالقعود عن الجهاد- والتظاهر على الرسول- أو الخروج معهم إن أخرجوا- كما أوضح ذلك قوله تعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداًوَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ [الحشر: 11]- وهم بنو قريظة والنضير الذين كانوا يوالونهم ويوادونهم.اهـ

"ذلك (যালিকা) দ্বারা ইশারা করা হয়েছে তাদের পূর্বোল্লিখিত ইরতিদাদের দিকে। আর তা এ কারণে যে, মুনাফিকরা ইহুদীদেরকে–যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কুরআন অবতীর্ণ হওয়াকে অপছন্দ করেছে তাদেরকে– বলেছে, 'আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদের কথা মানব।' অর্থাৎ তোমাদের কতক বিষয় কিংবা তোমরা যা আদেশ কর (তা মানবো)। যেমন, জিহাদ ত্যাগ করে বসে থাকা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে সহায়তা করা, তাদেরকে বের করে দেয়া হলে তাদের সাথে বেরিয়ে যাওয়া। যেমনটা আল্লাহ তায়ালার এ বাণীতে পরিষ্কার বিবরণ দেয়া হয়েছে– 'হে রাসূল, আপনি কি সেসব মুনাফিকের আচরণ লক্ষ্য করেননি, যারা তাদের কাফের আহলে কিতাব ভাইদের বলে, যদি তোমাদেরকে (কখনো এ জনপদ থেকে) বের করে দেয়া হয়, আমরাও তোমাদের সাথে (একাত্মতা প্রকাশ করে) বেরিয়ে যাবো এবং তোমাদের (স্বার্থের) বেলায় আমরা কখনোই অন্য কারো আনুগত্য করবো না। আর তোমাদের সাথে যদি যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়া হয়, তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সহায়তা করবো।'[৩৩]

তারা হচ্ছে, বনু কুরায়যা এবং বনু নযীর, যাদের সাথে তারা বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা রাখতো।"[৩৪]

---

৩২ সূরা হাশর: ১১

৩৩ সূরা হাশর: ১১

৩৪ মাহাসিনুত-তাবীল: ৮/৪৭৬

কেউ কেউ বলেন, আয়াতটি ইহুদীদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। তারা মক্কার মুশরিকদের কাছে গিয়ে বলতো, মুহাম্মদের বিরুদ্ধে আমরা তোমাদের সাথে আছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে তারা তাদেরকে সহায়তার আশ্বাস দিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য নবী বলে বিশ্বাস করার পরও প্রতিহিংসাবশত তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করতো। তাঁর আনুগত্যের বিপরীতে কাফেরদের আনুগত্য করতো।

তবে নাযিলের প্রেক্ষিত যাই হোক, আয়াত ব্যাপক। আয়াতের বিধান শুধু তৎকালীন ইয়াহুদ বা মুনাফিকদের সাথে খাছ এবং তাদের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষের বেলায়ই আয়াত প্রযোজ্য। আল্লাহ তায়ালার অবতীর্ণ কিতাব, শরীয়ত ও বিধি-বিধানকে যারা অপছন্দ করে, কোন কোন বিষয়ে শরীয়তের বিধানের বিপরীতে তাদের বিধান মেনে নেবে বলে যারাই সম্মত হবে, তাদের উপরই আয়াতের বিধান প্রযোজ্য হবে। তারাই দ্বীন-ত্যাগী মুরতাদে পরিণত হবে। কারণ, তাফসীরের একটি মূলনীতি আছে–

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

অর্থাৎ "যে নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে আয়াত নাযিল হয়েছে, আয়াতের বিধান শুধু তার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং আয়াতের বাহ্যিক ব্যাপক অর্থ যা কিছুকে শামিল করে, তার সব কিছুর উপরই আয়াতের বিধান প্রযোজ্য হবে।"[৩৫]

আল্লামা শানকীতি রহ. (মৃত্যুঃ ১৩৯৩হি.) বলেন–

واعلم أن هذه الآية الكريمة - قد قال بعض العلماء: إنها نزلت فى المنافقين. وقال بعضهم: إنها نزلت فى اليهود ... والتحقيق الذى لا شك فيه ان هذه الآيات عامة فى كل ما يتناوله لفظها - وأن كل ما فيها من الوعيد عام لمن أطاع من كره ما نزل الله . اهـ

"জেনে রাখ, এই আয়াতে কারীমার ব্যাপারে উলামাদের কেউ কেউ বলেন, তা মুনাফিকদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, তা ইহুদীদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। ... তবে বাস্তব সত্য, যাতে কোন সন্দেহ নেই, এ সকল আয়াত ব্যাপক। আয়াতের শব্দাবলী যা কিছু শামিল করে, তার সবই এগুলোতে অন্তর্ভুক্ত। এগুলোতে যে শাস্তি ও পরিণতির কথা বিধৃত হয়েছে তাও ব্যাপক। আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান যে অপছন্দ করে, তার আনুগত্য যে করবে তাদের প্রত্যেকের উপরই তা বর্তাবে।"[৩৬]

<u>সব কাফেরই আল্লাহর বিধান অপছন্দ করেঃ</u>

আয়াতে বলা হয়েছে–

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ الله ﴾

(আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন; তা যারা অপছন্দ করেছে, তাদেরকে ওরা বলেছে ... ')

এ থেকে বুঝা যায়, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধি-বিধান যারা অপছন্দ করে, কোন কোন বিষয়ে শরীয়তের বিধানের বিপরীতে তাদের বিধান যারাই মেনে নেবে, তারাই দ্বীন-ত্যাগী মুরতাদে পরিণত হবে। আর সুস্পষ্ট যে, সব কাফেরই আল্লাহর বিধান অপছন্দ করে। কাজেই, মুসলিম নামধারী যারাই আল্লাহর বিধান ছেড়ে কোন কোন ক্ষেত্রে কাফেরদের বিধান মেনে নেবে, তারাই মুরতাদে পরিণত হবে।

আল্লামা শানকীতি রহ. (মৃত্যুঃ ১৩৯৩হি.) বলেন–

والآية الكريمة تدل على أن كل من أطاع من كره ما نزل الله فى معاونته له على كراهته ومؤازرته له على ذلك الباطل۞ أنه كافر بالله بدليل قوله تعالى فيمن كان كذلك {فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الملائكة يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتبعوا مَآ أَسْخَطَ الله وَكَرِهُواْ رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} [محمد : ٢٧ - ٢٨] .

وقد قدمنا ما يوضح ذلك من القرآن فى سورة الشورى فى الكلام على قوله تعالى: {وَمَا اختلفتم فِيهِ مِن شَىْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى الله} [الشورى: ١٠] وفى مواضع عديدة من هذا الكتاب المبارك .

وبينا فى سورة الشورى أيضاً شدة كراهة الكفار لما نزل الله۞ وبينا ذلك بالآيات القرآنية فى الكلام على قوله تعالى {كَبُرَ عَلَى المشركين مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ} [الشورى : ١٣] .

وقد قدمنا مراراً أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب . اهـ

---

৩৫ দেখুন 'আল-ইহকাম' লিল-আমুদী: ২/৩৪৭, 'আল-মুওয়াফাকাত' লিশ-শাতিবী: ১/৩০০, 'মুনতাহাল উসূল' লি-ইবনিল হাযিব: ৭৯, 'আস-সারিমুল মাসলূল' লি-ইবনি তাইমিয়া: ৩৩, 'আহকামুল কুরআন লিল-জাসসাস: ১/১২৪, ২৯১ ...।

৩৬ আদওয়াউল বায়ান: ৭/৪৪২

"আয়াতে কারীমা প্রমাণ করে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা যে অপছন্দ করে, যে ব্যক্তিই তার আনুগত্য করবে এবং তার অপছন্দে তাকে সহায়তা করবে, উক্ত বাতিলের ব্যাপারে তাকে সহযোগিতা করবে, সে-ই কাফের হয়ে যাবে। এর দলীল, এই ধরনের ব্যক্তির ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণী–

{ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الملائكة يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتبعوا مَآ أَسْخَطَ الله وَكَرِهُواْ رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ }

অতএব তখন (ওদের অবস্থা) কেমন হবে, যখন ফেরেশতারা ওদের জান বের করবে ওদের মুখে ও পিঠে আঘাত করতে করতে? তা এ জন্য যে, ওরা সেই পথের অনুসরণ করেছে, যা আল্লাহর অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করেছে। ফলে তিনি ওদের সমস্ত কর্ম নিষ্ফল করে দিয়েছেন।'[৩৭]

কুরআনে কারীমের কোন্ কোন্ আয়াত বিষয়টি সুস্পষ্ট প্রমাণ করে, সূরা শূরা'র নিম্নোক্ত আয়াতের আলোচনায় আমি তা বর্ণনা করে এসেছি–

{ وَمَا اختلفتم فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى الله }

'আর যে কোন বিষয়েই তোমরা মতবিরোধ কর, তার ফায়সালা আল্লাহর কাছে।'[৩৮]

এ ছাড়াও এ মুবারক কিতাবের বিভিন্ন জায়গায় আমি তা আলোচনা করেছি।

কাফেররা যে আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত বিধানকে মারত্মক অপছন্দ করে, সূরা শূরাতে আমি তাও আলোচনা করে এসেছি। কুরআনে কারীমের বিভিন্ন আয়াত দিয়ে আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণীর আলোচনায় আমি তা বর্ণনা করে এসেছি–

{ كَبُرَ عَلَى المشركين مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ }

'মুশরিকদের কাছে সে বিষয় খুবই কঠিন মনে হয়, যার দিকে আপনি ওদের আহ্বান করছেন।'[৩৯]

আর বহুবার আমি বলে এসেছি, (আয়াতের) শব্দের ব্যাপকতা ধর্তব্য, যে বিশেষ প্রেক্ষিতে আয়াত নাযিল হয়েছে তা ধর্তব্য নয়।"[৪০]

শানকীতি রহ.-এর উদ্দেশ্য, সকল কাফেরই আল্লাহর বিধান অপছন্দ করে। কাজেই আয়াতের لَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ الله। 'যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তা অপছন্দ করে' এর মধ্যে সকল কাফেরই অন্তর্ভুক্ত। শুধু তৎকালীন যামানার ইহুদী বা মুশরিকরা উদ্দেশ্য নয়। আয়াতের হুকুম শুধু তাদের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। আয়াত ব্যাপক। সব যামানার সব কাফেরই এতে অন্তর্ভুক্ত। অতএব, যে কোন যামানায়, মুসলিম নামধারী লোকেরা আল্লাহর বিধানের বিপরীতে কাফেরদের বিধান গ্রহণ করবে, তাদের উপরই আয়াতের হুকুম বর্তাবে। তারাই এ আয়াতের ঘোষণা অনুযায়ী ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত কাফের ও মুরতাদে পরিণত হবে।

শানকীতি রহ. বলছেন, তিনি তিনটি বিষয় আলোচনা করে এসেছেন–

১. কাফেররা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অপছন্দ করে।

২. যারা কাফেরদের আনুগত্য করে, আল্লাহর বিধানের বিপরীতে তাদের বিধান গ্রহণ করে, তারা কাফের।

৩. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب - (আয়াতের) শব্দের ব্যাপকতা ধর্তব্য, যে বিশেষ প্রেক্ষিতে আয়াত নাযিল হয়েছে তা ধর্তব্য নয়।

তৃতীয় বিষয়টি তিনি তার তাফসীরের বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা করেছেন। প্রথম দু'টি বিষয়ও বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা করেছেন, তবে সূরা শূরাতে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন।

এখানে তৃতীয়টির আলোচনায় যাচ্ছি না। প্রথম দু'টি বিষয়ে তাঁর বক্তব্যের কিছু অংশ তুলে ধরা মুনাসিব মনে করছি।

১. কাফেররা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অপছন্দ করেঃ

তিনি বলেন–

قوله تعالى : { كَبُرَ عَلَى المشركين مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ } .

---

৩৭ সূরা মুহাম্মাদ: ২৭-২৮

৩৮ সূরা শূরা: ১০

৩৯ সূরা শূরা: ১৩

৪০আদওয়াউল বায়ান: ৭/৪৪১-৪৪২

بين جل وعلا أنه كبر على المشركين أى شق عليهم وعظم ما يدعوهم إليه صلى الله عليه وسلم من عبادة الله تعالى وحده - وطاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه- ولعظم ذلك ومشقته عليهم- كانوا يكرهون ما أنزل الله ويجتهدون فى عدم سماعه لشدة كراهتهم له- بل يكادون يبطشون بمن يتلو عليهم آيات ربهم لشدة بغضهم وكراهتهم لها.والآيات الموضحة لهذا المعنى كثيرة فى كتاب الله- وفيها بيان أن ذلك هو عادة الكافرين مع جميع الرسل من عهد نوح إلى عهد محمد صلى الله عليه وسلم.

فقد بين تعالى مشقة ذلك على قوم نوح وكبره عليهم فى مواضع من كتابه كقوله تعالى: {واتل عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ياقوم إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِى وَتَذْكِيرِى بِآيَاتِ الله فَعَلَى الله تَوَكَّلْتُ} [يونس: ٧١] الآية. وقوله تعالى عن نوح {وَإِنِّى كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جعلوا أَصَابِعَهُمْ فى آذَانِهِمْ واستغشوا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ واستكبروا استكبارا} [نوح : ٧]

فقوله تعالى {جعلوا أَصَابِعَهُمْ فى آذَانِهِمْ واستغشوا ثِيَابَهُمْ} يدل دلالة واضحة على شدة بغضهم وكراهتهم لما يدعوهم إليه نوح - فهو واضح فى أنهم كبر عليهم ما يدعوهم إليه من توحيد الله والإيمان به .

وقد بين الله تعالى مثل ذلك فى الكفار الذين كذبوا نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم فى آيات من كتابه كقوله تعالى {وَإِذَا تتلى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِى وُجُوهِ الذين كَفَرُواْ المنكر يَكَادُونَ يَسْطُونَ بالذين يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا} [الحج: ٧٢] فقوله تعالى: {تَعْرِفُ فِى وُجُوهِ الذين كَفَرُواْ المنكر} الآية. يدل دلالة واضحة- على شدة بغضهم وكراهيتهم لسماع تلك الآيات.

وكقوله تعالى: {وَقَالَ الذين كَفَرُواْ لاَ تَسْمَعُواْ لهذا القرآن والغوا فِيهِ} [فصلت: ٢٦] الآية. وقوله تعالى فى الزخرف. {لَقَدْ جِئْنَاكُم بالحق ولكن أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ} [الزخرف: ٧٨]- وقوله تعالى فى قد أفلح المؤمنون {أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَآءَهُمْ بالحق وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ} [المؤمنون: ٧٠] وقوله تعالى فى القتال {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَآ أَنزَلَ الله فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} [محمد صلى الله عليه وسلم: ٨]- وقوله تعالى: {تَلْكَ آيَاتُ الله نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بالحق فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ الله وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ الله تتلى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [الجاثية: ٦ - ٨] وقوله تعالى: {وَإِذَا تتلى عَلَيْهِ آيَاتُنَا ولى مُسْتَكْبِراً كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فى أُذُنَيْهِ وَقْراً فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [لقمان : ٧]- وقوله تعالى: {وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فى أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِى آذانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ} [فصلت: ٥] الآية. والآيات بمثل ذلك كثيرة .

واعلم أن هؤلاء الذين يكرهون ما أنزل الله- يجب على كل مسلم أن يحذر كل الحذر من أن يطيعهم فى بعض أمرهم- لأن ذلك يستلزم نتائج سيئة متناهية فى السوء - كما أوضح تعالى ذلك فى قوله: {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القرآن أَمْ على قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ إِنَّ الذين ارتدوا على أَدْبَارِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الهدى الشيطان سَوَّلَ لَهُمْ وأملى لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّلَ الله سَنُطِيعُكُمْ فِى بَعْضِ الأمر والله يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الملائكة يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتبعوا مَآ أَسْخَطَ الله وَكَرِهُواْ رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} [محمد صلى الله عليه وسلم: ٢٤ - ٢٨] فعلى كل مسلم أن يحذر ثم يحذر ثم يحذر كل الحذر - من أن يقول للذين كفروا - الذين يكرهون ما أنزل الله: سنطيعكم فى بعض الأمر - لأن ذلك يسبب له ما ذكره الله فى الآيات المذكورة - ويكفيه زجراً وردعاً عن ذلك قول ربه تعالى {فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الملائكة يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُم} [محمد صلى الله عليه وسلم: ٢٧] إلى قوله { فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم } [محمد صلى الله عليه وسلم: ٢٨] . اهـ

"আল্লাহ তায়ালার বাণী–

{ كَبُرَ عَلَى المشركين مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ }

'মুশরিকদের কাছে সে বিষয় খুবই কঠিন মনে হয়, যার দিকে আপনি ওদের আহ্বান করছেন।'[৪১]

৪১ সূরা শূরা: ১৩

আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, যে বিষয়ের দিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদেরকে আহ্বান করছেন, অর্থাৎ এক আল্লাহর ইবাদত এবং তাঁর আদেশ বাস্তবায়ন এবং নিষেধ বর্জনের মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করা, তা মুশরিকদের কাছে খুবই কঠিন মনে হয়। তাদের কাছে তা অত্যন্ত ভারী ও কষ্টকর হওয়ার কারণেই তারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা অপছন্দ করতো; তীব্র অপছন্দের কারণেই তা না শুনার সর্বাত্মক চেষ্টা করতো। বরং বিদ্বেষ আর অপছন্দের তীব্রতায়, যে ব্যক্তি তাদের কাছে তাদের রবের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করতো তাদের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হতো। আল্লাহ তায়ালার কিতাবে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বিবরণ সম্বলিত আয়াত অনেক।

এসব আয়াতে কারীমায় এও সুস্পষ্ট বিধৃত হয়েছে যে, হযরত নূহ আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সকল রাসূলের সাথেই কাফেরদের আচরণ-বিধি এমন অভিন্ন ছিল।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবের অনেক জায়গায় হযরত নূহ আলাইহিস সালামের উম্মতের নিকট তাঁর বিধানাবলী যে বড়ই কঠিন এবং কষ্টকর ছিল, তার বিবরণ দিয়েছেন। যেমন–

{واتل عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ياقوم إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِى وَتَذْكِيرِى بِآيَاتِ الله فَعَلَى الله تَوَكَّلْتُ}[يونس : ٧١] الآية

'আর তাদেরকে নূহের সংবাদ পড়ে শুনান, যখন তিনি তার কওমকে বললেন, 'হে আমার কওম, আমার অবস্থান এবং আল্লাহর আয়াতসমূহের মাধ্যমে আমার উপদেশ দান যদি তোমাদের কাছে ভারী মনে হয়, তবে আমি আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল করলাম।'[৪২]

হযরত নূহ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

{وَإِنِّى كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جعلوا أَصَابِعَهُمْ فى آذَانِهِمْ واستغشوا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ واستكبروا استكبارا}[نوح : ٧]

'আর যখনই আমি তাদেরকে আহ্বান করেছি– 'যেন আপনি তাদের ক্ষমা করেন', তারা নিজেদের কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়েছে, নিজেদেরকে পোশাকে আবৃত করে নিয়েছে, (অবাধ্যতায়) অনড় থেকেছে এবং দম্ভভরে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে।'[৪৩]

এখানে আল্লাহ তায়ালার বাণীর এ অংশ- (তারা নিজেদের কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়েছে, নিজেদেরকে পোশাকে আবৃত করে নিয়েছে) সুস্পষ্ট প্রমাণ করে, নূহ আলাইহিস সালাম তাদেরকে যে বিষয়ের আহ্বান জানাতেন, তা তাদের তীব্র বিদ্বেষ ও অপছন্দের বিষয় ছিল। অতএব বিষয়টি সুস্পষ্ট: আল্লাহ তায়ালার তাওহীদ ও একত্ববাদ এবং তাঁর প্রতি ঈমান–যার দাওয়াত হযরত নূহ আলাইহিস সালাম দিতেন, তা তাদের কাছে অত্যন্ত ভারী মনে হত।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবের অনেক আয়াতে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেসব কাফের মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো, তাদের ব্যাপারে অনুরূপ বিবরণই দিয়েছেন। যেমন–

{وَإِذَا تتلى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِى وُجُوهِ الذين كَفَرُواْ المنكر يَكَادُونَ يَسْطُونَ بالذين يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا}[الحج : ٧٢]

'আর তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টরূপে তিলাওয়াত করা হলে, যারা কুফরী করে তাদের মুখমণ্ডলে আপনি অসন্তোষ লক্ষ্য করবেন; তাদের কাছে যারা আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে, তাদেরকে তারা আক্রমণ করতে উদ্যত হয়।'[৪৪]

এখানে (যারা কুফরী করে তাদের মুখমণ্ডলে আপনি অসন্তোষ লক্ষ্য করবেন) সুস্পষ্ট প্রমাণ করে, ঐসব আয়াত শুনার প্রতি তাদের প্রচণ্ড ঘৃণা এবং অপছন্দ ছিল।

{وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ}[فصلت : ٢٦] الآية

'আর কাফেররা (একে অন্যকে) বলে, 'তোমরা এ কুরআন শুনো না এবং এর আবৃত্তিকালে শোরগোল সৃষ্টি কর, যেন তোমরা জয়ী থাকতে পার।'[৪৫]

সূরা যুখরুফে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

{لَقَدْ جِئْنَاكُم بالحق ولكن أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ}[الزخرف : ٧٨]

'অবশ্যই আমি তোমাদের নিকটসত্য নিয়ে এসেছি; কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্য অপছন্দকারী।'[৪৬]

৪২সূরা ইউনুস: ৭১
৪৩সূরা নূহ: ৭
৪৪সূরা হজ্ব: ৭২
৪৫সূরা হা-মীম-সাজদা: ২৬
৪৬সূরা যুখরুফ: ৭৮

সূরা মু'মিনূনে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

{أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَآءَهُمْ بالحق وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ}[المؤمنون : ٧٠]

'নাকি তারা বলছে, তার (রাসূলের) মধ্যে কোন পাগলামী রয়েছে? না, বরং তিনি তাদের কাছে সত্য নিয়েই এসেছেন। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই সত্যকে অপছন্দকারী।'[৪৭]

সূরা মুহাম্মাদে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

{ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَآ أَنزَلَ الله فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ}[محمد صلى الله عليه وسلم : ٩]

'আর তা এ কারণে যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তারা তা অপছন্দ করেছে; ফলে আল্লাহ তাদের যাবতীয় কর্ম নিষ্ফল করে দিয়েছেন।'[৪৮] এছাড়াও–

{تَلْكَ آيَاتُ الله نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بالحق فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ الله وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ الله تتلى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}[الجاثية : ٦ - ٨]

'এগুলো আল্লাহর আয়াত, আমি তা যথাযথভাবেই আপনার কাছে তিলাওয়াত করছি। অতএব তারা আল্লাহ ও তাঁর আয়াতের পর আর কোন্ কথায় বিশ্বাস করবে? দুর্ভোগ প্রত্যেক চরম মিথ্যুক পাপাচারীর জন্য! সে শোনে আল্লাহর আয়াতসমূহ, যা তার সামনে তিলাওয়াত করা হচ্ছে, তারপর সে (এমনভাবে) ঔদ্ধত্যের সাথে (কুফরের উপর) অবিচল থাকে, যেন সে তা শুনতে পায়নি। অতএব আপনি তাকে এক যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দিন।'[৪৯]

{وَإِذَا تتلى عَلَيْهِ آيَاتُنَا ولى مُسْتَكْبِراً كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فى أُذُنَيْهِ وَقْراً فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}[لقمان : ٧]

'আর তার কাছে যখন আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে শুনতে পায়নি, তার দু'কানে যেন ছিপি এঁটে দেয়া হয়েছে; সুতরাং তাকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দিন।'[৫০]

{وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فى أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِى آذانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ}[فصلت : ٥] الآية .

'আর তারা বলে, 'তুমি আমাদেরকে যার প্রতি আহ্বান করছ, সে বিষয়ে আমাদের অন্তরসমূহ গিলাফে ঢাকা, আমাদের কানের মধ্যেছিপি আঁটাএবং তোমার ও আমাদের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরায়।'[৫১]

এ ধরণের আরো বহু আয়াত আছে।

ভাল করে শুনে রাখ, এসব লোক, যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অপছন্দ করে, প্রতিটি মুসলিমের পরিপূর্ণ সতর্ক থাকা আবশ্যক, যেন তাদের কোন বিষয়ে তাদের আনুগত্যে লিপ্ত না হয়ে পড়ে। কেননা, তা সীমাহীন মন্দ পরিণতি ডেকে আনবে। যেমনটা আল্লাহ তায়ালা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন–

{أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القرآن أَمْ على قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ إِنَّ الذين ارتدوا على أَدْبَارِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الهدى الشيطان سَوَّلَ لَهُمْ وأملى لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّلَ الله سَنُطِيعُكُمْ فِى بَعْضِ الأمر والله يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الملائكة يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتبعوا مَآ أَسْخَطَ الله وَكَرِهُواْ رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ}[محمد صلى الله عليه وسلم : ٢٤ - ٢٨]

'তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে না? না তাদের অন্তরসমূহে তালা লেগে আছে? যারা পিছন ফিরে চলে গেছে– ওদের সামনে সরল পথ স্পষ্ট হওয়ার পরও, নিশ্চয়ই শয়তান ওদের কুমন্ত্রণা দিয়েছে এবং ওদের (দূর-দূরান্তের) আশা দিয়েছে। তা এ জন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা যারা অপছন্দ করেছে, তাদেরকে ওরা বলেছে, 'আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব।' আর আল্লাহ ওদের গোপন কথা-বার্তা জানেন। অতএব, তখন (ওদের অবস্থা) কেমন হবে, যখন ফেরেশতারা ওদের জান বের করবে ওদের মুখে ও পিঠে আঘাত করতে করতে!? তা এ জন্য যে, ওরা সেই পথের অনুসরণ করেছে, যা আল্লাহর অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করেছে। ফলে তিনি ওদের সমস্ত কর্ম নিষ্ফল করে দিয়েছেন।'[৫২]

৪৭সূরা মু'মিনূন: ৭০
৪৮সূরা মুহাম্মাদ: ৯
৪৯সূরা জাসিয়াহ: ৬-৮
৫০সূরা লুকমান: ৭
৫১সূরা হা-মীম-সাজদা: ৫
৫২ সূরা মুহাম্মাদ: ২৪-২৮

কাজেই, প্রতিটি মুসলিমের আবশ্যক– সতর্ক থাকা, বড়ই সতর্ক থাকা, পরিপূর্ণ সতর্ক থাকা; যেন কাফেরদেরকে–যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অপছন্দ করে–বলে না বসে, 'আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব।' কেননা, তা ঐ পরিণতিই ডেকে আনবে, যা আল্লাহ তায়ালা উল্লিখিত আয়াতসমূহে বলেছেন। এ ব্যাপারে হুঁশিয়ারির জন্য তার রবের এ বাণীই যথেষ্ট– 'অতএব তখন (ওদের অবস্থা) কেমন হবে, যখন ফেরেশতারা ওদের জান বের করবে ওদের মুখে ও পিঠে আঘাত করতে করতে!? ... ফলে তিনি ওদের সমস্ত কর্ম নিষ্ফল করে দিয়েছেন।'[৫৩]"[৫৪]

শানকীতি রহ.-এর দ্বিতীয় যে বিষয়টির আলোচনা তুলে ধরতে চাচ্ছি, তা হল–

২. যারা কাফেরদের আনুগত্য করে, আল্লাহর বিধানের বিপরীতে তাদের বিধান গ্রহণ করে, তারা কাফের।

তিনি বলেন–

فالإشراك بالله فى حكمه كالإشراك به فى عبادته قال فى حكمه {وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً} [الكهف: ٢٦]- وفى قراءة ابن عامر من السبعة {ولا تُشركْ فى حكمه أحداً} بصيغة النهى .

وقال فى الإشراك به فى عبادته: {فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدَا} [الكهف: ١١٠]، فالأمران سواء. اهـ

"বিধানের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শরীক করা, ইবাদতে আল্লাহর সাথে শরীক করারই মতো। বিধানের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন– {وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً}'তাঁর সিদ্ধান্তে তিনি কাউকে শরীক করেন না।'[৫৫]

ইবনে আমের রহ. এর কিরাআতে–যা প্রসিদ্ধ সাত কিরাআতের এক কিরাআত–নিষেধাজ্ঞাসূচক শব্দে আছে– {ولا تُشركْ فى حكمه أحداً} 'তাঁর সিদ্ধান্তে কাউকে শরীক করো না।'

আর আল্লাহ ইবাদাতে শরীক করার ব্যাপারে বলেন – {فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدَا}

'সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে।'[৫৬]

অতএব বিষয় দু'টি বরাবর।"[৫৭] وقد دل القرآن فى آيات كثيرة۞ على أنه لا حكم لغير الله۞ وأن اتباع تشريع غيره كفر به. اهـ

"কুরআনে কারীমের বহু আয়াতে প্রমাণিত, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো বিধান দেয়ার অধিকার নেই এবং গাইরুল্লাহর আইন ও বিধানের অনুসরণ আল্লাহ তায়ালার সাথে কুফরী।"[৫৮]

وأما الآيات الدالة على أن اتباع تشريع غير الله المذكور كفر فهى كثيرة جداً. اهـ

"গাইরুল্লাহর আইন ও বিধান অনুসরণ যে কুফর– তার প্রমাণ-সম্বলিত আয়াত অনেক অনেক বেশি।"[৫৯]

ولما كان التشريع وجميع الأحكام۞ شرعية كانت أو كونية قدرية۞ من خصائص الربوبية. كما دلت عليه الآيات المذكورة كان كل من اتبع تشريعاً غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع رباً۞ وأشركه مع الله. والآيات الدالة على هذا كثيرة۞ وقد قدمناها مراراً. اهـ

"আইন প্রণয়ন এবং যাবতীয় বিধি-বিধান; চাই তা শরয়ী হোক বা তাকবীনি– উভয়ই যেহেতু একান্তই রুবূবিয়্যাতের বৈশিষ্ট– যেমনটি উপরোক্ত আয়াতসমূহ প্রমাণ করছে; তাই যে ব্যক্তিই গাইরুল্লাহর আইনের অনুসরণ করল, সে প্রকৃতপক্ষে উক্ত আইনদাতাকে রব হিসেবে গ্রহণ করল এবং তাকে আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করল। এর প্রমাণ-সম্বলিত আয়াত অনেক। বহুবার আমি সেগুলোর আলোচনা করে এসেছি।"[৬০]

قوله تعالى: {وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} [الأنعام: ١٢١] فهى فتوى سماوية من الخالق جل وعلا صرح فيها بأن متبع تشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن مشرك بالله . اهـ

"আল্লাহ তায়ালার বাণী–

---

৫৩ সূরা মুহাম্মাদ: ২৭-২৮
৫৪ আদওয়াউল বায়ান: ৭/৬২-৬৩
৫৫সূরা কাহ্ফ: ২৬
৫৬সূরা কাহ্ফ: ১১০
৫৭ আদওয়াউল বায়ান: ৭/১৫০
৫৮ আদওয়াউল বায়ান: ৭/১৫০
৫৯ আদওয়াউল বায়ান: ৭/১৫০
৬০ আদওয়াউল বায়ান: ৭/১৫৩

{وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ}

'আর যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, নিশ্চিত তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে।'[৬১]

এটি মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে আসমানী ফতওয়া। এতে তিনি স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, রহমানের শরীয়তের বিপরীত শয়তানের বিধানের অনুসারী ব্যক্তি মুশরিক; আল্লাহ তায়ালার সাথে শরীককারী।"[৬২]

ومعلوم أن من عبد الشيطان فقد أشرك بالرحمن قال تعالى: {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بنى آدَمَ أَن لاَّ تَعْبُدُواْ الشيطان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعبدونى هذا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاًّ كَثِيراً} [يس: ٦٠ - ٦٢]- ويدخل فيهم متبعوا نظام الشيطان دخولاً أولياً {أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ} [يس: ٦٢] . اهـ

"সর্বজনবিদিত যে, যে ব্যক্তি শয়তানের ইবাদত করল, সে রহমানের সাথে শিরক করল। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

{أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بنى آدَمَ أَن لاَّ تَعْبُدُواْ الشيطان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعبدونى هذا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاًّ كَثِيراً}

'হে বনী আদম, আমি কি তোমাদেরকে এ মর্মে নির্দেশ দেইনি যে, 'তোমরা শয়তানের উপাসনা করো না। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। একমাত্র আমারই ইবাদত কর। এটিই সরল পথ। অবশ্যই শয়তান তোমাদের বহু দলকে পথভ্রষ্ট করেছে।'[৬৩]

শয়তানী নেজামের অনুসারীরা সর্বপ্রথম এদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে।

{أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ}

'তবুও কি তোমরা বুঝনি?'[৬৪]"[৬৫]

وعلى كل حال فلا شك أن كل من أطاع غير الله۞ فى تشريع مخالف لما شرعه الله۞ فقد أشرك به مع الله كما يدل لذلك قوله: {وكذلك زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ المشركين قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ} [الأنعام: ١٣٧] فسماهم شركاء لما أطاعوهم فى قتل الأولاد.وقوله تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُواْ لَهُمْ مِّنَ الدين مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ الله} [الشورى: ٢١] فقد سمى تعالى الذين يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله شركاء. اهـ

"মোট কথা– কোন সন্দেহ নেই, যে ব্যক্তিই গাইরুল্লাহর আনুগত্য করে তার প্রণীত আল্লাহর তায়ালার শরীয়ত বিরোধী আইনকে গ্রহণ করে নেবে, সে-ই উক্ত গাইরুল্লাহকে আল্লাহ তায়ালার সাথে শরীক করে নিয়েছে। এটি প্রমাণ করে আল্লাহ তায়ালার বাণী–

{وكذلك زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ المشركين قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ}

'আর এভাবে অনেক মুশরিকের জন্য তাদের শরীকরা তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করা শোভিত করেছে।'[৬৬]

সন্তান হত্যায় তাদের আনুগত্যের কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শরীক বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তায়ালার এ বাণীও তা প্রমাণ করে–

{أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُواْ لَهُمْ مِّنَ الدين مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ الله}

'তাদের জন্য এমন কিছু শরীক আছে কি, যারা তাদের জন্য দ্বীনের এমন বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?'[৬৭]

আল্লাহ তায়ালা অনুমোদন দেননি এমন নেজাম যারা প্রণয়ন করে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শরীক বলে আখ্যায়িত করেছেন।"[৬৮]

আয়াতের ব্যাখ্যা এবং আল্লামা শানকীতি রহ.-এর উপরোক্ত আলোচনা থেকে আশাকরি পরিষ্কার, যারা আল্লাহর বিধান ছেড়ে দিয়ে কাফেরদের বিধানের আনুগত্য করে তারা দ্বীনে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত কাফের ও মুরতাদ।

---

৬১ সূরা আনআম: ১২১
৬২ আদ-ওয়াউল বয়ান: ৭/১৫৪
৬৩সূরা ইয়াসীন: ৬০-৬২
৬৪সূরা ইয়াসীন: ৬২
৬৫ আদ-ওয়াউল বয়ান: ৭/১৫৫
৬৬সূরা আনআম: ১৩৭
৬৭ শূরা: ২১
৬৮ আদওয়াউল বায়ান: ৭/১৫৬

আমাদের আলোচ্য, সূরা মুহাম্মাদের উক্ত আয়াত সমূহের তাফসীর শেষে শানকীতি রহ. বলেন–

مسألة

اعلم ان كل مسلم۞ يَجِبُ عليه فى هذا الزمان۞ تأمل هذه الآيات۞ من سورة محمد وتدبرها۞ والحذر التام مما تضمنته من الوعيد الشديد. لأن كثيراً ممن ينتسبون للمسلمين داخلون بلا شك فيما تضمنته من الوعيد الشديد. لأن عامة الكفار من شرقيين وغربيين كارهون لما نزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم۞ وهو هذا القرآن وما يبينه به النبى صلى الله عليه وسلم من السنن. فكل من قال لهؤلاء الكفار الكارهين لما نزله الله: **سنطيعكم فى بعض الأمر**۞ فهو داخل فى وعيد الآية. وأحرى من ذلك من يقول لهم: **سنطيعكم فى الأمر** كالذين يتبعون القوانين الوضعية مطيعين بذلك للذين كرهوا ما نزل الله۞ فإن هؤلاء لا شك أنهم **من تتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم**۞ وأنهم **اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه**۞ وأنه **محبط أعمالهم.** فاحذر كل الحذر من الدخول فى الذين قالوا: **سنطيعكم فى بعض الأمر**. اهـ

"মাসআলা:

ভাল করে শোন, বর্তমান যমানার প্রতিটি মুসলামানের জন্য জরুরি সূরা মুহাম্মাদের এ আয়াতগুলো নিয়ে ভাবা এবং গভীর চিন্তা-ফিকির করা, এগুলোতে বর্ণিত ভয়াবহ শাস্তি ও পরিণতি সম্পর্কে পরিপূর্ণ সতর্ক থাকা। কারণ, মুসলিম নামধারী বহু লোক সন্দেহাতীতভাবে এগুলোতে বর্ণিত ভয়াবহ পরিণতিতে প্রবিষ্ট হয়ে পড়েছে। কেননা, ব্যাপকভাবে মাশরিক-মাগরিবের কাফেররা আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যা নাযিল করেছেন, তা অপছন্দ করে। আর তা হচ্ছে– এই কুরআন এবং তার ব্যাখ্যাসম্বলিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ। আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত বিধান অপছন্দকারী এসব কাফেরকে যারাই বলবে, 'কোন কোন বিষয়ে আমরা তোমাদের আনুগত্য করব' তাদের উপরই এ আয়াতে বর্ণিত শাস্তি ও পরিণতি বর্তাবে। আর যারা বলবে, 'আমরা সকল বিষয়েই তোমাদের আনুগত্য করব' যেমন যারা স্বেচ্ছায় আল্লাহর বিধান অপছন্দকারীদের অনুসরণ করতঃ মানবরচিত আইন ও বিধানের আনুগত্য করে, তাদের ব্যাপারে তো কোন সন্দেহ নেই যে, তারাই ঐসব লোক, যাদেরকে ফেরেশতারা তাদের চেহারা ও পৃষ্ঠদেশে মারতে মারতে মৃত্যুঘাটে নিপতিত করবে এবং তারা এমন বিষয়ের অনুসরণ করেছে, যা আল্লাহকে ক্রোধান্বিত করে এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করেছে এবং আল্লাহ তাদের আমল নিষ্ফল ও পণ্ড করে দিবেন। সুতরাং তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ সতর্ক হও, যারা বলে আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব।"[৬৯]

প্রিয় পাঠক, বক্ষমাণ আয়াতের এতটুকু আলোচনাই মনে হয় যথেষ্ট। আশাকরি স্পষ্ট হয়েছে: ইউরোপ-আমেরিকা, ফ্রান্স-রাশিয়া আর জাতিসংঘ থেকে আমদানীকৃত, কাফেরদের প্রণীত, কুফরী বিধানের অনুসারী মুসলিম নামধারী বর্তমান শাসকগোষ্ঠী কিছুতেই মুমিন নয়। বরং তারা দ্বীনে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত কাফের ও মুরতাদ। যেখানে কোন কোন বিষয়ে কাফেরদের বিধান মেনে নিলেই কাফের হয়ে যায়, সেখানে আজ যারা গোটা শরীয়ত প্রত্যাখান করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কুফরি বিধান প্রবর্তন করেছে, তারা কিভাবে ঈমানদার থাকতে পারে!? আল্লাহ তায়ালা আমাদের হেফাজত করুন। আমীন!

পাঁচ.

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾

'যেসব জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না। এ ভক্ষণ গোনাহ।নিশ্চয়ই শয়তানরা তাদের বন্ধুদের নিকট ওহী প্রেরণ করে, যাতে তারা তোমাদের সাথে বিতর্ক করে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, নিশ্চিত তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে।'[৭০]

যেসব জন্তু দেবতাদের নামে যবেহ করা হয় কিংবা যবেহ ছাড়াই স্বাভাবিকভাবে মারা যায়, সেগুলো খাওয়া হারাম করে আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেন–

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ ﴾

'যেসব জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না।'[৭১]

৬৯ আদওয়াউল বায়ান: ৭/৪৪৩
৭০ সূরা আনআম: ১২১
৭১ সূরা আনআম: ১২১

তখন মক্কার কাফেররা মুসলমানদের সাথে বিতর্কে জড়ায়। তারা বলে, 'তোমরা কিভাবে আল্লাহ তায়ালার পছন্দনীয় পথে চলার দাবি কর, অথচ তোমরা নিজ হাতে যা যবাই কর তা খাও, আর আল্লাহ তায়ালা নিজ হাতে যা যবাই করে দেন–অর্থাৎ মৃত জন্তু–তা খাও না?! তাহলে কি তোমরা আল্লাহর চেয়েও উত্তম?!'

তখন আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেন–

﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾

'নিশ্চয়ই শয়তানরা তাদের বন্ধুদের নিকট ওহী প্রেরণ করে, যাতে তারা তোমাদের সাথে বিতর্ক করে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, নিশ্চিত তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে।'[৭২]

অর্থাৎ তোমরা যদি কাফেরদের আনুগত্য করে আল্লাহ তায়ালার শরীয়তের বিধানের বিপরীতে কাফেরদের বিধান গ্রহণ করে নাও তাহলে তোমরাও তাদের মতো মুশরিক হয়ে যাবে।

শরয়ী বিধানের বিপরীতে কাফেরদের আনুগত্য করা এবং তাদের বিধান গ্রহণ করে নেয়াকে আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে শিরক আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লামা শাওকানী রহ. (মৃত্যুঃ ১২৫০হি.) বলেন–

وإن أطعتموهم فيما يأمرونكم به وينهونكم عنه إنكم لمشركون مثلهم. اهـ

"তারা তোমাদেরকে যা করার আদেশ দেয় এবং যা থেকে বারণ করে, যদি তোমরা সেগুলোতে তাদের আনুগত্য কর, তাহলে তোমরাও তাদের মতো মুশরিক হয়ে যাবে।"[৭৩]

ইবনে কাসীর রহ. (মৃত্যুঃ ৭৭৪হি.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন–

وقال السدى فى تفسير هذه الآية: إن المشركين قالوا للمؤمنين: كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضاة الله۞ وما ذبح الله فلا تأكلونه۞ وما ذبحتم أنتم أكلتموه۞ فقال الله: {وإن أطعتموهم}فأكلتم الميتة{إنكم لمشركون} وهكذا قاله مجاهد۞ والضحاك۞ وغير واحد من علماء السلف۞ رحمهم الله.

وقوله تعالى: {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون} أى: حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره۞ فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك۞ كما قال تعالى: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله [والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون] } [التوبة: ٥١] . وقد روى الترمذى فى تفسيرها۞ عن عدى بن حاتم أنه قال: يا رسول الله۞ ما عبدوهم۞ فقال: "بل إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال۞ فاتبعوهم۞ فذلك عبادتهم إياهم".اهـ

"সুদ্দী রহ. এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, মুশরিকরা মুমিনদেরকে বলল, তোমরা কিভাবে দাবি কর যে, তোমরা আল্লাহ তায়ালার পছন্দের অনুসরণ কর; অথচ আল্লাহ তায়ালা যা যবাই করেন তা খাও না, আর তোমরা নিজেরা যা যবাই কর তা খাও?! এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর' অর্থাৎ (তাদের কথা মতো) মৃত প্রাণী খাও, 'তাহলে তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে'। মুজাহিদ রহ. এবং জাহ্হাক রহ.সহ উলামায়ে সালাফের অনেকে – রাহিমাহুমুল্লাহ – এমনই বলেছেন।

আল্লাহর তায়ালার বাণী– 'যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তাহলে তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে'। অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহর আদেশ ও শরীয়ত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্য কারো কথার দিকে দৃষ্টি দাও এবং এর উপর অন্য কিছুকে প্রাধান্য দাও তাহলে সেটিই হবে শিরক, যেমনটা আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও ধর্ম-যাজকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে এবং মারিয়ামের পুত্র মসীহকেও, অথচ তাদের প্রতি এই আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা শুধু এক ইলাহের ইবাদত করবে, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তারা যে শরীক স্থির করে, তিনি তা থেকে পবিত্র।'[৭৪]ইমাম তিরমিযি রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আদী ইবনে হাতেম রাদি. থেকে বর্ণনা করেন– তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তারা তো তাদের ইবাদত করতো না। তিনি জওয়াব দিলেন, তা ঠিক। কিন্তু তারা তাদের জন্য হারামকে হালাল করতো; হালালকে হারাম করতো, আর তারা তাদের অনুসরণ করতো। এটাই তাদের ইবাদত।"[৭৫]

---

৭২ সূরা আনআম: ১২১
৭৩ ফাতহুল কাদীর: ২/১৮০
৭৪ সূরা তাওবা: ৩১
৭৫ তাফসীরে ইবনে কাছীর, খণ্ড:৩, পৃষ্ঠা: ৩২৮-৩২৯

ইবনে কাসীর রহ. আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের আনুগত্যকে {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله} এ আয়াতে বিবৃত ইয়াহুদ-নাসারার জনগণ কতৃক তাদের আলেমদের আনুগত্যের অনুরূপ সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার বিধান ছেড়ে আলেমদের আনুগত্য করা এবং তাদের মতামত গ্রহণ করে নেয়া যেমন শিরক ছিল, অন্যান্য কাফেরদের আনুগত্যকরত শরয়ী বিধানের বিপরীতে তাদের বিধান গ্রহণ করে নেয়াও তেমনি শিরক।

বি.দ্র.

এ আয়াতে শরীয়তের একটিমাত্র বিধান– মৃত প্রাণী ভক্ষণ না করার বিপরীতে কাফেরদের বিধান গ্রহণ করাকে শিরক আখ্যায়িত করা হয়েছে; তাহলে আজ যারা গোটা শরীয়ত প্রত্যাখান করে কাফেরদের আনুগত্যকরত জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাদের বিধান গ্রহণ করছে এবং অনুরূপ কুফরি বিধান নিজেরাও প্রবর্তন করছে, তাদের বিধান কি হবে??

সায়্যিদ কুতুব রহ. (মৃত্যুঃ ১৯৬৬হি.) বলেন–

إن النص القرآني لقاطع في أن طاعة المسلم لأحد من البشر في جزئية من جزئيات التشريع التي لا تستمد من شريعة الله، ولا تعتمد على الاعتراف له وحده بالحاكمية .. أن طاعة المسلم في هذه الجزئية تخرجه من الإسلام لله، إلى الشرك بالله.وفي هذا يقول ابن كثير:« وقوله تعالى: {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون} .. أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه، إلى قول غيره، فقدمتم عليه غيره .. فهذا هو الشرك .. كقوله تعالى: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله} الآية. وقد روى الترمذي في تفسيرها عن عدي بن حاتم أنه قال: يا رسول الله ماعبدوهم. فقال: «بلى! إنهم أحلوا لهم الحرام، وحرموا عليهم الحلال. فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم » .

كذلك روى ابن كثير عن السدي في قوله تعالى: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله . . . } الآية قوله: (استنصحوا الرجال، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا} أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام، وما حلله فهو الحلال، وما شرعه اتبع، وما حكم به نفذ) . .

فهذا قول السدي وذاك قول ابن كثير . . وكلاهما يقرر في حسم وصرامة ووضوح - مستمدة من حسم النص القرآني وصرامته ووضوحه، ومن حسم التفسير النبوي للقرآن، وصرامته ووضوحه كذلك - أن من أطاع بشرا في شريعة من عند نفسه، ولو في جزئية صغيرة، فإنما هو مشرك. وإن كان في الأصل مسلما ثم فعلها فإنما خرج بها من الإسلام إلى الشرك أيضا . . مهما بقي بعد ذلك يقول: أشهد أن لا إله إلا الله بلسانه. بينما هو يتلقى من غير الله، ويطيع غير الله. اهـ

"কুরআনে কারীমের নস্(পাঠ ও বক্তব্য) এ বিষয়ে অকাট্য যে, কোন একটি বিধান, যা শরীয়ত থেকে গৃহীত নয়, এবং 'হাকিমিয়্যাহ্তথা বিধানদাতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার' এই স্বীকারোক্তির উপর যা প্রতিষ্ঠিত নয়, কোন মুসলমান যদি এমন একটি বিধানেও কোন মানুষের আনুগত্য করে, এই একটি বিধানে কারো আনুগত্যই মুসলিমকে আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ থেকে খারিজ করে আল্লাহর সাথে শিরক করার দরজায় পৌঁছিয়ে দেবে।

এ প্রসঙ্গেই ইবনে কাসীর রহ. বলেন, আল্লাহর তায়ালার বাণী– 'যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তাহলে তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে'। অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহর আদেশ ও শরীয়ত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্য কারো কথার দিকে দৃষ্টি দাও এবং তার উপর অন্য কিছুকে প্রাধান্য দাও, তাহলে সেটিই হবে শিরক, যেমনটা আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও ধর্ম-জাযকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে এবং মারিয়ামের পুত্র মসীহকেও, অথচ তাদের প্রতি এই আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা শুধু এক মা'বুদের ইবাদত করবে, যিনি ব্যতীত কোন সত্য মা'বুদ নেই। তারা যে শরীক স্থির করে, তিনি তা থেকেপবিত্র।'[৭৬] তিরমিযি রহ. এআয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আদী ইবনে হাতেম রাদি. থেকে বর্ণনা করেন– তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তারা তো তাদের ইবাদত করতো না। তিনি জওয়াব দিলেন, তা ঠিক। কিন্তু তারা তাদের জন্য হারামকে হালাল করতো, হালালকে হারাম করতো; আর তারা তাদের অনুসরণ করতো। এটাই তাদের ইবাদত।[৭৭]

তদ্রূপ ইবনে কাসীর রহ. আল্লাহ তায়ালার বাণী {. . . اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله}-এর ব্যাখ্যায় সুদ্দী রহ. এর বক্তব্য বর্ণনা করেন, [তারা মানুষকে কল্যাণকামীরূপে গ্রহণ করেছে আর আল্লাহর কিতাবকে পৃষ্ঠ-পশ্চাতে নিক্ষেপ করেছে। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা (তাদের ব্যাপারে) বলেছেন, 'আর তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল, যেন তারা শুধু এক ইলাহ্রই ইবাদত করে'। অর্থাৎ (সেই ইলাহ্) যিনি কিছু হারাম করলে সেটাই হারাম হবে এবং যিনি কিছু হালাল করলে সেটাই হালাল হবে; যে বিধান তিনি দেবেন সেটাই অনুসরণ করতে হবে, যে ফায়সালা তিনি দেবেন সেটাই বাস্তবায়ন করতে হবে।]

---

৭৬ সূরা তাওবা: ৩১

৭৭ তাফসীরে ইবনে কাছীর, খণ্ড:৩, পৃষ্ঠা: ৩২৮-৩২৯

এই হচ্ছে সুদ্দী রহ.-এর বক্তব্য আর সেটি ছিল ইবনে কাসীর রহ.-এর বক্তব্য। কুরআনে কারীমের চূড়ান্ত, অকাট্য ও সুস্পষ্ট নসের আলোকে; অনুরূপ চূড়ান্ত, অকাট্য ও সুস্পষ্ট নববী ব্যাখ্যার ভিত্তিতে– উভয়ই চূড়ান্ত, অকাট্য ও সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন– যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তির সপ্রণীত বিধানের আনুগত্য করবে; চাই তা একটা সামান্য বিষয়েই হোক না কেন, সে নিশ্চিত মুশরিক। আগে যদি মুসলমান থেকে থাকে, এরপর এ কর্মে লিপ্ত হয়, তাহলেও ইসলাম থেকে বের হয়ে শিরকে প্রবেশ করবে। এরপর সে মুখে যতই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে চলুক; গাইরুল্লাহ থেকে (জীবনবিধান) যতদিন গ্রহণ করবে, যতদিন গাইরুল্লাহর আনুগত্য করে চলবে, (ততদিন মুশরিকই থেকে যাবে)।"[৭৮]

অন্যত্র তিনি বলেন–

إن الذين يحكمون على عابد الوثن بالشرك، ولا يحكمون على المتحاكم إلى الطاغوت بالشرك، ويتحرجون من هذه ولا يتحرجون من تلك . . إن هؤلاء لا يقرأون القرآن ، ولا يعرفون طبيعة هذا الدين . . فليقرأوا القرآن كما أنزله الله؛ وليأخذوا قول الله بجد : { وإن أطعتموهم إنكم لمشركون } . اهـ

"যারা মূর্তিপূজারীকে কাফের বলে অথচ তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থীকে কাফের বলে না, এখানে দ্বিধা-দ্বন্ধ করে অথচ সেখানে দ্বিধা-দ্বন্ধ করে না– নিশ্চয়ই এসব লোক কুরআন পড়ে না। এই দ্বীনের তবিয়তও বুঝে না। তারা যেন কুরআনকে সেভাবেই পড়ে, যেভাবে আল্লাহ তায়ালা তা নাযিল করেছেন। আল্লাহ তায়ালার এ বাণীকে যেন তারা যথার্থভাবে গ্রহণ করে– {তাদের আনুগত্য করলে নিশ্চিত তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে।}"[৭৯]

আল্লামা শানক্বিতী রহ. (মৃত্যুঃ ১৩৯৩হি.) এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেন–

أَنَّ مُتَّبِعِي أَحْكَامِ الْمُشَرِّعِينَ غَيْرِ مَا شَرَعَهُ الله أَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ بِالله، وَهَذَا الْمَفْهُومُ جَاءَ مُبَيَّنًا فِي آيَاتٍ أُخَرَ، كَقَوْلِهِ فِيمَنِ اتَّبَعَ تَشْرِيعَ الشَّيْطَانِ فِي إِبَاحَةِ الْمَيْتَةِ بِدَعْوَى أَنَّهَا ذَبِيحَةُ الله: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، فَصَرَّحَ بِأَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ بِطَاعَتِهِمْ، وَهَذَا الْإِشْرَاكُ فِي الطَّاعَةِ، وَاتِّبَاعِ التَّشْرِيعِ الْمُخَالِفِ لِمَا شَرَعَهُ الله تَعَالَى. اهـ

"আল্লাহ তায়ালার প্রদানকৃত শরীয়ত ব্যতীত অন্যান্য আইন প্রণেতাদের দেয়া বিধানের অনুসারীরা আল্লাহ তায়ালার সাথে শিরককারী। এ বিষয়টি অন্যান্য আয়াতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, যে ব্যক্তি মৃত প্রাণী বৈধ হওয়ার ব্যাপারে শয়তানের বিধানের আনুসরণ করে এই যুক্তি দিয়ে যে, এটা তো আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যবেহকৃত, তার ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে আল্লাহ তায়ালার বাণী– 'যেসব জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না। এ ভক্ষণ গোনাহ। নিশ্চয়ই শয়তানরা তাদের বন্ধুদের নিকট ওহী প্রেরণ করে, যাতে তারা তোমাদের সাথে বিতর্ক করে। আর যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, নিশ্চিত তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে।'[৮০] আল্লাহ তায়ালা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, তাদের অনুসরণ করলে এরা মুশরিক হয়ে যাবে। আর এটি হচ্ছে আনুগত্য ও আল্লাহ তায়ালার বিধানের বিপরীত ভিন্ন বিধানের অনুসরণের ক্ষেত্রে শিরক।"[৮১]

তিনি আরো বলেন–

فَهِيَ فَتْوَى سَمَاوِيَّةٌ مِنَ الْخَالِقِ - جَلَّ وَعَلَا - صَرَّحَ فِيهَا بِأَنَّ مُتَّبِعَ تَشْرِيعِ الشَّيْطَانِ الْمُخَالِفِ لِتَشْرِيعِ الرَّحْمَنِ - مُشْرِكٌ بِالله .اهـ

"এটি মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে আসমানী ফতওয়া। এতে তিনি স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, রহমানের শরীয়তের বিপরীত শয়তানের বিধানের অনুসারী ব্যক্তি মুশরিক তথা আল্লাহ তায়ালার সাথে শিরিককারী।"[৮২]

প্রিয় পাঠক, উপরোক্ত আয়াত ও তার ব্যাখ্যা থেকে পরিষ্কার– যারা ইসলামী শরীয়তের বিপরীতে ব্যক্তির বিধান গ্রহণ করে এবং তার অনুসরণ করে, চাই তা একটিমাত্র বিধানেই হোক না কেন– তারা মুশরিক। তাহলে ঐ সকল ব্যক্তির অবস্থা কী হতে পারে, যারা আল্লাহ তায়ালার শরীয়ত প্রত্যাখান করে ইউরোপ-আমেরিকা, ফ্রান্স-রাশিয়া আর জাতিসংঘের আইনকে নিজেদের জীবনবিধান বানিয়ে নিয়েছে? শুধু তাই নয়, এসব কুফরী আইন দিয়েই রাষ্ট্র পরিচালনা করছে? আল্লাহর বান্দাদেরকে তা মানতে বাধ্য করছে? অধিকন্তু নিজেরাও বিভিন্ন কুফরী আইন প্রণয়ন করছে? অবশ্যই তারা মুমিন ও মুসলিম নয়। হতে পারে না। বরং তারা মুশরিক। যাদের তারা আনুগত্য করছে, আল্লাহ তায়ালার সাথে তাদেরকে শরীক করে নিয়েছে।

ছয়.

﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ الله فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ الله زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَالله لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾

৭৮ তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন: ৩/১৩৪-১৩৫

৭৯তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন:৩/১৫৪

৮০ সূরা আনআম: ১২১

৮১ তাফসীরে আদ-ওয়াউল বয়ান, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ২৫৯, সূরা: আল-কাহ্‌ফ।

৮২ তাফসীরে আদ-ওয়াউল বয়ান, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৫৪, সূরা: আশ-শূরা।

"নিশ্চয় কোন মাসকে পিছিয়ে দেয়া (কাফেরদের পূর্ববৎ কুফরের উপর আরোও নতুন) কুফর বৃদ্ধি করে। এর দ্বারা কাফেরদের (পূর্ববৎ পথভ্রষ্টতার উপর আরোও) পথভ্রষ্ট করা হয়। তারা এ (পিছিয়ে দেয়া মাস) টি এক বছর হালাল করে এবং আরেক বছর হারাম করে, যাতে তারা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তার সংখ্যা (অর্থাৎ চার) ঠিক রাখতে পারে। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা তারা হালাল করে। তাদের মন্দ আমলসমূহ তাদের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে। আর আল্লাহ কাফের কওমকে হিদায়াত দেন না।"[৮৩]

আল্লাহ তায়ালার শরীয়তবিরোধী আইন প্রবর্তন যে কুফরে আকবার, তার অত্যন্ত সুস্পষ্ট দলীল সূরা তাওবার ৩৭ নং আয়াত, যেখানে আল্লাহ তায়ালা জাহেলী যমানার আরবীয় মুশরিক নেতাদের শরীয়তবিরোধী আইন প্রণয়নের বিবরণ দিয়েছেন এবং সেটাকে কুফরে আকবার সাব্যস্ত করেছেন।

আরবের মুশরিকরা মিল্লাতে ইবরাহীমিয়্যা'র বিকৃতি সাধন সত্ত্বেও আশহুরে হুরুম তথা সম্মানিত মাসগুলোর তা'জীম করত। সম্মানিত মাস চারটি। তিনটি লাগাতার আর একটি আলাদা। লাগাতার তিনটি হল– ১. যিলকদ ২. যিলহজ্ব ও ৩. মুহাররাম এবং অপরটি ৪. রজব। এ চার মাসে সব ধরনের যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। আরবরা কঠোরভাবে তা মেনে চলত। তারা অতি যুদ্ধ পিপাসু জাতি হওয়া সত্ত্বেও এ চার মাসে কোনরূপ যুদ্ধ বিগ্রহে জড়াত না। স্বীয় পিতার হত্যাকারীকে সামনে পেলেও হত্যা করতো না।

এভাবে যুগের পর যুগ চলে আসছিল। এক সময় কিনানা গোত্রের 'ক্বালাম্মাস' নামক ব্যক্তি আরবের নেতৃত্ব পায়। সে এসে প্রস্তাব করে, প্রতি বছর যিলকদ-যিলহজ্ব-মুহাররাম লাগাতার এই তিন মাস যুদ্ধ ছাড়া থাকা আমাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর। তাই আমরা মুহাররাম মাসের হুরমত ও নিষিদ্ধতাকে তার পরের মাস অর্থাৎ সফর মাসে নিয়ে যাব। এবারের বছর সফর মাসকে আমরা ধরব হারাম তথা যুদ্ধ-নিষিদ্ধ মাস আর মুহাররাম মাসকে বানিয়ে নেব হালাল তথা যুদ্ধ-অনুমোদিত মাস। এভাবে আমরা মুহাররাম মাসে যুদ্ধ করব আর তার পরের সফর মাসে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকব। তার প্রস্তাব আরবরা মেনে নিল।

পরের বছর তারা এর বিপরীত করত। অর্থাৎ ইব্রাহীমি ধর্মমতে মুহাররাম মাস হারাম হিসেবেই বহাল থাকত আর সফর মাস, যেটাকে তারা গত বছর হারাম সাব্যস্ত করেছিল এবছর সেটা ধর্মে যেমন হালাল ছিল, তেমন হালালই ধরত। এভাবে তারা আল্লাহ তায়ালার হারামকৃত মাসকে হালাল; আর হালালকৃত মাসকে হারাম করে যুদ্ধ বিগ্রহের সুযোগ করে নিত। তাদের এ পরিবর্তিত রীতির ফলে বছরের হারাম মাসের সংখ্যা যদিও চারটি চারটিই থাকত, কিন্তু হারাম মাস হালাল হয়ে যেত; আর হালাল মাস হারাম হয়ে যেত। আল্লাহ তায়ালার হারামকৃত মুহাররাম মাস হালাল হত আর হালালকৃত সফর মাস হারাম হত।

'ক্বালাম্মাস'-এর মৃত্যুর পর তার বংশধরদের মাঝে নেতৃত্বের ধারা চলে আসতে থাকে। তারা তাদের পিতৃপুরুষ ক্বালাম্মাসের রেখে যাওয়া রীতি অনুসারে হারাম মাসকে হালাল আর হালাল মাসকে হারাম করে যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে থাকে। এভাবে আসতে আসতে সর্বশেষ তাদের নেতৃত্ব আসে তারই বংশধর 'জুনাদাহ্ ইবনে আউফ'-এর হাতে। তার নেতৃত্বের সময়ই ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। আরবরা যখন হজ্ব থেকে ফারেগ হত, তখন সে সকলের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিত। রজব, যিলকদ এবং যিলহজ্ব মাসকে ধর্মের নিয়ামানুযায়ী হারাম ঘোষণা করত; আর মুহাররাম মাসকে যুদ্ধের স্বার্থে হালাল বলে ঘোষণা দিত। মুহাররামের পরিবর্তে তার পরবর্তী সফর মাসকে হারাম ঘোষণা দিত। পরবর্তী বছর ধর্মের নিয়মানুযায়ী মুহাররামকে হারাম আর সফরকে হালাল ঘোষণা দিত। শরীয়তের হারামকে হালাল আর হালালকে হারাম করণের এ জঘন্য কর্মকে কুফর সাব্যস্ত করে আল্লাহ তায়ালা সূরা তাওবার নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন–

﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾

"নিশ্চয় কোন মাসকে পিছিয়ে দেয়া (কাফেরদের পূর্ববৎ কুফরের উপর আরোও নতুন) কুফর বৃদ্ধি করে। এর দ্বারা কাফেরদের (পূর্ববৎ পথভ্রষ্টতার উপর আরোও) পথভ্রষ্ট করা হয়। তারা এ (পিছিয়ে দেয়া মাস) টি এক বছর হালাল করে এবং আরেক বছর হারাম করে, যাতে তারা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তার সংখ্যা (অর্থাৎ চার) ঠিক রাখতে পারে। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা তারা হালাল করে। তাদের মন্দ আমলসমূহ তাদের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে। আর আল্লাহ কাফের কওমকে হিদায়াত দেন না।" (সূরা তাওবা: ৩৭)

৮৩সূরা তাওবা: ৩৭

‘কুফর বৃদ্ধি করে’ অর্থ– কাফেররা কুফরী আকীদা বিশ্বাসের কারণে পূর্ব থেকেই কাফের ছিল। এখন হারাম মাসকে হালাল আর হালাল মাসকে হারাম করার দ্বারা কর্মগত কুফরে লিপ্ত হয়ে তাদের পূর্বের কুফরের সাথে আরোও কুফর যুক্ত করল।

এ আয়াত থেকে পরিষ্কার যে, শরীয়তের হারামকে হালাল করা কিংবা হালালকে হরাম করা কুফরে আকবার।

আল্লাম শানকীতি রহ. (মৃত্যু: ১৩৯৩হি.) বলেন–

ومن أصرح الأدلة في هذا أن الكفار إذا أحلوا شيئاً، يعلمون أن الله حرمه وحرموا شيئاً يعلمون أن الله أحله، فإنهم يزدادون كفراً جديداً بذلك، مع كفرهم الأول، وذلك في قوله تعالى: (إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ) إلى قوله: (وَالله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ).اهـ

“শরীয়তবিরোধী আইন প্রণয়ন যে কুফরে আকবার,তার অত্যন্ত সুস্পষ্ট একটি দলীল হল, কাফেররা যদি এমন কোন জিনিসকে হালাল (বৈধ) করে, যার ব্যাপারে তারা জানে যে, আল্লাহ তায়ালা সেটা হারাম (অবৈধ) করেছেন; কিংবা এমন কোন জিনিসকে হারাম করে, যার ব্যাপারে তারা জানে যে, আল্লাহ তায়ালা সেটা হালাল করেছেন– তাহলে এর দ্বারা তাদের পূর্ববৎ কুফরের সাথে আরোও নতুন কুফর বৃদ্ধি পায়। যেমনটা আল্লাহ তায়ালার এ বাণীতে বলা হয়েছে–(إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ)(নিশ্চয় কোন মাসকে পিছিয়ে দেয়া কুফর বৃদ্ধি করে)।...(وَالله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ)(আর আল্লাহ কাফের কওমকে হিদায়াত দেন না)।” [৮৪]

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনে কাসীর রহ. (মৃত্যু: ৭৭৪হি.) বলেন–

هذا مما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم في شرع الله بآرائهم الفاسدة، وتغييرهم أحكام الله بأهوائهم الباردة، وتحليلهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحل الله، فإنهم كان فيهم من القوة الغضبية والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة في التحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من قتال أعدائهم، فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم وتأخيره إلى صفر، فيحلون الشهر الحرام، ويحرمون الشهر الحلال، ليواطئوا عدة الأشهر... قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: {إنما النسيء زيادة في الكفر} قال: النسيء أن جنادة بن عوف بن أمية الكناني، كان يوافي الموسم في كل عام، وكان يكنى "أبا ثمامة"، فينادي: ألا إن أبا ثمامة لا يحاب ولا يعاب، ألا وإن صفر العام الأول العامَ حلال. فيحله للناس، فيحرم صفرا عاما، ويحرم المحرم عاما، فذلك قول الله: { إنما النسيء زيادة في الكفر ...اهـ

“মুশরিকরা তাদের নিজেদের ফাসেদ বুদ্ধি ও মতামতের দ্বারা আল্লাহ তায়ালার শরীয়তের উপর হস্তক্ষেপ করত। নিতান্ত খাহেশাত ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণে আল্লাহ তায়ালার বিধান পরিবর্তন করত। আল্লাহ তায়ালা যা হারাম করেছেন তা হালাল এবং আল্লাহ তায়ালা যা হালাল করেছেন তা হারাম করত। আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে তাদের উক্ত কৃতকর্মের নিন্দা ও সমালোচনা করেছেন। মুশরিকদের এ ঘৃণ্য কর্মের কারণ হচ্ছে, তাদের মাঝে প্রচণ্ড যুদ্ধের মনোভাব এবং আত্মম্ভরিতা ছিল। সুনাম সুখ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে অসাধ্য সাধনের প্রবণতা ছিল। যে কারণে তিন মাস সময় তাদের কাছে দীর্ঘ মনে হল। শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করে মনোবাঞ্ছা পূরণের পথে বাধা মনে হল। ফলে তারা মুহাররাম মাসকে হালাল (যুদ্ধ-অনুমোদিত মাস) বানিয়ে নিল এবং একে (অর্থাৎ এর নিষিদ্ধতাকে) পিছিয়ে সফর মাসে নিয়ে গেল। ইসলামের আবির্ভাবের এক দীর্ঘকাল পূর্বেই তারা এর প্রচলন ঘটিয়েছিল। এভাবে তারা হারাম মাসকে হালাল করত এবং হালাল মাসকে হারাম করত। তারা এমনটা করত যেন আশহুরে হুরুম তথা সম্মানিত ও নিষিদ্ধ মাসগুলোর সংখ্যা ঠিক রাখতে পারে।...

(إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ)(নিশ্চয় কোন মাসকে পিছিয়ে দেয়া কুফর বৃদ্ধি করে)এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলী ইবনে আবু ত্বালহা রহ. হযরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণনা করেন, জুনাদাহ্ ইবনে আউফ ইবনে উমাইয়া আল-কিনানী, যার উপনাম ছিল আবু ছুমামাহ্, সে হজ্বের মৌসুমে ঘোষণা দিত, ‘শোনো ওহে লোক সকল! আবু ছুমামাহ্’র কোন গুনাহ্ও নেই কোন দোষও নেই। শোনো! এ বছরের প্রথম সফর মাস হালাল।’ এভাবে সে একে লোকজনের জন্য হালাল বানিয়ে দিত। এক বছর সফর মাসকে হারাম ধরতো; অন্য বছর মুহাররাম মাসকে হারাম ধরত। আল্লাহ তায়ালার বাণী–(إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ) (নিশ্চয় কোন মাসকে পিছিয়ে দেয়া কুফর বৃদ্ধি করে) এর দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য।”[৮৫]

ইবনে কাসীর রহ. আরো বলেন–

وقد تكلم الإمام محمد بن إسحاق على هذا في كتاب "السيرة" كلاما جيدا ومفيدا حسنا، فقال: كان أول من نسأ الشهور على العرب، فأحل منها ما حرم الله، وحرم منها ما أحل الله عز وجل، "القلمس"... ثم قام بعده على ذلك ابنه عباد ثم من بعد عباد ابنه قلع بن عباد، ثم ابنه أمية بن قلع، ثم ابنه عوف بن أمية، ثم

৮৪ . আদওয়াউল বয়ান: তাফসীরে সূরা ‘আশ-শূরা’ ৭/১৫৬

৮৫. তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৪/১৫০-১৫১

ابنه أبو ثمامة جنادة بن عوف، وكان آخرهم، وعليه قام الإسلام. فكانت العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت إليه، فقام فيهم خطيبا، فحرم رجبا، وذا القعدة، وذا الحجة، ويحل المحرم عاما، ويجعل مكانه صفر، ويحرمه عاما ليواطئ عدة ما حرم الله، فيحل ما حرم الله، يعني: ويحرم ما أحل الله.اهـ

"মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক রহ. তার সীরাতের কিতাবে এ ব্যাপারে সুন্দর ও উপকারী আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালার হারাম মাসকে হালাল আর হালাল মাসকে হারাম করে আরবদের মাঝে মাস পিছিয়ে দেয়ার কাজটা সর্ব প্রথম করেছিল 'ক্বালাম্মাস'। তার মৃত্যুর পর এর দায়িত্ব নেয় তার পুত্র আব্বাদ। আব্বাদের পর তার পুত্র কালা' ইবনে আব্বাদ। তারপর তার পুত্র উমাইয়া ইবনে কালা'। তারপর তার পুত্র আউফ ইবনে উমাইয়া। তারপর তার পুত্র আবু ছুমামাহ্ জুনাদাহ ইবনে আউফ। সেই ছিল সর্বশেষ। এর সময়ই ইসলামের আবির্ভাব হয়। আরবরা তাদের হজ্ব শেষে তার নিকট সমবেত হত। সে দাঁড়িয়ে তাদের মাঝে ভাষণ দিত। রজব, যিলকদ এবং যিলহজ্ব মাসকে হারাম ঘোষণা দিত এবং মুহাররাম মাসকে হালাল ঘোষণা দিত আর তার স্থলে সফর মাসকে হারাম ধরতো। অন্য বছর মুহাররামকে হারাম ধরত। তা এ জন্য করত যেন আল্লাহ তায়ালা যা হারাম করেছেন তার সংখ্যা ঠিক রাখতে পারে। এভাবে আল্লাহর হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম করত।"[৮৬]

তিনি আরো বলেন–

وقال ليث بن أبي سليم، عن مجاهد: كان رجل من بني كنانة يأتي كل عام إلى الموسم على حمار له، فيقول: يا أيها الناس، إني لا أعاب ولا أحاب، ولا مرد لما أقول، إنا قد حرمنا المحرم، وأخرنا صفر. ثم يجيء العام المقبل بعده فيقول مثل مقالته، ويقول: إنا قد حرمنا صفر، وأخرنا المحرم. فهو قوله: {ليواطئوا عدة ما حرم الله} قال: يعني الأربعة {فيحلوا ما حرم الله} لتأخير هذا الشهر الحرام. اهـ

"লাইস ইবনে আবু সুলাইম রহ. মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণনা করেন, বনু কিনানা'র একব্যক্তি প্রতি বছর হজ্বের মৌসুমে তার গাধায় সওয়ার হয়ে আসতো। এসে বলতো, 'হে লোক সকল! আমার কোন গুনাহ নেই, কোন দোষও নেই। আমি যা বলি তা প্রত্যাখানেরও কোন অবকাশ নেই। আমরা মুহাররাম মাসকে হারাম করেছি আর সফর মাসকে পিছিয়ে দিয়েছি।' আগামী বছর এসে একই কথা বলতো। তারপর বলতো, আমরা সফর মাসকে হালাল করেছি আর মুহাররাম মাসকে পিছিয়ে দিয়েছি। এটিই উদ্দেশ্য আল্লাহ তায়ালার এ বাণীতে– 'যাতে তারা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তার সংখ্যা (অর্থাৎ চার) ঠিক রাখতে পারে। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা তারা হালাল করে।' অর্থাৎ এই হারাম মাসকে পিছিয়ে দেয়ার দ্বারা।"[৮৭]

প্রিয় পাঠক, আরবরা জানত, আল্লাহ তায়ালা মুহাররাম মাসকে হারাম আর সফর মাসকে হালাল করেছেন। কিন্তু তারা তাদের স্বার্থের কারণে হারাম মাসকে হালাল আর হালাল মাসকে হারাম করেছে। তারা এ কথা বলেনি যে, আল্লাহ তায়ালাই তাদের জন্য হারাম মাসকে হালাল আর হালাল মাসকে হারাম করে দিয়েছেন। তারা যে পরিবর্তন করেছে তাকে আল্লাহ তায়ালা বা তার শরীয়তের নামে চালায়নি; বরং শরীয়তের বিধান যে এর বিপরীত তারা তা জেনে শুনেই এ পরিবর্তন করত। আল্লাহ তায়ালা তাদের এ কাজকেই কুফর সাব্যস্ত করেছেন। আয়াতে কোন ইশারাও নেই যে, তারা তাদের এ পরিবর্তনকে আল্লাহ বা তার শরীয়তের নামে চালাত। অতএব একথাসুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তায়ালার বিধানে কোনরূপ পরিবর্তন করাই কুফর, যদিও একে আল্লাহ বা তার শরীয়তের নামে চালানো না হয়। আল্লাহ তায়ালার শরীয়তবিরোধী আইন প্রণয়নই কুফর। এরপর আর আকীদা বিশ্বাসের দিকে তাকানোর প্রয়োজন নেই। সামনে ইবনে হাযম রহ.-এর বক্তব্যে তা আরোও পরিষ্কার হবে ইনশাআল্লাহ!

আল্লামা ইবনে হাযম রহ. (মৃত্যুঃ ৪৫৬হি.) বলেন–

"وقال عز وجل: {إنما النسيء زيادة في الكفر يُضَلُّ به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله} ... وبحكم اللغة التي نزل بها القرآن أن الزيادة في الشيء لا تكون إلا منه لا من غيره. فصح أن النسيء كفر، وهو عمل من الأعمال وهو تحليل ما حرم الله تعالى. فمن أحل ما حرم الله تعالى وهو عالم بأن الله تعالى حرمه فهو كافر بذلك الفعل نفسه.." اهـ

"আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, (নিশ্চয় কোন মাসকে পিছিয়ে দেয়া কুফর বৃদ্ধি করে। এর দ্বারা কাফেররা পথভ্রষ্ট হয়। তারা এটি এক বছর হালাল করে এবং আরেক বছর হারাম করে, যাতে তারা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তার সংখ্যা ঠিক রাখতে পারে।) ... কুরআন যে ভাষায় নাযিল হয়েছে সে ভাষারই বিধানমতে, যা দ্বারা কোন বস্তুর বৃদ্ধি হয় তা ঐ জাতীয় বস্তুই হয়; অন্য জাতীয় নয়। অতএবপ্রমাণিত হল– মাস পিছিয়ে দেয়া কুফর। অথচ তা একটা কর্মমাত্র। তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা যা অবৈধ করেছেন তা বৈধ করা। অতএব, যে আল্লাহ তায়ালার

৮৬. তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৪/১৫৩
৮৭. তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৪/১৫১

অবৈধকৃত কোন কিছুকে বৈধ করবে অথচ সে জানে যে, আল্লাহ তায়ালা তা অবৈধ করেছেন– সে কেবল উক্ত কর্মের দ্বারাই কাফের হয়ে যাবে।"[৮৮]

ইবনে হাযম রহ.-এর বক্তব্যে আয়াতের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যাখ্যা চলে এসেছে–

এক.

আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ–(إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ) (নিশ্চয় কোন মাসকে পিছিয়ে দেয়া কুফর বৃদ্ধি করে)। এখানে 'কুফর বৃদ্ধি' দ্বারা কুফরে আকবার–বড় কুফর উদ্দেশ্য। কারণ,

আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের উক্ত কর্মের কারণে তাদের পূর্বের কুফরের সাথে নতুন কুফর যুক্ত করেছেন। স্পষ্ট যে, কাফেররা আগে থেকে যে কুফরে লিপ্ত ছিল তা কুফরে আকবার ছিল। তাদের পূর্বের কুফরের সাথে নতুন যে কুফর যুক্ত হয়ে তাদের কুফরে আরোও বৃদ্ধি করেছে তা হুবহু ঐ ধরনের কুফরই হবে যে ধরনের কুফরে তারা পূর্ব থেকে লিপ্ত ছিল। তারা কুফরে আকবারে লিপ্ত ছিল। কাজেই তাদের কুফরের সাথে নতুন যে কুফর বৃদ্ধি হয়েছে তাও কুফরে আকবার। কাজেই বুঝা গেল, হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম করা কুফরে আকবার।

ইবনে হাযম রহ.তাঁর বক্তব্যের–

وبحكم اللغة التي نزل بها القرآن أن الزيادة في الشيء لا تكون إلا منه لا من غيره. فصح أن النسيء كفر

"কুরআন যে ভাষায় নাযিল হয়েছে সে ভাষারই বিধানমতে, যা দ্বারা কোন বস্তুর বৃদ্ধি হয় তা ঐ জাতীয় বস্তুই হয়; অন্য বস্তু নয়। অতএবপ্রমাণিত হল– মাস পিছিয়ে দেয়া কুফর।" এ অংশের মধ্য দিয়ে এ বিষয়টিই পরিষ্কার করেছেন।

শুধু ইবনে হাযম রহ. নয়, অন্যান্য ইমামগণও একই কথা বলেছেন। এটি ভাষার একটি সর্বজনবিদিত মূলনীতি। যেমন–

ইমাম জাসসাস রহ. (মৃত্যুঃ ৩৭০হি.) বলেন–

فأخبر الله أن النسيء الذي كانوا يفعلونه كفر لأن الزيادة في الكفر لا تكون إلا كفرا لاستحلالهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحل الله فكان القوم كفارا باعتقادهم الشرك ثم ازدادوا كفرا بالنسيء. اهـ

"আল্লাহ তায়ালা জানিয়ে দিয়েছেন, মাস পিছিয়ে দেয়ার যে কাজটা তারা করত তা কুফর। কেননা কুফরে বৃদ্ধি হবে যা দ্বারা তা কুফরই হতে হবে। আর তা এ কারণে যে, তারা আল্লাহর হারামকে হালাল এবং আল্লাহর হালালকে হারাম করত। তারা প্রথমত কুফরী আকীদা বিশ্বাসের কারণে কাফের ছিল; পরে মাস পিছিয়ে দেয়ার দ্বারা তাদের কুফর আরোও বৃদ্ধি পেল।"[৮৯]

দুই.

কাফেরদের মাস পিছিয়ে দেয়াটা কি? কারো কাছে অস্পষ্ট নয় যে, তা একটা আমল তথা বাহ্যিক কর্ম। আল্লাহ তায়ালা এ কর্মকেই কুফর সাব্যস্ত করেছেন। আয়াতে তাদের আকীদা বিশ্বাসের দিকে সামান্য ইশারা ঈঙ্গিতও করা হয়নি। অতএব বুঝা গেল, মাস পিছিয়ে দেয়ার এ বাহ্যিক কর্মটিই কুফর। তাতে লিপ্ত হলেই কাফের হয়ে যাবে। তার আকীদা বিশ্বাস কি সেদিকে লক্ষ্য করার কোনই প্রয়োজন নেই।

ইবনে হাযম রহ. এ বিষয়টিই স্পষ্ট করেছেন তারঁ বক্তব্যের নিম্নোক্ত অংশে–

فصح أن النسيء كفر، وهو عمل من الأعمال وهو تحليل ما حرم الله تعالى. فمن أحل ما حرم الله تعالى وهو عالم بأن الله تعالى حرمه فهو كافر بذلك الفعل نفسه

"অতএবপ্রমাণিত হল– মাস পিছিয়ে দেয়া কুফর। অথচ তা একটা কর্মমাত্র। আর তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালাযা অবৈধ করেছেন তা বৈধ করা। অতএব যে আল্লাহ তায়ালার অবৈধকৃত কোন কিছুকে বৈধ করবে; অথচ সে জানে, আল্লাহ তায়ালা তা অবৈধ করেছেন, সে কেবল উক্ত কর্মের দ্বারাই কাফের হয়ে যাবে।"

আশাকরি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। বিষয়টি আরোও স্পষ্ট করার জন্য আমরা সায়্যিদ কুতুব রহ. এবং আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.-এর বক্তব্য উল্লেখ করবো। ইতিপূর্বে আল্লামা শানকীতি রহ.-এর বক্তব্য উল্লেখ করে এসেছি।

সায়্যিদ কুতুব রহ. (মৃত্যুঃ ১৯৬৬ইং) বলেন–

فجاءت هذه النصوص تبطل النسيء وتبين مخالفته ابتداء لدين الله، الذي يجعل التحليل والتحريم (والتشريع كله) حقاً خالصا لله وتجعل مزاولته من البشر- بغير ما أذن الله- كفرا.. بل زيادة في الكفر... اهـ

৮৮ . আল-ফিছাল: ৩/২৪৫

৮৯ আহকামুল কুরআন: ৪/৩০৯

"এইসব আয়াত মাস পিছিয়ে দেয়াকে বাতিল সাব্যস্ত করেছে এবং পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, তা আল্লাহ তায়ালার দ্বীনেরসাথে গোড়া থেকেই সাংঘর্ষিক। কেননা আল্লাহ তায়ালার দ্বীনে হালাল ও হারাম করা এবং সর্বপ্রকার আইন প্রণয়নের অধিকার শুধু আল্লাহ তায়ালাকেই দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার অনুমোদন ব্যতীত কোন মানুষ তাতে লিপ্ত হওয়াকে কুফর বরং কুফরের উপর কুফর সাব্যস্ত করা হয়েছে।"[৯০]

তিনি আরো বলেন–

أن النسيء زيادة في الكفر. لأنه مزاولة للتشريع بغير ما أنزل الله، فهو كفر يضاف إلى الكفر الاعتقادي ويزيد فيه.اهـ

"মাস পিছিয়ে দেয়া কুফর বৃদ্ধি করে। কেননা তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা যা নাযিল করেছেন তার বিপরীত আইন প্রণয়ন। এতএব তা এমন কুফর যা আকীদা ও বিশ্বাসগত কুফরের সাথে যুক্ত হয়ে আরোও কুফর বৃদ্ধি করে।"[৯১]

আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. (মৃত্যুঃ ১৯৮৯ইং.)বলেন–

وإذا كان رب العزة سمى النسيء زيادة في الكفر -النسيء تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر- فماذا نسمي الذين يسمون الجهاد جريمة قانونية يعلن عن عقوبات مرتكبيها في أجهزة الإعلام دون خشية ولا خجل ولا حياء ولا وجل؟ أليس الحكم الشرعي لهؤلاء أشد بكثير وأعظم جرما من أولئك الذين كانوا يراعون قداسة الأشهر الحرم ويراعون عدتها فلا يحلون في العدد.اهـ

"রাব্বুল ইজ্জত যখন এক মাসের হুরমতকে অন্য মাসে স্থানান্তরকে কুফরের উপর কুফর আখ্যা দিয়েছেন, তখন আমরা ঐ সব লোককে কি আখ্যায়িত করবো, যারা জিহাদকে আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ সাব্যস্ত করে? মিডিয়া ও প্রচার মাধ্যমসমূহে তাতে জড়িত ব্যক্তিদের বিভিন্ন প্রকার শাস্তির ঘোষণা দেয়? যাদের না আছে কোন ভয়-ভীতি, নালজ্জা-শরম, না কোন অনুতাপ অনুশোচনা! শরীয়তে কি এদের বিধান ঐ সব মুশরিকদের তুলনায় অনেক বেশি কঠোর নয়; এবং এদের অপরাধ তাদের চেয়ে অনেক জঘন্য হবে না, যারা আশহুরে হুরুম তথা সম্মানিত মাসগুলোর সম্মান রক্ষা করত এবং সেগুলোর সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য রাখত, যার ফলে সংখ্যায় কোন পরিবর্তন করত না??"[৯২]

বি.দ্র.

১. ইসতিহলাল বাহ্যিক কর্মের মাধ্যমেও হতে পারে

উপরোক্ত আয়াত এবং তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে বুঝা গেল 'ইসতিহলাল' তথা হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করা (অন্য ভাষায় একে 'তাহলীল' ও 'তাহরীম'ও বলা হয়) আকীদা বিশ্বাসের মাধ্যমে যেমন হতে পারে, শুধু বাহ্যিক কর্মের মাধ্যমেও হতে পারে। আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মাস পিছিয়ে দেয়াকেই কুফর সাব্যস্ত করেছেন, আকীদা-বিশ্বাসের শর্ত করেননি। অতএব, কোন ব্যক্তি কোন অকাট্য হারামকে হালাল কিংবা কোন অকাট্য হালালকে হারাম মনে করলে যেমন কাফের হয়ে যায়, তদ্রূপ আন্তরিক বিশ্বাস ঠিক রেখে শুধু বাহ্যিক আইন প্রণয়ন করে তার বৈধতা দিয়ে দিলে কিংবা তাকে অবৈধ ঘোষণা করলেও কাফের হয়ে যায়।

২. শরীয়তবিরোধী একটা আইন প্রবর্তনই কুফর

মাস পিছিয়ে দেয়া শরীয়তের একটামাত্র বিধান পরিবর্তন। একেই আল্লাহ তায়ালা কুফর সাব্যস্ত করেছেন। এ থেকে বুঝা গেল, শরীয়তবিরোধীএকটা আইন প্রণয়নই কুফর।অতএবশাসন ব্যবস্থার ভিত্তি যদি শরীয়তের উপর হয় এবং রাষ্ট্রে পূর্ণ শরীয়ত কায়েম থাকে,কিন্তু কোন বিষয়েআল্লাহ তায়ালার শরীয়তের কোন একটি অকাট্য আইন অপসারণ করে তদস্থলে কুফরী বিধান জারি করে, সে অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে–যেমন, মদের বৈধতা দিয়ে দেয় কিংবা সুদের বৈধতা দিয়ে দেয়–তাহলে তাই কুফর হবে এবং এ কর্মে লিপ্ত শাসক কাফের ও মুরতাদ বলে গণ্য হবে।

একটা আইন পরিবর্তনকারী শাসকই যদি কাফের হয়, তাহলে যারা গোটা শরীয়তকেশাসন ব্যবস্থা থেকে বাদ দিয়ে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই কুফরী বিধান প্রবর্তন করেছে তাদের বিধান কি হবে??

সাত.

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ﴾

এ আয়াতে**من**('মিন' অব্যয়টি) যদি**تبعيض**(অংশবিশেষ)-এর অর্থে হয়, তাহলেআয়াতের অর্থ হবে–

৯০ফী যিলালিল কুরআন: ৩/১৬৫১
৯১ফী যিলালিল কুরআন: ৩/১৬৫১
৯২জিহাদু শা'বিন মুসলিম: ১/৩৪

‘না তাদের এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদেরকে দ্বীনের এমন বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?’[৯৩]

আর যদি তা بيانية(বিবরণের জন্য) হয়, তাহলে অর্থ হবে–

‘না তাদের এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদেরকে এমন দ্বীন দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?’[৯৪]

‘এমন বিধান, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি’ দ্বারা শরীয়তবিরোধী বিধান উদ্দেশ্য। আর ‘এমন দ্বীন, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি’ দ্বারা আল্লাহ তায়ালার মনোনীত দ্বীন তথা ‘ইসলাম’ ভিন্ন অন্য দ্বীন উদ্দেশ্য। অর্থাৎ কাফেরদের শরীকরা কোন কোন বিষয়ে তাদেরকে এমন কিছু বিধান দিয়ে থাকতে পারে, যেগুলো ইসলামবিরোধী; কিংবা এমনও হতে পারে যে, বিষয়টি শুধু কিছু বিধান দেয়ার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তারা তাদেরকে ইসলামের বিপরীতে এক ভিন্ন দ্বীন-ই প্রণয়ন করে দিয়েছে, যে দ্বীন অনুযায়ী তারা তাদের সামগ্রিক জীবন পরিচালনা করে।

এ আয়াতের সম্পর্ক পূর্ববর্তী এ আয়াতের সাথে–

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾

‘তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই বিধানই বিধিত করেছেন, যার হুকুম দিয়েছিলেন তিনি নূহকে এবং যা আমি ওহীর মাধ্যমে আপনার কাছে পাঠিয়েছি এবং যার হুকুম দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে যে, তোমরা দ্বীন কায়েম কর এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টি করো না।’[৯৫]

অর্থাৎ মৌলিকভাবে আমাদের শরীয়ত ও অন্যান্য নবী–আলাইহিমুস সালাম–এর শরীয়তে কোন ব্যবধান নেই। মৌলিক দাওয়াত এবং মৌলিক বিধি-বিধান সকল নবীর শরীয়তেই এক। তবে যামানা বা জাতি-গোষ্ঠীর ভিন্নতার কারণে এবং আরোও বিভিন্ন কারণে তাফসীলী বিধি-বিধানে ভিন্নতা এসেছে। ভিন্ন ভিন্ন যামানার লোকজনকে, ভিন্ন ভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীকে ভিন্ন ভিন্ন বিধান দেয়া হয়েছে। মৌলিক বিষয় সব শরীয়তেই এক ও অভিন্ন। এখানে বিশেষ মর্যাদার কারণে হযরত নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা–আলাইহিমুস সালাম–এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে; অন্যথায় সকল নবীর শরীয়তই এখানে উদ্দেশ্য।

আল্লামা আলূসী রহ. (মৃত্যুঃ ১২৭০হি.) বলেন–

وتخصيص المذكورين بالذكر لما أشير إليه من علو شأنهم وعظم شهرتهم ... وإلا فما من نبي إلا وهو مأمور بما أمروا به من إقامة دين الإسلام وهو التوحيد وما لا يختلف باختلاف الأمم وتبدل الأعصار من أصول الشرائع والأحكام. اهـ

“কয়েকজন নবী–আলাইহিমুস সালাম–কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তাদের শান-মান-মর্যাদা বেশি হওয়ার কারণে এবং তারা বেশি প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে। ... অন্যথায় দ্বীনে ইসলাম কায়েম করা, তথা তাওহীদ ও শরীয়তের ঐসব মৌলিক উসূল ও বিধান, যেগুলো যামানা কিংবা জাতি-গোষ্ঠীর ভিন্নতার কারণে পরিবর্তন হয় না এবং যেগুলো প্রতিষ্ঠার জন্য এ বিশেষ কয়েকজন নবী আদিষ্ট হয়েছেন, অন্য সকল নবীও সেগুলো প্রতিষ্ঠা করতে আদিষ্ট।”[৯৬]

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষকে ঐ শরীয়ত পালনের আদেশ দিচ্ছেন, যে শরীয়ত তিনি আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল করেছেন; মৌলিক দিক থেকে যে শরীয়ত অন্য সকল নবীর শরীয়তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যারা এই শরীয়ত ছেড়ে মানব বা জীন শয়তানদের প্রণীত কিংবা সমাজের নের্তৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের প্রণীত বিধি-বিধান কিংবা তাদের রচিত দ্বীন ও জীবন-ব্যবস্থার অনুসরণ করে, তাদেরকে ধমকি প্রদর্শনপূর্বক বলছেন–

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ﴾

‘না তাদের এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদেরকে এমন দ্বীন/ দ্বীনের এমন বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?’[৯৭]

আয়াতে ইবারত উহ্য আছে। পূর্ণ ইবারত হবে নিম্নরূপ–যেমনটা **ইমাম নাসাফী রহ. (মৃত্যুঃ ৭১০হি.)** বলেছেন,

أيقبلون ما شرع الله من الدين أم لهم آلهة {شَرَعُواْ لَهُمْ مِّنَ الدين مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ الله}. اهـ

৯৩ সূরা শুরা: ২১
৯৪ সূরা শুরা: ২১
৯৫ সূরা শূরা: ১৩
৯৬ রূহুল মাআ'নী: ১৩/২১
৯৭ সূরা শুরা: ২১

"আল্লাহ তায়ালা যে দ্বীন/দ্বীনের বিধান দিয়েছেন, তারা কি তা গ্রহণ করবে? 'না তাদের এমন কিছু **উপাস্য** আছে, যারা তাদেরকে এমন দ্বীন/ দ্বীনের এমন বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?'" [৯৮]

সহজ কথায় একে এভাবে বলা যায়–যেমনটা **কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী রহ. (মৃত্যুঃ ১২২৫হি.)** বলেছেন–

أيقبلون ما شرع الله أم يقبلون ما شرع لهم شركاؤهم. اهـ

"তারা কি আল্লাহর দেয়া দ্বীন/বিধান গ্রহণ করবে, না তাদের শরীকদের দেয়া দ্বীন/বিধান গ্রহণ করবে?"[৯৯]

লক্ষণীয় যে, আল্লাহর নাযিলকৃত শরীয়ত বা শরীয়তের বিধি-বিধান ছেড়ে কাফেররা যেসব শয়তান, জীন বা ব্যক্তির প্রণীত দ্বীন বা বিধান গ্রহণ করেছে, আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে তাদেরকে 'শরীক' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এর অর্থ– যারা আল্লাহর শরীয়তের বিপরীতে দ্বীন/বিধান প্রণয়ন করেছে, তারা যেন নিজেদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক দাবি করেছে, আর যেসব কাফের তাদের প্রণীত দ্বীন/বিধান গ্রহণ করেছে, তারা যেন এদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে এবং এদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করেছে।

ইমাম নাসাফী রহ.-এর পূর্বোল্লেখিত ব্যাখ্যা থেকেও এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি شُرَكَاءُ (শুরাকা)-এর ব্যাখ্যা করেছেন **آلهة**(ইলাহসমূহ)।

ইমাম বাগাবী রহ. (মৃত্যুঃ ৫১০হি.) বলেন–

قوله تعالى:أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يعني كفار مكة، يقول ألهم آلهة سنوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ قال ابن عباس ﷺ: شرعوا لهم دينا غير دين الإسلام. اهـ

"আল্লাহর বাণী–'না তাদের এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদেরকে এমন দ্বীন/ দ্বীনের এমন বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?'[১০০] উদ্দেশ্য মক্কার কাফেররা। আল্লাহ তায়ালা বলছেন, 'তাদের কি এমন কতিপয় উপাস্য রয়েছে, যারা তাদের এমন দ্বীন/দ্বীনের বিধান প্রণয়ন করে দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?' ইবনে আব্বাস রাদি. বলেন, 'তাদেরকে ইসলামের বিপরীতে ভিন্ন দ্বীন প্রণয়ন করে দিয়েছে'।"[১০১]

এখানে তিনিও شُرَكَاءُ (শরীক) এর ব্যাখ্যা করেছেন **آلهة** (ইলাহ)। অতএব যারা ইসলামের বিপরীতে ভিন্ন দ্বীন/বিধান প্রণয়ন করে, তারা হচ্ছে মা'বূদ আর তাদের দ্বীন/বিধানকে যারা মেনে চলে তারা তাদের ইবাদতকারী, তাদেরকে রব ও মা'বূদরূপে গ্রহণকারী। এতএব এ উভয় শ্রেণীই কাফের। প্রণেতারা প্রণয়নের কারণে, অনুসারীরা অনুসরণের কারণে।

ইমাম আবু মানসূর মাতুরীদি রহ. (মৃত্যুঃ ৩৩৩হি.) বলেন–

أن القادة والرؤساء هم الذين سنوا للأتباع و (شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ)؛ أي: ما لم يأمر به اللَّه، وهم كذلك كانوا يفعلون، يشرعون للأتباع دينا من ذات أنفسهم بلا حجة ولا برهان، فيتبعون به، والرسل - عليهم السلام - قد أتوهم بالدِّين بالحجج والبراهين من اللَّه - تعالى - فلم يتبعوهم، فيقولون: إنهم بشر، ثم يتبعون بشرًا بلا حجة ولا برهان ... فكان المراد من الشركاء هم الرؤساء والقادة، واللَّه أعلم. اهـ

"সর্দার ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাই (তাদের) অনুসারিদের জন্য আল্লাহ তায়ালা যা আদেশ দেননি, এমন দ্বীন/বিধান প্রণয়ন করত। তারা এমনটাই করত। কোন প্রকার দলীল-প্রমাণ ছাড়া নিজেদের থেকেই অনুসারিদের জন্য দ্বীন ও বিধান প্রণয়ন করত, আর অনুসারিরা তা অনুসরণ করত। রাসূলগণ (আলাইহিমুস সালাম) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাদের নিকট অকাট্য দলীল-প্রমাণসহ দ্বীন নিয়ে এসেছেন। কিন্তু তারা তার অনুসরণ করত না। বলতো, তারা তো (আমাদের মতো) মানুষই। পরক্ষণেই আবার কোন প্রকার দলীল-প্রমাণ ছাড়া (তাদের মতো)মানুষেরই অনুসরণে লিপ্ত হত। ... এতএব, شركاء (শরীক) দ্বারা সর্দার ও নের্তৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গই উদ্দেশ্য। ওয়াল্লাহু আ'লাম।"[১০২]

ইমাম মাতুরীদি রহ. পরিষ্কার করে দিয়েছেন, সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকজন, যারা আল্লাহর শরীয়তের বিপরীতে বিধান প্রণয়ন করতো, এ আয়াতে شركاء (শরীক) দ্বারা তারাই উদ্দেশ্য। সাধারণ কাফেররা তাদেরই অনুসরণ করতো।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. (মৃত্যুঃ ৭৭৪হি.) বলেন,

---

৯৮ তাফসীরে নাসাফী: ৩/২৫১
৯৯ তাফসীরে মাযহারী: ৮/৩১৬
১০০ সূরা শুরা: ২১
১০১ তাফসীরে বাগাবী: ৪/১৪৩
১০২ তাফসীরে মা-তুরীদি: ৯/১২০

"أي: هم لايتبعون ماشرع الله لك من الدين القويم، بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس، من تحريم ماحرموا عليهم، من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وتحليل الميتة والدم والقمار، إلى نحوذلك من الضلالات والجهالة الباطلة، التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم، من التحليل والتحريم، والعبادات الباطلة،والأقوال الفاسدة." اهـ

"আল্লাহ তায়ালা আপনার জন্য যে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সঠিক দ্বীন প্রদান করেছেন, তারা তার অনুসরণ করে না। বরং তারা অনুসরণ করে মানুষ শয়তান ও জ্বিন শয়তান কর্তৃক প্রণীত বিধানের। তারা তাদের জন্য যা হারাম করেছে সেগুলোর; যেমন বাহিরা[১০৩], সায়েবা[১০৪], ওসিলা[১০৫], হাম[১০৬] এবং তারা যা হালাল করেছে সেগুলোর; যেমন মৃত প্রাণী, রক্ত, জুয়াসহ এধরনের নানা অগ্রহণযোগ্য ভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতাপূর্ণ বিষয়, যা তারা জাহেলী যুগে উদ্ভাবন করেছিল। হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল করেছিল। নানা ভ্রান্তবাণী ও উদ্ভট উপাসনার সমাগম ঘটিয়েছিল।"[১০৭]

প্রিয় পাঠক, উপরোক্ত আয়াত থেকে একথা পরিষ্কার যে, আল্লাহর শরীয়তের বিপরীতে যে কেউ আইন প্রণয়ন করবে–চাই সে জীন হোক, শয়তান হোক কিংবা মানুষ –সে-ই এই কর্মের মাধ্যমে নিজেকে আল্লাহর শরীক ও রব হওয়ার দাবিদার বলে গণ্য হবে।

আল্লামা শানকীতি রহ. (মৃত্যুঃ ১৩৯৩হি.) বলেন–

وعلى كل حال فلا شك أن كل من أطاع غير الله، في تشريع مخالف لما شرعه الله، فقد أشرك به مع الله كما يدل لذلك قوله:(وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ)فسماهم شركاء لما أطاعوهم في قتل الأولاد.وقوله تعالى:(أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ الله)فقد سمى تعالى الذي يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله شركاء . اهـ

"মোট কথা– কোন সন্দেহ নেই, যে ব্যক্তিই গাইরুল্লাহর আনুগত্য করল; তার প্রণীত শরীয়তবিরোধী আইনকে গ্রহণ করল, সে-ই উক্ত গাইরুল্লাহকে আল্লাহ তায়ালার সাথে শরীক করল। একথাই প্রমাণ করে আল্লাহ তায়ালার বাণী– 'আর এভাবে অনেক মুশরিকের জন্য তাদের শরীকরা তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করা শোভিত করেছে।'[১০৮] সন্তান হত্যায় তাদের আনুগত্যের কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শরীক বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তায়ালার এ বাণীও তা প্রমাণ করে– 'তাদের জন্য এমন কিছু শরীক আছে কি, যারা তাদের জন্য দ্বীনের এমন বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?'[১০৯] আল্লাহ তায়ালা অনুমোদন দেননি এমন দ্বীন যারা প্রণয়ন করে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শরীক বলে আখ্যায়িত করেছেন।"[১১০]

সম্মানিত পাঠক, আজ আমরা মুসলিম নামধারী আমাদের শাসকগোষ্ঠীর দিকে তাকাই। তারা এ উভয় প্রকার কুফরেই লিপ্ত রয়েছে। একদিকে আন্তর্জাতিক কাফের গোষ্ঠী, জাতিসঙ্ঘ এবং তাদের আইন-কানূনের আনুগত্য করে তাদেরকে আল্লাহ তায়ালার রুবূবিয়্যাতে শরীক; অপরদিকে শরীয়তবিরোধী নেজাম ও আইন কানূন প্রণয়ন করে নিজেদেরকেওআল্লাহর শরীকের আসনে সমাসীন করেছে।

বি.দ্র.

দ্বীন বলা হয়, কোন ব্যক্তি যা নিজের জীবনবিধান ও জীবনব্যবস্থারূপে গ্রহণ করে এবং বাস্তব জীবনে তা মেনে চলে; চাই তা হক্ব হোক কিংবা বাতিল। অনুরূপ তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত হোক বা জীন, শয়তান কিংবা মানুষের বানানো হোক।

দলীলঃ

আল্লাহ তায়ালার বাণী–

﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾

'তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন, আর আমার জন্য আমার দ্বীন।'[১১১]

এখানে আল্লাহর নাযিলকৃত শরীয়ত এবং কাফেরদের মনগড়া মতবাদ, উভয়কেই দ্বীন বলা হয়েছে।

---

১০১ 'বাহিরা'– যে পশুর দুধ দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করা হত এবং কেউ তা নিজ কাজে ব্যবহার করত না

১০২ 'সায়েবা'– বর্তমান কালের 'খোদাই ষাড়ে'র মতো, যে পশু দেব-দেবীর নামে ছেড়ে দেয়া হত

১০৩ 'ওসিলা'– যে উষ্ট্রী পর পর কয়েকটি মাদি জন্ম দিত এবং তা দেব- দেবীর নামে ছেড়ে দেয়া হত

১০৪ 'হাম'– যে উট একটি বিশেষ সংখ্যক উষ্ট্রীর সঙ্গে সঙ্গম করত এবং তা দেব- দেবীর জন্য ছেড়ে দেয়া হত

১০৭ তাফসীরে ইবনে কাছীর, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ১৯৮

১০৮ সূরা আনআম: ১৩৭

১০৯ সূরা শূরা: ২১

১১০ আদওয়াউল বায়ান, সূরা: আশ-শূরা, ৭/১৫৬

১১১সূরা কাফিরূন: ৬

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾

'আর যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন অন্বেষণ করবে, তার থেকে তা কিছুতেই গ্রহণ করা হবে না।'[১১২]

এখানে ইসলাম ব্যতীত অন্য মতবাদকে দ্বীন বলা হয়েছে।

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّه إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ﴾

'ফেরাউন বলল আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করি; আর সে তার রবকে ডাকুক। আমার আশঙ্কা হয়– সে তোমাদের দ্বীন বদলে ফেলবে।'[১১৩]

ইবনে কাসীর রহ. (মৃত্যুঃ ৭৭৪) বলেন–

يخشى فرعون أن يُضِلَّ موسى الناس ويغير رسومهم وعاداتهم. اهـ

"ফেরাউন আশঙ্কা করছে, মূসা আলাইহিস সালাম লোকজনকে বিভ্রান্ত করে ফেলবে এবং তাদের রুসূম-রেওয়াজ এবং অভ্যাস ও রীতিনীতি পরিবর্তন করে ফেলবে।"[১১৪]

এখানে ফেরআউনী সমাজে প্রচলিত মনগড়া রীতি-নীতি এবং নিয়ম-কানূনকে দ্বীন বলা হয়েছে।

﴿كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ﴾

'এভাবে আমি ইউসুফের জন্য কৌশল করলাম। আল্লাহর এই ইচ্ছা না হলে বাদশার দ্বীন অনুযায়ী ইউসুফের পক্ষে তার ভাইকে তার নিজের কাছে রাখা সম্ভব ছিল না।'[১১৫]

এখানে মিশরের কাফের বাদশার রাষ্ট্রীয় আইনকে দ্বীন বলা হয়েছে।

ইবনে কাসীর রহ. বলেন–

{ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ } أي: لم يكن له أخذه في حكم ملك مصر، قاله الضحاك وغيره. اهـ

"অর্থাৎ মিশরের বাদশার আইন অনুযায়ী তার ভাইকে তার কাছে রাখার অধিকার ছিল না। জাহ্হাক রহ.সহ আরো অনেকে এমনই বলেছেন।"[১১৬]

আবুস সাউদ রহ. (মৃত্যুঃ ৯৮২হি.) বলেন–

في حكمه وقضائِه قاله قتادة ... لأن جزاءَ السارقِ في دينه إنما كان ضربَه وتغريمَه ضعفَ ما أخذ دون الاسترقاق والاستعباد كما هو شريعةُ يعقوبَ عليه السلام. اهـ

"বাদশার আইন ও ফায়সালা অনুযায়ী (তার ভাইকে তার কাছে রাখা সম্ভব ছিল না।) কাতাদাহ রহ. এমনই বলেছেন। কারণ বাদশার আইনে চোরের শাস্তি ছিল, প্রহার এবং চুরিকৃত বস্তুর দ্বিগুণ জরিমানা। ইয়াকূব আলাইহিস সালামের শরীয়তের মতো গোলাম বানিয়ে রাখা, (বাদশার রাষ্ট্রীয় বিধান) ছিল না।"[১১৭]

দ্বীনের পরিচয় জানার পর আশাকরি অস্পষ্ট নয়– বর্তমান প্রচলিত কুফরী গণতন্ত্র মতবাদ মূলত একটা নতুন দ্বীন, নতুন ধর্ম। এ ধর্মের অনুসারিরা এ ধর্মকে প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করার শর্তেই নির্বাচনে দাঁড়ায়। এই ধর্মের ধর্মগ্রন্থ তথা সংবিধানের সম্মান রক্ষার শপথ নেয়। একে বাস্তবায়ন ও সংরক্ষণের সুদৃঢ় অঙ্গিকার করে। এর জন্যই তারা বাহিনী গঠন করে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে এ ধর্মের বিধান অনুযায়ীই তারা চলে। বিচারাচারের প্রয়োজন হলে এ ধর্মের বিধান অনুযায়ীই বিচার চায়। এ ধর্মকেই তারা জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়। এর বিধান দিয়েই তাদের বিচারাচার করে। এ ধর্মের বিরোধিতা যারা করে, তারাই অপরাধী ও রাষ্ট্রদ্রোহী... ইত্যাদী অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ধর্ম যারা যমীনে বাস্তবায়ন করতে চায়, এ ধর্মের বিধান অনুযায়ী তারাই জঙ্গী-সন্ত্রাসী, বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী, নাশকতাকারী, উগ্রবাদী, শান্তিবিনষ্টকারী, মানবতাবিরোধী ... ইত্যাদী অপরাধে আখ্যায়িত হয়। অতি গুরুতর ও অমার্জনীয় অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। জঘন্য থেকে জঘন্য শাস্তি তাদের উপর নেমে আসে। অকল্পনীয় নির্যাতন অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়।

পাঠক! একটু ইনসাফের সাথে বিবেচনা করুন, বর্তমান দুনিয়াতে ইসলামের পর আর কোন ধর্ম আছে কি, যার অনুসারিরা এত কঠোর, এত দৃঢ়তার সাথে তাদের ধর্ম পালন করে? নেই; কিছুতেই নেই। গণতন্ত্রের সামনে সকলেই (একমাত্র আল্লাহর প্রিয় বান্দারা ছাড়া) নতি স্বীকার করেছে, কিন্তু গণতন্ত্র কারোও সামনে নতি স্বীকার করেনি।

১১২সূরা আলে ইমরান: ৮৫
১১৩সূরা মু'মিন: ২৬
১১৪ তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৭/১৩৯
১১৫সূরা ইউসুফ: ৭৬
১১৬ তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৪/৪০১
১১৭ তাফসীরে আবুস সাউদ: ৪/২৯৭

কাজেই এ ধর্মের ধারক বাহকরা, এ ধর্মের অনুসারিরা তেমনি কাফের, যেমন ইহুদী ধর্মের অনুসারিরা কাফের, যেমন খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারিরা কাফের, যেমন বৌদ্ধরা কাফের, যেমন হিন্দু-শিখরা কাফের।

তারা শুধু আমাদের শরীয়তের সাথেই কুফরী করেনি, তারা আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত সকল শরীয়তের সাথেই কুফরী করেছে। সকল নবীর সকল কিতাব, সকল জাতির সকল ধর্ম প্রত্যাখান করে একমাত্র নিজেদের খাহেশাতকে তারা রব বানিয়ে নিয়েছে। তাদের ব্যাপারে ঐ কথাই প্রযোজ্য, যেমনটা **আল্লামা শাওকানী রহ. (মৃত্যুঃ ১২৫০হি.)** বলেছেন–

ولا شك ولا ريب أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى وبشريعته التي أمر بها على لسان رسوله واختارها لعباده في كتابه وعلى لسان رسوله. بل كفروا بجميع الشرائع من عند آدم عليه السلام إلى الآن، وهؤلاء جهادهم واجب وقتالهم متعين حتى يقبلوا أحكام الإسلام ويذعنوا لها ويحكموا بينهم بالشريعة المطهرة ويخرجوا من جميع ما هم فيه من الطواغيت الشيطانية. اهـ

"কোন সন্দেহ কোন সংশয় নেই যে, এটি আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর শরীয়তের সাথে কুফরী; যে শরীয়তের আদেশ তিনি তাঁর রাসূলের মাধ্যমে দিয়েছেন, তাঁর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের মাধ্যমে যে শরীয়ত তিনি তার বান্দাদের জন্য মনোনীত করেছেন। বরং তারা হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত অবতীর্ণ সকল শরীয়তের সাথেই কুফরী করেছে। এদের বিরুদ্ধে জিহাদ আবশ্যক। এদের সাথে কিতাল ফরযে আইন; যতক্ষণ না তারা ইসলামী বিধি-বিধান কবুল করে, তার সামনে আত্মসমর্পণ করে, পবিত্র শরীয়ত দিয়ে নিজেদের মাঝে বিচার-ফায়সালা করে এবং যত শয়তানী তাগুতের মাঝে তারা লিপ্ত আছে, তার সব থেকে বের হয়ে আসে।"[১১৮]

প্রিয় পাঠক! আয়াতের আলোচনার শুরুতে বলে এসেছি, شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِএর মধ্যে منঅব্যয়টি تبعيض কিংবা بيانية উভয় অর্থেই হতে পারে। সেখানে এও বলে এসেছি,শরীয়তবিরোধী কোন দ্বীন তথা জীবনবিধান প্রণয়ন যেমন কুফর, শরীয়তবিরোধী কোন আইন প্রণয়নও তেমনি কুফর। অতএব গণতন্ত্র নামক এই কুফরী ধর্ম যারা প্রণয়ন করেছে, তারা যেমন কাফের; এই ধর্মের কোন একটা বিধান যারা প্রণয়ন করবে তারাও কাফের। সে মুখে যতই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ুক, যতই নিজেকে মুসলমান দাবি করুক, নামায-রোযা যতই করুক– সে বেঈমান; সে মুরতাদ। এই কুফরী কর্ম থেকে যতক্ষণ ফিরে না আসবে, তার কোন দাবিই কাজে আসবে না, কোন ইবাদতই তার উপকার করবে না।

আট.

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

'যারা আল্লাহ তায়ালা যে বিধান নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের।'[১১৯]

উক্ত আয়াতের শানে নুযূল

তাওরাতে যিনার শাস্তি ছিল রজম তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা। এ আইন দ্বারাই বিচারকার্য সম্পদনের আদেশ ছিল। কিন্তু ইহুদীদের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ যখন খুব বেশি যিনায় লিপ্ত হয়েপড়ল, তখন তাদের ধর্মগুরুরা আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কারচুপির আশ্রয় নিল। যদি নিম্নশ্রেণীর কেউ যিনা করত, তাহলে তাকে তাওরাতের বিধানমতে প্রস্তরাাঘাতে হত্যা করত। আর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের কেউ যিনা করলে তাকে ছেড়ে দিত। এক সময় তারা এ বিভাজন ও বৈষম্যের কারণে সমালোচনার সম্মুখীন হল। নিম্নশ্রেণীর লোকজন নিজেদের লোকদের উপর রজম কায়েম করার বিপক্ষে বিদ্রোহের জন্য উঠে দাঁড়াল। তারা দাবি জানাল, উচ্চ শ্রেণীর উপর রজম কায়েম না করলে, আমাদের উপরও রজম করতে দেব না। অবস্থা বেগতিক দেখে ধর্মগুরুরা সিদ্ধান্ত নিল, তারা আল্লাহ প্রদত্ত যিনার শাস্তি বাদ দিয়ে নিজেদের থেকে এমন একটা শাস্তি নির্ধারণ করবে, যা উঁচু নিচু সকলের উপরই প্রয়োগ করা যাবে। এতে তারা সমালোচনা থেকে বেঁচে যাবে, আবার তাদের স্বার্থও রক্ষা হবে। কথামতো তারা সিদ্ধান্ত নিল, এখন থেকে যিনার শাস্তি আর রজম থাকবে না। যিনাকারী পুরুষ ও মহিলাকে চুনকালি মেখে মুখ কালো করে গাধার পিঠের উপর পরস্পরকে বিপরীতমুখী করে বসিয়ে বেত্রাঘাত করতে করতে জনগণের সামনে দিয়ে ঘুরানো হবে। এটাই যিনার শাস্তি। রজম বাদ দিয়ে আলেমদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে একেই তারা যিনার শাস্তি নির্ধারণ করল। তাদের এহেন ঘৃণ্যকর্মের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কাফের সাব্যস্ত করে সূরা মায়েদার এ আয়াত নাযিল করেন–

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

---

১১৮ আদ-দাওয়াউল আ-জিল: ১২-১৩, ('মাজমুআতুর রাসায়িলিল মুনিরিয়্যাহ্' এর অন্তর্ভুক্ত একটি রিসালা।)

১১৯সূরা মায়েদা: ৪৪

'আলস্নাহ তায়ালা যে বিধান নাযিল করেছেন, সে অনুযায়ী যারাবিচার-ফায়সালা করে না, তারাইকাফের|'

সহীহ মুসলিমে এসেছে–

«عن نافع، أن عبد الله بن عمر أخبره، أن رسول الله ﷺ أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله ﷺ حتى جاء يهود، فقال: «ما تجدون في التوراة على من زنى؟» قالوا: نسود وجوههما، ونحملهما، ونخالف بين وجوههما، ويطاف بهما.»

"নাফে' রহ. থেকে বর্ণিত, হযরত ইবনে উমর রাদি. তার কাছে বর্ণনা করেছেন, যিনাকারী দুই ইহুদীনারী-পুরুষকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আনা হল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন, ইতোমধ্যে ইহুদীরাও এসে হাজির হল। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা তাওরাতে যিনাকারীর শাস্তি কি পেয়েছো? তারা উত্তর দিল, আমরা তাদের উভয়ের মুখ কালো করে গাধার পিঠে পরস্পরকে বিপরীতমুখী করে বসিয়ে ঘুরাই।"[১২০]

সহীহ মুসলিমেরই আরেক হাদীসে এসেছে–

«عن البراء بن عازب، قال: مر على النبي ﷺ بيهودي محمما مجلودا، فدعاهم ﷺ، فقال: «هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟»، قالوا: نعم، فدعا رجلا من علمائهم، فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم» قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم، والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله -ﷺ- « اللهم إنى أول من أحيا أمرك إذ أماتوه ». فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل (يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر) إلى قوله (إن أوتيتم هذا فخذوه) يقول ائتوا محمدا -ﷺ- فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) فى الكفار كلها.»

"হযরত বারা ইবনে আযিব রাদি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইহুদীর মুখে চুনকালি মেখে বেত্রাঘাত করতে করতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি তোমাদের কিতাবে যিনার শাস্তি এমনি পেয়েছ? তারা উত্তর দিল, হাঁ। তখন তিনি তাদের আলেমদের একজনকে ডেকে বললেন, আল্লাহর কসম দিয়ে তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, যিনি মূসা আলাইহিস সালামের উপর তাওরাত নাযিল করেছেন, তোমরা কি তোমাদের কিতাবে যিনার শাস্তি এমনি পেয়েছ? সে উত্তর দিল, না। যদি আপনি আমাকে এই কসম না দিতেন তাহলেআপনাকে সত্য সংবাদটা দিতাম না। আমাদের কিতাবে যিনার শাস্তি হল রজম তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা। কিন্তু আমাদের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মাঝে যিনা খুব বেড়ে গেল। তখনকোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যিনা করলেআমরা তাকে ছেড়ে দিতাম। আর কোন দুর্বল লোককে ধরতে পারলে তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করতাম। এরপর আমরা প্রস্তাব দিলাম, চল আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যিনার এমন কোন শাস্তি নির্ধারণ করি, যা সম্ভ্রান্ত-সাধারণ সকলের উপরই প্রয়োগ করতে পারবো। অত:পর আমরা রজমের বদলে চুনকালি মাখা এবং বেত্রাঘাত করাকে শাস্তিরূপে নির্ধারণ করলাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে আল্লাহ, আমিই প্রথম ব্যক্তি, যে তোমার আদেশ যিন্দা করেছে, যখন তারা তা মিটিয়ে দিয়েছিল।' এরপর তিনি রজমের আদেশ দেন। তখন আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন, 'হে রাসূল! যারা কুফরের দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে, তারা যেন আপনাকে দুঃখিত না করে।' ... '(তারা বলে) তোমাদের এই হুকুম দেয়া হলে গ্রহণ করো।' পর্যন্ত। তারা বলে, তোমরা মুহাম্মাদের নিকট যাও। যদি তিনি তোমাদেরকে মুখে চুনকালি মেখে বেত্রাঘাতের আদেশ দেন, তাহলে গ্রহণ করো, আর রজমের ফায়সালা দিলে গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকো। তখন আল্লাহ তায়ালা সকল কাফেরের ব্যাপারে নাযিল করলেন, 'যারা আল্লাহ তায়ালার নযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই কাফের।' 'যারা আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই জালেম।' 'যারা আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না তারাই ফাসেক'।"[১২১]

ইবনে কাসীর রহ. (মৃত্যু: ৭৭৪হি.) বলেন–

والصحيح أنها نزلت في اليهوديين اللذين زنيا، وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم، من الأمر برجم من أحصن منهم، فحرفوا واصطلحوا فيما بينهم على الجلد مائة جلدة، والتحميم والإركاب على حمار مقلوبين. اهـ

১২০সহীহ মুসলিম; কিতাবুল হুদুদ; বাবু রজমিল ইয়াহুদ।

১২১সহীহ মুসলিম; কিতাবুল হুদুদ; বাবু রজমিল ইয়াহুদ।

"সহীহ কথা হচ্ছে, এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে দুই ইহুদীর ব্যাপারে, যারা যিনা করেছিল। তারা তাদের হাতে থাকা আল্লাহর কিতাবে বিবাহিত ব্যক্তির যিনার শাস্তি তথা রজমকে পরিবর্তন করে ফেলেছিল। পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হয়ে তদস্থলে একশো বেত্রাঘাত এবং চুনকালি মেখে পরস্পরকে উল্টোমুখে গাধায় চড়ানোকে শাস্তি হিসেবে নির্ধারণ করেছিল।"[১২২]

উপরোক্ত আয়াতসমূহে যারা আল্লাহ তায়ালার বিধান দ্বারা বিচার-ফায়সালা করে না, তাদের ব্যাপারে ফায়সালা দেয়া হয়েছে– তারা কাফের, জালেম ও ফাসেক। এই আয়াতের শানে নযূলে ইহুদী ধর্মগুরুদের কথা এসেছে যে, তারা আল্লাহ তায়ালার বিধান বাদ দিয়ে তদস্থলে নিজেরাই আইন প্রণয়ন করেছিল এবং সেটা দ্বারাই বিচার-ফায়সালা করত।

লক্ষ করুন–

«قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم، والجلد مكان الرجم»

"আমরা প্রস্তাব দিলাম, চল আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যিনার এমন কোন শাস্তি নির্ধারণ করি, যা সম্ভ্রান্ত-সাধারণ সকলের উপর প্রয়োগ করতে পারবো। অত:পর আমরা রজমের বদলে চুনকালি মাখা এবং বেত্রাঘাত করাকে শাস্তিরূপে নির্ধারণ করলাম।"

এভাবেই তারা আল্লাহর আইন পরিবর্তন করে তদস্থলে নিজেদের সুবিধামতো আইন প্রবর্তন করলো। এ কাজের কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কাফের, জালেম ও ফাসেক সাব্যস্ত করেছেন।

ইহুদী ধর্মগুরুরা যে কুফরী কর্মে লিপ্ত হয়েছিল, আজকালকার মুসলিম নামধারী তাগুত শাসকরাও হুবহু একই কুফরে লিপ্ত হয়েছে। কাজেই যে কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কাফের সাব্যস্ত করেছেন এরাও একই কারণে কাফের সাব্যস্ত হবে।

কাজী ইসমাঈল মালেকী রহ. (মৃত্যু: ২৮২হি.) বলেন–

ظاهر الآيات يدل على أن من فَعَل مثل مافعلوا، واخترع حكماً يخالف به حكم الله، وجعله ديناً يُعمل به، فقد لزمه مثل مالزمهم من الوعيد المذكور حاكماً كان أو غيره.اهـ

"স্পষ্টত এসব আয়াত বুঝাচ্ছে, যে ব্যক্তি তাদের (ইহুদীদের) অনুরূপ কর্ম করবে, আল্লাহ তায়ালার বিধানের বিপরীত বিধান প্রণয়ন করে সেটাকে পালনীয় দ্বীন ও বিধান বানিয়ে নেবে, উল্লেখিত যে পরিণতি তাদের উপর আরোপিত হয়েছে, তা তার উপরও আরোপিত হবে, চাই সে শাসক হোক বা অন্য কেউ হোক।"[১২৩]

বি.দ্র.

১. ইহুদী ধর্মগুরুরা শুধু যিনার শাস্তি পরিবর্তন করার কারণেই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কাফের সাব্যস্ত করেছেন। এ থেকে বুঝা গেল, শরীয়তবিরোধী একটা আইন প্রবর্তনই কাফের হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

২. কাফের হওয়ার জন্য হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম করা আবশ্যক নয়। ইহুদীরা যিনা হালাল করেনি। যিনাকে তারা হারামই মনে করতো। হারাম মনে করতো বলেই এর জন্য শাস্তি নির্ধারণ করেছিল। তারা যিনা হালাল করেনি, শুধু তার শাস্তিতে পরিবর্তন এনেছে। এ থেকে বুঝা গেল, হারামকে হারাম এবং হালালকে হালাল বহাল রেখেও যদি শরীয়তের অকাট্য কোন বিষয়ে পরিবর্তন সাধন করে তাহলে কাফের হয়ে যাবে। যেমন–

ক. চুরির শাস্তি হাত কাটার পরিবর্তে জেল জরিমানা নির্ধারণ করা।

খ. বিবাহিত নারীর যিনার শাস্তিতে এই শর্তারোপ করা যে, তার স্বামী চাইলে শাস্তি হবে, নতুবা হবে না।

গ. মীরাসের বিধানে এমন কিছু শর্তারোপ করা, যেগুলো সুস্পষ্ট শরীয়ত পরিপন্থী। ... ইত্যাদী।

৩. আমাদের আলোচনা হচ্ছে 'হুকুম বি গাইরি মা আনযাল্লাহ'র ঐ সুরত সম্পর্কে, যেখানে শাসন ব্যবস্থায় আল্লাহর আইনপরিহার করে তদস্থলে শরীয়তবিরোধী আইন প্রবর্তন করা হয়। পক্ষান্তরে শাসন ব্যবস্থা যদি ইসলামী হয়, রাষ্ট্রের কোন আইন শরীয়তবিরোধী না হয়, কিন্তু শাসক বা বিচারক কখনো স্বজনপ্রীতি, ঘুষ বা অন্য কোন কারণে শরীয়ত পরিপন্থী ফায়সালা দিয়ে দেয়, তাহলে তাদের মাঝে

১২২ তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৩/১১৩
১২৩ ফাতহুল বারী: ১৩/১২০

আকীদাগত বা কর্মগত অন্য কোন কুফর না পাওয়া গেলে ঐসব বিচারককে কাফের বলা হবে না। এমন বিচারকের ক্ষেত্রে দেখতে হবে–

ক. তিনি'হুকুম বি গাইরি মা আনযালাল্লাহ' বৈধ মনে করেন কি না?

খ. শরীয়তবিরোধী বিধানকে আল্লাহর বিধানের সমকক্ষ বা তার চেয়ে উত্তম মনে করেন কি না?

গ. আল্লাহর বিধানকে অপছন্দ করেন কি না?

ঘ. আল্লাহর বিধানকে যুগের জন্য অনুপোযোগী মনে করেন কি না?

যদি এগুলোর কোন একটা পাওয়া যায়, তাহলে তিনি কাফের হবেন। আর যদি এগুলোর কোন একটা বা অন্য কোন কুফর না পাওয়া যায়, তাহলে কাফের হবে না।

এ আয়াতসম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস রাদি.সহ সালাফে সালেহীনের আরোও যাদের থেকে বর্ণিত আছে যে, তা **(كفر دون كفر)**তথা ছোট কুফর, কুফরে আকবার নয়, তার সঠিক প্রয়োগ ক্ষেত্রও এটি। অর্থাৎ যেখানেশাসন ব্যবস্থা ইসলামী হয়, রাষ্ট্রের কোন আইন শরীয়তবিরোধী না হয়, কিন্তু শাসক বা বিচারক কখনো স্বজনপ্রীতি, ঘুষ বা অন্য কোন কারণে শরীয়ত পরিপন্থী ফায়সালা দিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে শরয়ী বিধান প্রত্যাহার করে তদস্থলে শরীয়তবিরোধী বিধান প্রবর্তন, সেটা সর্বসম্মতিক্রমে কুফরে আকবার। এতে কারো দ্বিমত নেই।

সউদি আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতী আলে শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম রহ. (মৃত্যুঃ ১৩৮৯হি.) বলেন–

القوانين كفر ناقل عن الملة ... وأما الذي قيل فيه: كفر دون كفر، إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاص وأن حكم الله هو الحق. فهذا الذي يصدر منه المرة و نحوها. أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل. اهـ

"শরীয়তবিরোধী কানূন এমন কুফর যা (ব্যক্তিকে) ইসলাম ধর্ম থেকে বের করে দেয়। ... আর যেটাকে ছোট কুফর বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে, যখন কেউ গাইরুল্লাহর বিধানের নিকট বিচারপ্রার্থী হয়, কিন্তু তার বিশ্বাস থাকে যে, আমি গোনাহগার হচ্ছি এবং আল্লাহ তায়ালার বিধানই হক্ব। এটা দু'একবার হতে পারে। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত ও সুবিন্যস্ত ধারাবাহিক আইন প্রণয়ন, সেটা তো কুফর। যদিও বলে, 'আমরা ভুল করছি; শরীয়তের বিধানই ইনসাফপূর্ণ'।"[১২৪]

যারা রাষ্ট্রীয়ভাবে শরীয়তবিরোধী কানূন প্রবর্তন করে, তাদের সম্পর্কে বলেন–

لو قال من حكَّم القانون:"أنا أعتقد أنه باطل"، فهذا باطل لا أثر له، بل هو عزل للشرع، كما لو قال أحد:"أنا أعبد الأوثان واعتقد أنها باطل". اهـ

"মানবরচিত কানূনকে বিচারের মানদণ্ডরূপে গ্রহণকারী ব্যক্তি যদি বলে, 'আমি বিশ্বাস রাখি এটা বাতিল' তাহলে তার এ কথা ধর্তব্য হবে না; বরং তার এই কাজ হবে শরীয়ত প্রত্যাখান। যেমন গ্রহণযোগ্য নয় ঐ ব্যক্তির কথা যে বলে, 'আমি মূর্তি পূজা করি, তবে বিশ্বাস রাখি, এটা বাতিল'।"[১২৫]

নয়.

﴿أَفَحُكْمَالْجَاهِلِيَّةِيَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

'তারা কি জাহিলিয়্যাতের বিধি-বিধান কামনা করে? বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর বিধান দানকারী?'[১২৬]

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালার বিধান ব্যতীত বাকি সকল বিধানকে জাহিলী বিধান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অতএব, বিধান দুই প্রকারই হবে– হয় আল্লাহর বিধান, নয় জাহিলী বিধান। তৃতীয় কোন প্রকার নেই। আর যারা আল্লাহর বিধান ছেড়ে জাহিলী বিধান গ্রহণ করে, তারা قَوْمٍ يُوقِنُونَ তথা ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

ইমাম ত্বাবারী রহ. (মৃত্যুঃ ৩১০হি.)উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন–

يقول تعالى ذكره: أيبغي هؤلاء اليهود الذين احتكموا إليك، فلم يرضوا بحكمك، إذ حكمت فيهم بالقسط "حكم الجاهلية"، يعني: أحكام عبَدة الأوثان من أهل الشرك، وعندهم كتاب الله فيه بيان حقيقة الحكم الذي حكمت به فيهم، وأنه الحق الذي لا يجوزُ خلافه. ثم قال تعالى ذكره موبّخا لهؤلاء الذين أبوا قبُول حكم رسول الله ﷺ عليهم ولهم من اليهود، ومستجهلا فعلَهم ذلك منهم: ومَنْ هذا الذي هو أحسن حكمًا، أيها اليهود، من الله تعالى ذكره عند من كان يوقن بوحدانية الله، ويقرُّ بربوبيته؟ يقول تعالى ذكره: أيّ حكم أحسن من حكم الله، إن كنتم موقنين أن لكم ربًّا، وكنتم أهل توحيدٍ وإقرار به؟. اهـ

"আল্লাহ তায়ালা বলেন, এ সকল ইহুদী, যারা আপনার কাছে বিচার দায়ের করে, অতঃপর আপনি যখন তাদের মাঝে ন্যায় ফায়সালা করেন, তারা আপনার ফায়সালার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয় না। এরা কি 'জাহিল্যিয়্যাতের বিধান' কামনা করে? অর্থাৎ মুশরিক মূর্তিপুজারীদের বিধান কামনা করে। অথচ তাদের কাছে রয়েছে আল্লাহর কিতাব। আপনি তাদের মাঝে যে ফায়সালা করেছেন তার সত্যতা তাতে বিদ্যমান আছে। আর এটাই হক্ব, যার বিপরীত কিছু

---

১২৪ আল-ফাতাওয়া, খণ্ড:১২, পৃষ্ঠা: ২৮০

১২৫ আল-ফাতাওয়া, খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ১৫৭

১২৬ সূরা মায়িদাহ: ৫০

বৈধ নয় ।অতঃপর ঐসব ইয়াহুদ, যারা তাদের পক্ষে বা বিপক্ষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফায়সালা মানতে অস্বীকার করেছে, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ভর্ৎসনা করছেন এবং তাদের উক্ত কাজকে জাহিলিয়্যাত আখ্যায়িত করে বলেন, ওহে ইয়াহুদ! যারা আল্লাহ তায়ালার ওয়াহদানিয়্যাতে বিশ্বাসী, যারা তার রুবূবিয়্যাতকে স্বীকার করে, তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার চেয়ে আর কে আছে উত্তম বিধানদাতা?আল্লাহ তায়ালা বলছেন, তোমরা যদি বিশ্বাস করো তোমাদের একজন রব আছেন, তোমরা তাঁর তাওহীদে বিশ্বাস করো, মুখে তার স্বীকারোক্তি দাও, তাহলে তোমাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার বিধানের চেয়ে উত্তম বিধান আর কী হতে পারে?!!"[১২৭]

সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ রহ. (মৃত্যুঃ ১৯৬৬ইং.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন–

إن معنى الجاهلية يتحدد بهذا النص. فالجاهلية - كما يصفها الله ويحددها قرآنه - هي حكم البشر للبشر، لأنها هي عبودية البشر للبشر، والخروج من عبودية الله، ورفض ألوهية الله، والاعتراف في مقابل هذا الرفض بألوهية بعض البشر وبالعبودية لهم من دون الله. إن الجاهلية - في ضوء هذا النص - ليست فترة من الزمان؛ ولكنها وضع من الأوضاع. هذا الوضع يوجد بالأمس، ويوجد اليوم، ويوجد غداً، فيأخذ صفة الجاهلية، المقابلة للإسلام، والمناقضة للإسلام. والناس - في أي زمان وفي أي مكان - إما أنهم يحكمون بشريعة الله - دون فتنة عن بعض منها - ويقبلونها ويسلمون بها تسليماً، فهم إذن في دين الله. وإما إنهم يحكمون بشريعة من صنع البشر - في أي صورة من الصور - ويقبلونها فهم إذن في جاهلية؛ وهم في دين من يحكمون بشريعته، وليسوا بحال في دين الله. والذي لا يبتغي حكم الله يبتغي حكم الجاهلية؛ والذي يرفض شريعة الله يقبل شريعة الجاهلية، ويعيش في الجاهلية. اهـ

"এই নসের মাধ্যমে জাহিলিয়্যাতের অর্থ নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালার বর্ণনা ও তাঁর কুরআনের সংজ্ঞা অনুযায়ী জাহিলিয়্যাত বলা হয়, মানুষের জন্য তৈরী মানুষের বিধানকে। কেননা এটা মানুষ কর্তৃক মানুষের দাসত্ব এবং আল্লাহ তায়ালার দাসত্বকে বর্জন। তার উলুহিয়্যাতকে প্রত্যাখ্যান এবং প্রত্যাখ্যানের পর তার মোকাবেলায় কতক মানুষের উলুহিয়্যাতকে গ্রহণ। আল্লাহ তায়ালার পরিবর্তে তাদের দাসত্বের সামনে আত্মসমর্পণ।এই নসের আলোকে বোঝা যায়, জাহিলিয়্যাত কোন এক যামানার নাম নয়। জাহিলিয়্যাত হলো এক ধরনের মতাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির নাম। এই মতাদর্শ অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। যা আসে ইসলামের মোকাবেলায়, যার সাথে থাকে ইসলামের বৈপরীত্য। মানুষরা যে সময়ে বা যে স্থানেই অবস্থান করুক, হয়তো তারা আল্লাহ তায়ালার শরীয়ত দ্বারা বিচার-ফায়সালা করবে, তাঁর কতক বিধান থেকে বিরত থাকা ব্যতীত তা গ্রহণ করবে, পরিপূর্ণভাবে তার সামনে আত্মসমর্পণ করবে; তাহলেই তারা আল্লাহ তায়ালার দ্বীনের মধ্যে আছে বলে গণ্য হবে। নয়তো মানব রচিত শরীয়ত দ্বারা বিচার-ফায়সালা করবে (যে কোন সুরতেই করুক না কেন) এবং তা গ্রহণ করে নেবে; তাহলে তারা জাহিলিয়্যাতের মাঝে আছে বলে পরিগণিত হবে। তাদেরকে তার দ্বীনের মাঝে গণ্য করা হবে, যার শরীয়ত দ্বারা তারা বিচার-ফায়সালা করছে। কোন অবস্থাতেই তাদেরকে আল্লাহ তায়ালার দ্বীনের অনুসারী বলা হবে না। যে আল্লাহর বিধান কামনা করে না, সেই জাহিলিয়্যাতের বিধান কামনা করে। যে আল্লাহর শরীয়তকে প্রত্যাখ্যান করে, সেই জাহিলিয়্যাতের শরীয়তকে গ্রহণ করে এবং জাহিলিয়্যাতের মাঝে জীবন যাপন করে।"[১২৮]

তিনি আরো বলেন–

إما إسلام وإما جاهلية. إما إيمان وإما كفر. إما حكم الله وإما حكم الجاهلية. والذين لا يحكمون بما أنزل الله هم الكافرون الظالمون الفاسقون. والذين لا يقبلون حكم الله من المحكومين ما هم بمؤمنين. اهـ

"হয়তো ইসলাম নয়তো জাহিলিয়্যাত। হয়তো ঈমান নয়তো কুফর। হয়তো আল্লাহর বিধান নয়তোজাহিলিয়্যাতের বিধান। যারা আল্লাহর বিধান দ্বারা বিচার-ফায়সালা করে না তারা কাফের, জালেম, ফাসেক। যেসব বিচারাধীন ব্যক্তি আল্লাহর বিধান গ্রহণ করে না তারা মুমিন নয়।"[১২৯]

হাফেয ইবনে কাসীর রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাতারদের নিয়ে আলোচনা করেন। তারা যে রাষ্ট্রীয়ভাবে আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করেছিল সে কথা উল্লেখ করে বলেন–

ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والاهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكز خان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الاسلامية وغيرها. وفيها كثير من الاحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله - ﷺ - فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكِّم سواه في قليل ولا كثير. اهـ

---

১২৭ তাফসীরে তবারী, খণ্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ৩৯৪

১২৮ ফী-যিলালিল কুরআন, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৮৪

১২৯ ফী-যিলালিল কুরআন, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৮৫

"আল্লাহ তায়ালা এমন ব্যক্তির নিন্দা করছেন, যে আল্লাহর দৃঢ় বিধান থেকে বের হয়ে যায়; অথচ তা সকল কল্যাণের আধার, সকল মন্দ হতে বাধা দানকারী। আল্লাহর বিধান থেকে বের হয়ে সে ধাবিত হয় এমন কিছু মতামত, রীতিনীতি ও প্রথার দিকে, যা প্রণয়ন করেছে মানুষেরাই। আল্লাহর শরীয়তের সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই। যেমনটা করতো জাহিলী যুগের মানুষেরা। তারা তাদের চিন্তাপ্রসূত মতামত থেকে প্রণীত জাহিলী ভ্রান্ত বিধান দ্বারা ফায়সালা প্রদান করতো এবং যেমন তাতাররা তাদের ঐসব রাষ্ট্রীয় আইন কানুন দিয়ে বিচার-ফায়সালা করছে, যা তারা গ্রহণ করেছে তাদের বাদশাহ চেঙ্গিস খান থেকে। যে চেঙ্গিস খান তাদের জন্য 'ইয়াসিক' নামক সংবিধান প্রণয়ন করেছে। ইয়াসিক হলো ইসলামী, নাসরানী, ইহুদীসহ বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংবিধান। তাতে এমন অনেক বিধানও আছে, যা সে শুধুমাত্র নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা থেকেই গ্রহণ করেছে। অত:পর তা তার অনুসারিদের নিকট পরিণত হয়েছে অনুসরণীয় একটি সংবিধানরূপে। একে তারা আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ অনুযায়ী ফায়সালা করার উপর অগ্রাধিকার দেয়। যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে সে কাফের। তার বিরুদ্ধে কিতাল করা ফরয, যতক্ষণ না সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধানের দিকে ফিরে আসে এবং অল্প-বিস্তর কোন কিছুর ক্ষেত্রেই আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কিছুকে বিচারকরূপে গ্রহণ না করে।"[১৩০]

প্রিয় পাঠক, আমরা উক্ত আয়াত সম্পর্কে মুফাসসিরগণের অভিমত দেখতে পেলাম। তাদের ব্যাখ্যা জানতে পরলাম। আমরা আমাদের সমাজে প্রচলিত শাসনব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করি, এটা কি নব্য জাহিলিয়্যাত নয়?! পাঠকগণকে অনুরোধ করবো তারা যেন ইতিহাস থেকে তাতারদের সংবিধান সম্পর্কে জেনে নেন। নিশ্চয় তারা বুঝতে পারবেন, আমাদের সমাজে প্রচলিত সংবিধান সেই ইয়াসিকের চেয়েও জঘন্য ও নিকৃষ্ট। কেননা ইয়াসীকের মাঝে তো অপরাধগুলোকে অপরাধ বলে স্বীকার করা হয়েছে এবং তার শাস্তি বিধান করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের সমাজে প্রচলিত মানবরচিত সংবিধানগুলোতো অনেক অপরাধকে অপরাধ বলেই স্বীকার করা হয়নি বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তো অপরাধকে ভাল কাজ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইয়াসিকের ব্যাপারে যদি তৎকালীন যুগশ্রেষ্ঠ আলেমগণের অভিমত এমনটি হয়, তাহলে বর্তমান সংবিধান প্রবর্তকদের ব্যাপারে তাদের অভিমত কী হতে পারে? আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে হেফাজত করুন।

মূল আইন প্রণেতা এবং তার বাস্তবায়নকারী উভয়ই কাফের

ইবনে কাসীর রহ. যেসব তাতারকে কাফের ফতোয়া দিয়েছেন, তারা তাদের কুফরী সংবিধান 'ইয়াসিকে'র রচয়িতা ছিল না। ইয়াসিক রচনা করেছিল তাতারীদের নেতা চেঙ্গিস খান। সে মৃত্যুবরণ করে ৬২৪ হিজরিতে। ইবনে কাসীর রহ. ইন্তেকাল করেন ৭৭৪ হিজরিতে। উভয়ের মাঝে দেড়শ বছরের ব্যবধান। ইবনে কাসীর রহ.-এর যমানার তাতারীরা কুফরী সংবিধান প্রণয়ন করেনি। পূর্বের সংবিধান অনুসরণ করে চলেছে মাত্র। এ থেকে স্পষ্ট, কুফরী সংবিধানের প্রণেতারা যেমন কাফের, তা দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনাকারীরাও তেমনি কাফের।

অতএব, আমাদের সমাজের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী যদি নিজেরা শরীয়তবিরোধী কোন আইন প্রণয়ন নাও করে, তবুও পূর্বের কুফরী সংবিধান অনুসরণের কারণে তারা মুরতাদ। যেমনিভাবে কুফর যারা আবিষ্কার করে এবং যারা তাতে লিপ্ত হয় উভয়ই কাফের। বিদআত যারা আবিষ্কার করে এবং যারা তার অনুসরণ করে উভয়ই বিদআতী। এখানে শাসকদের ক্ষেত্রেও তাই।

দশ, এগার, বার.

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا •أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا • وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا • فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا • أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا • وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَحِيمًا •فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আদেশ মান্য কর এবং আদেশ মান্য কর রাসূলের ও তোমাদের মধ্যে যারা দায়িত্বশীল, তাদের। আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের কাছে নিয়ে যাও– যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রেখে থাক। এটাই উৎকৃষ্টতর পন্থা এবং এর পরিণতিও

১৩০ তাফসীর ইবনে কাসীর, খণ্ড: ৩, পৃ: ১৩১

সর্বাপেক্ষা শুভ। (হে নবী) আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার উপর তারা ঈমান এনেছে; অথচ তারা তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থনার ইচ্ছা পোষণ করে, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, তারা যেন তা অস্বীকার করে। বস্তুত শয়তান ইচ্ছা করছে তাদেরকে পরিপূর্ণ পথভ্রষ্ট করে ফেলতে। যখন ওদের বলা হয়, 'আস সে বিধানের দিকে যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং আস রাসূলের দিকে', তখন আপনি মুনাফিকদের দেখবেন, ওরা আপনার থেকে সম্পূর্ণ মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। যখন তাদের উপর তাদের নিজেদের কৃতকর্মের কারণে কোন মুসিবত এসে পড়ে, তখন তাদের অবস্থা কেমন দাঁড়ায়? তখন তারা আপনার কাছে এসে আল্লাহর নামে কসম করতে থাকে যে, আমাদের উদ্দেশ্য কল্যাণ সাধন ও মীমাংসা করিয়ে দেয়া ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। এরা এমন লোক যে, আল্লাহ এদের মনের যাবতীয় বিষয় জানেন। সুতরাং আপনি ওদের উপেক্ষা করুন, ওদের উপদেশ দিন এবং ওদের নিজেদের ব্যাপারে ওদের সাথে হৃদয়গ্রাহী কথা বলুন। আমি কোন রাসূল এ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে পাঠাইনি যে, আল্লাহর আদেশক্রমে তার আনুগত্য করা হবে। তারা যখন তাদের নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল, তখন যদি তারা আপনার কাছে এসে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসূলও তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতেন, তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহকে পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু পেত। কিন্তু না (হে নবী!), আপনার রবের কসম, তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মাঝে সৃষ্ট বিবাদের বিষয়ে আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করবে, অতঃপর আপনি যে ফায়সালা দেন সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না করবে এবং পরিপূর্ণরূপে শিরধার্য করে নিবে।'[১৩১]

এখানে মৌলিকভাবে তিনটি আয়াত আলোচ্য মাসআলার দলীল

- ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾
- ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾
- ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾

এ তিনটি আয়াতকে ভিন্ন ভিন্ন তিনটি দলীল হিসেবে আলোচনা করবো ইনশাআলস্নাহ|

দশ.

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾

'আর যদি কোন বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ কর, তাহলে তা আলস্নাহ ও রাসূলের কাছে নিয়ে যাও- যদি তোমরা আলস্নাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রেখে থাক|'[১৩২]

এ আয়াতে জীবনের যে কোন ড়োত্রে যে কোন বিষয়ের সমাধান আলস্নাহ ও তাঁর রাসূল সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নাম থেকে তথা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে নেয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং একে ঈমানের জন্য শর্ত সাব্যস্ত্ব করা হয়েছে| অতএব, যারা কুরআন ও সুন্নাহ ছেড়ে ভিন্ন কোন উৎস থেকে সমাধান নিতে যাবে, তারা ঈমানদার নয়|

হাফেয ইবনে কাসীর রহ. (মৃত্যু: ৭৭৪হি.) বলেন-

وقوله: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} قال مجاهد وغير واحد من السلف: أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله.

وهذا أمر من الله عز وجل، بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله} [الشورى:١٠] فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله، وشهدا له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، ولهذا قال تعالى: {إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} أي: ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله، فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم {إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر}

فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك، فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. اهـ

"(আর যদি কোন বিষয়ে তোমরা মতোবিরোধ কর, তাহলে তা আলস্নাহ ও রাসূলের কাছে নিয়ে যাও|)[১৩৩] মুজাহিদ রহ.সহ সালাফের অনেকে বলেন, 'অর্থাৎ আলস্নাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহর কাছে নিয়ে যাও|'

---

১৩১ সূরা নিসা: ৫৯-৬৫
১৩২ সূরা নিসা: ৫৯
১৩৩ সূরা নিসা: ৫৯

এখানে আলস্নাহ তায়ালা আদেশ দিচ্ছেন- দ্বীনের মৌলিক ও শাখাগত যে কোন বিষয়ে লোকজনের মতবিরোধ দেখা দেবে, তা কিতাব-সুন্নাহ'র কাছে নিয়ে যেতে হবে| যেমন (অন্য আয়াতে) আলস্নাহ তায়ালা বলেন, 'আর যে কোন বিষয়েই তোমরা মতবিরোধ কর, তার ফায়সালা আলস্নাহর কাছে|'[১৩৪] অতএব, আলস্নাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাহ যে ফায়সালা দেবে, যা সঠিক বলে সাড়্যা দেবে-তাই হক্ব| আর হক্বের পর গোমরাহি ব্যতীত আর কি থাকতে পারে! এজন্যই আলস্নাহ তায়ালা বলেন, 'যদি তোমরা আলস্নাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রেখে থাক|' অর্থাৎ বিরোধপূর্ণ বিষয়াদি এবং যেসব বিষয়ের সমাধান জানা নেই, সেগুলো আলস্নাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলে সুন্নাহর কাছে নিয়ে যাও এবং তোমাদের পারস্প রিক মত-বিরোধের বিষয়ে এ দু'য়ের কাছেই বিচার দায়ের কর- যদি তোমরা আলস্নাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রেখে থাক|

এ থেকে প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি বিবাদপূর্ণ বিষয়ে বিচারের জন্য কুরআন ও সুন্নাহর কাছে না যায় এবং এ দু'য়ের কাছে না যায়- সে আলস্নাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাসী নয়|"[১৩৫]

আলস্নামা ইবনুল কায়্যিম রহ. (মৃত্যু: ৭৫১হি.) বলেন,

جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه، فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان؛ ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه. اهـ

"(কুরআন ও সুন্নাহর নিকট) এ প্রত্যার্পণকে ঈমানের অপরিহার্য দাবি ও লাযেম সাব্যস্ত্ম করা হয়েছে| কাজেই, এ প্রত্যার্পণ যদি না হয়, তাহলে ঈমানও থাকবে না| কেননা, লাযেম না পাওয়া গেলে মালযূমও পাওয়া যায় না|"[১৩৬]

আলে শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম রহ. (মৃত্যু: ১৩৮৯হি.) বলেন-

إنّ من الكفر الأكبر المستبين، تنزيل القانون اللعين، منزلة ما نزل به الروح الأمين، على قلب محمد ﷺ ... في الحكم به بين العالمين، والرّدّ إليه عند تنازع المتنازعين، مناقضة ومعاندة لقول الله عزّ وجلّ: {فإنْ تنازعتُم في شيءٍ فرُدّوه إلى اللهِ والرسولِ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسنُ تأويلاً}. اهـ

"সুস্প ষ্ট কুফরে আকবারের একটি হল- আলস্নাহ তায়ালার এ বাণীর বিপরীতে 'আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে তা আলস্নাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও- যদি তোমরা আলস্নাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রেখে থাক| এটাই উৎকৃষ্টতর পন্থা এবং এর পরিণতিও সর্বাপেড়্যা শুভ|'[১৩৭] লোকজনের মাঝে বিচারাচার এবং বাদানুবাদে লিপ্তদের মাঝে মীমাংসার জন্য, মানবরচিত অভিশপ্ত আইনকে ঐ বিধানের স্থলবর্তী করা, যে বিধান রূহুল আমীন (জীবরাঈল আলাইহিস সালাম) মুহাম্মাদ সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামের অন্ত্মরে অবতীর্ণ করেছেন| ..."[১৩৮]

তিনি আরো বলেন-

وتأمل ما في ... قوله تعالى: {فإنْ تنازعتم في شيء فردُّوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسنُ تأويلاً..} كيف ذكر النَكِرة، وهي قوله: {شيء} في سياق الشرط، وهو قوله جلّ شأنه: {فإنْ تنازعتم} المفيد العمومَ فيما يُتصوّر التنازع فيه جنسا وقدرًا.

ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطا في حصول الإيمان بالله واليوم الآخر، بقوله: {إنْ كُنتُم تؤمنون بالله واليوم الآخر}. اهـ

"চিন্ত্মা করে দেখ!আলস্নাহ তায়ালার এ বাণীতে- 'আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে তা আলস্নাহ ও রাসূলেরকাছে নিয়ে যাও- যদি তোমরা আলস্নাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রেখে থাক|

১৩৪ সূরা শূরা: ১০
১৩৫ তাফসীরে ইবনে কাসীর: ২/৩৪৫-৩৪৬
১৩৬ ই'লামুল মুআক্কিয়ীন: ১/৪০
১৩৭ সূরা নিসা: ৫৯
১৩৮ রিসালাতু তাহকীমিল কাওয়ানীন পৃ. ১

এটাই উৎকৃষ্টতর পন্থা এবং এর পরিণতিও সর্বাপেক্ষা শুভ|’[১৩৯] দেখ কিভাবে আলস্নাহ তায়ালা{شيء}‘নাকেরা’কে শর্ত অর্থাৎ {فإنْ تنازعتم} এর মাঝে উলেস্নখ করেছেন; যা যে কোন বিষয়ে যে কোন বিবাদকেই শামিল করে|

এরপর চিন্ত্মা করে দেখ!আলস্নাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান অর্জনের জন্য কিভাবে একে শর্ত সাব্যস্ত্ম করা হয়েছে, আলস্নাহ তায়ালা এ বাণীর মাধ্যমে- ‘যদি তোমরা আলস্নাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রেখে থাক’|”[১৪০]

এগার.

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾

‘আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার উপর তারা ঈমান এনেছে; অথচ তারা তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থনার ইচ্ছা পোষণ করে| তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, তারা যেনতাকে অস্বীকার করে| পড়াান্তরে শয়তান ইচ্ছা করছে তাদেরকে পরিপূর্ণ পথভ্রষ্ট করে ফেলতে|’[১৪১]

যারা ঈমানের দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও আলস্নাহ তায়ালার শরীয়তের বিধান ছেড়ে তাগুতের কাছে বিচারের জন্য যেতে চায়, এ আয়াতে তাদের ঈমানের দাবিকে মিথ্যা সাব্যস্ত্ম করা হয়েছে| কারণ, তাগুতের কাছে বিচারের জন্য যাওয়া ঈমানের সাথে একত্র হতে পারে না| ঈমান যাদের আছে তারা তাগুতের কাছে বিচারের জন্য যেতে পারে না, আর তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যারা যেতে চায়, তাদের ঈমান থাকতে পারে না| কেননা, আলস্নাহ তায়ালা তাগুতকে প্রত্যাখান করার আদেশ দিয়েছেন এবং একে ঈমানের জন্য শর্ত সাব্যস্ত্ম করেছেন|

আলস্নাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

‘নিশ্চয়ই হিদায়াতের পথ স্প ষ্টরূপে পৃথক হয়ে গেছে ভ্রষ্টতা থেকে| এরপর যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আলস্নাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরল, যা ভেঙে যাবার নয়| আর আলস্নাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ|’[১৪২]

আলস্নাহর প্রতি ঈমানের আগে তাগুত প্রত্যাখানকে শর্তরূপেআনা হয়েছে| কাজেই তাগুত বর্জন না করলে ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে না|

আলস্নামা শানকীতি রহ. (মৃত্যু: ১৩৯৩হি.) বলেন-

وأشار إلى أنه لا يؤمن أحد حتى يكفر بالطاغوت بقوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى [٢ \ ٢٥٦] . ومفهوم الشرط أن من لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى وهو كذلك، ومن لم يستمسك بالعروة الوثقى فهو بمعزل عن الإيمان؛ لأن الإيمان بالله هو العروة الوثقى، والإيمان بالطاغوت يستحيل اجتماعه مع الإيمان بالله؛ لأن الكفر بالطاغوت شرط في الإيمان بالله أو ركن منه، كما هو صريح قوله: فمن يكفر بالطاغوت الآية [٢ \ ٢٥٦] . اهـ

“আলস্নাহ তায়ালার বাণী- ‘যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আলস্নাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরল, যা ভাঙ্গার নয়|’ এর মাধ্যমে ঈঙ্গিত করা হয়েছে, তাগুতকে বর্জন না করে কেউ ঈমানদার হতে পারবে না| শর্ত (فمن يكفر بالطاغوت- যে তাগুতকে অস্বীকার করে) থেকে এটাই বুঝে আসে যে, তাগুতকে যে বর্জন করল না, সে মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরল না| আর বাস্ত্মবেও বিষয়টা এমনই| আর যে

১৩৯ সূরা নিসা: ৫৯
১৪০ রিসালাতু তাহকীমিল কাওয়ানীনপৃ. ১-২
১৪১ সূরা-নিসা, আয়াত: ৬০
১৪২সূরা বাক্বারা: ২৫৬

মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরল না, সে ঈমান থেকে বহু দূরে| কেননা, আলস্নাহর প্রতি ঈমানই হচ্ছে 'মজবুত হাতল'| তাগুতের প্রতি ঈমান আর আলস্নাহর প্রতি ঈমান কস্মিনকালেও একত্র হওয়া সম্ভব নয়| কেননাতাগুতকে অস্বীকার করা, আলস্নাহর প্রতি ঈমানের শর্ত কিংবা রূনকন, যেমনটা 'যে তাগুতকে অস্বীকার করে'-এ আয়াত সুস্প ষ্ট ঘোষণা দিচ্ছে...|"[১৪৩]

সূরা নিসার আলোচ্য এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনে কাসীর রহ. (মৃত্যু: ৭৭৪হি.)বলেন-

هذا إنكار من الله عز وجل، على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين، وهو مع ذلك يريد التحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله، كما ذكر في سبب نزول هذه الآية: أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما، فجعل اليهودي يقول: بيني وبينك محمد. وذاك يقول: بيني وبينك كعب بن الأشرف. وقيل: في جماعة من المنافقين، ممن أظهروا الإسلام، أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية. وقيل غير ذلك، والآية أعم من ذلك كله، فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة، وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا. اهـ

"এ আয়াতে আলস্নাহ তায়ালা এমন ব্যক্তির দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছেন যে দাবী করে, আলস্নাহ তায়ালা তাঁর রাসূলের উপর ও পূর্ববর্তী আম্বিয়াদের উপর যা অবতীর্ণ করেছেন সে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে; অথচ সে বিবাদমান বিষয়াদিতে কিতাবুলস্নাহ ও সুন্নাহকে ছেড়ে ভিন্ন কোন কিছুর কাছে বিচার-ফায়সালা চায়| এ আয়াতের শানে নুযূলে যেমনটি বর্ণিত হয়েছে, একজন আনসারী ও একজন ইহুদী পরস্প র বিবাদে জড়িয়ে পড়ল| ইহুদী বললো, তোমার ও আমার মাঝে ফায়সালা করবে মুহাম্মাদ| অপরজন বললো, তোমার ও আমার মাঝে ফায়সালা করবে কা'আব বিন আশরাফ| কেউ বলেছেন, আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে একদল মুনাফিকের ব্যাপারে, যারা বাহ্যিকভাবে ইসলাম প্রকাশ করতো আর জাহিলিয়্যাতের বিধান দ্বারা ফায়সালাকারী বিচারকদের কাছে বিচার প্রার্থনার ইচ্ছা পোষণ করতো| কেউ আবার অন্য মত ব্যক্ত করেছেন| আয়াতটি এই সবগুলো ব্যাখ্যা থেকেও ব্যাপক| কেননা আয়াতটি প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকে তিরষ্কার করছে, যে কুরআন সুন্নাহ বাদ দিয়ে অন্য কোন বাতিলের কাছে বিচার প্রার্থনা করে| এ আয়াতে তাগুত দ্বারা তাকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে|"[১৪৪]

ইমাম ত্বারী রহ. (মৃত্যু: ৩১০হি.) তাগুতের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে-

والصواب من القول عندي في"الطاغوت"، أنه كل ذي طغيان على الله، فعبد من دونه، إما بقهر منه لمن عبده، وإما بطاعة ممن عبده له، وإنسانا كان ذلك المعبود، أو شيطانا، أو وثنا، أو صنما، أو كائنا ما كان من شيء. اهـ

"আমার মতে তাগুতের সঠিক সংজ্ঞা হলো- যে আলস্নাহ তায়ালার ঘোর অবাধ্য| ফলে আলস্নাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে তার উপাসনা করা হয়, হয়তো তার পড়া থেকে উপাসনাকারীকে বাধ্য করার কারণে অথবা উপাসনাকারীর পড়া থেকে তার প্রতি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে| সে উপাস্য হতে পারে মানুষ অথবা শয়তান, মূর্তি অথবা প্রতিমা কিংবা অন্য যে কোন বস্ত্ম|"[১৪৫]

আলস্নামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. (মৃত্যু: ৭৫১হি.) তাগুতের ব্যাখ্যায়বলেন-

الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. اهـ

"তাগুত হলো- যার ব্যাপারে বান্দারা তার নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে| হতে পারে তার উপাসনা করা হয়, অনুসরণ করা হয় অথবা আনুগত্য করা হয়| সুতরাং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে তাগুত হলো সেই ব্যক্তি, লোকেরা আলস্নাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের পরিবর্তে যার কাছে বিচার প্রার্থনা করে, কিংবা আলস্নাহ তায়ালার পরিবর্তে যার উপাসনা করে অথবা আলস্নাহ রাব্বুল আ'লামীনের পড়া থেকে কোন নির্দেশনা ব্যতীত যার অনুসরণ করে বা এমন বিষয়ে তার আনুগত্য করে যে বিষয়ে তারা জানে না যে এটা আলস্নাহর আনুগত্য|"[১৪৬]

---

১৪৩ আদওয়াউল বায়ান: ১/২৪৪-২৪৫
১৪৪ তাফসীরে ইবনে কাছীর, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৪৬
১৪৫ তাফসীরে তবারী, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৫৫৮
১৪৬ ই'লামুল মুওয়াক্কি'য়ীন, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৫৩

আয়াতটি স্পষ্ট করছে, যে আলস্নাহ তায়ালার বিধানকে পিছনে ফেলে ভিন্ন কোন বিধান দ্বারা বিচার-ফায়সালা করে সে তাগুত| আর যারা এখানেই ড়্গান্ত থাকে না, বরং মহান রবের বিধানগুলোকে পরিবর্তন করে নিজেরাই বিধান রচনা করে, দেশের মধ্যে সেই বিধানই বাস্ত্মবায়ন করে, আলস্নাহর বান্দাদেরকে সে বিধান মানতে বাধ্য করে, তার বিধান না মেনে আলস্নাহ তায়ালার বিধান মানলে শাস্ত্মি প্রদান করে, তাদের ব্যাপারে সম্মানিত পাঠকগণ কি বলবেন?! তারা কি শুধু তাগুত না'কি আকবারম্নত তাওয়াগীত বা তাগুতদের সরদার?!!!

আলস্নামা সা'দী রহ. (মৃত্যু: ১৩৭৬হি.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

يعجب تعالى عباده من حالة المنافقين. {الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ} مؤمنون بما جاء به الرسول وبما قبله، ومع هذا {يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ} وهو كل من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت. والحال أنهم {قد أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ} فكيف يجتمع هذا والإيمان؟ فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه في كل أمر من الأمور، فمَنْ زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم الله، فهو كاذب في ذلك. اهـ

"আলস্নাহ তায়ালা তার বান্দাদেরকে মুনাফিকদের অবস্থা বলে বিস্মিত করছেন| 'যারা দাবী করে যে তারা' রাসূল সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামের উপর এবং তাঁর পূর্বে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি ঈমান গ্রহণ করেছে, তবুও তারা 'তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থনার ইচ্ছা পোষণ করে'| তাগুত হচ্ছে প্রত্যেক ঐসত্ত্বা, যে আলস্নাহর শরীয়ত বাদ দিয়ে ফায়সালা করে;'অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, তারা যেন তাকে অস্বীকার করে'| সুতরাং ঈমান ও তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থনার ইচ্ছা কিভাবে একত্র হতে পারে?! কারণ ঈমানের দাবী হলো, সকল বিষয়ে আলস্নাহ তায়ালার শরীয়তের আনুগত্য স্বীকার ও তাঁকেই ফায়সালাকারী হিসেবে গ্রহণ করা| অতএব যে ব্যক্তি দাবী করবে সে মুমিন, আর আলস্নাহ তায়ালার বিধানের পরিবর্তে তাগুতের বিধানকে গ্রহণ করবে, সে অবশ্যই এই দাবীতে মিথ্যাবাদী|"[১৪৭]

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম রহ. (মৃত্যু: ১৩৮৯হি.) বলেন-

وقد نفى اللهُ الإيمانَ عن مَن أراد التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول ﷺ، من المنافقين، كما قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلى الذينَ يَزْعُمونَ أنّهم آمنوا بما أُنْزِلَ إليكَ وما أُنزلَ مِنْ قَبْلِكَ يُريدونَ أنْ.يَتَحاكَموا إلى الطاغوتِ وقدْ أُمِروا أنْ يكفُروا به ويُريدُ الشيطانُ أنْ يُضلّهم ضلالا بعيدًا}.

فإنّ قوله عز وجل: "يَزْعُمون" تكذيب لهم فيما ادّعوه من الإيمان، فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي ﷺ مع الإيمان في قلب عبدٍ أصلاً، بل أحدهما ينافي الآخر. اهـ

"রাসূল সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নাম যে বিধান নিয়ে এসেছেন, তা ছেড়ে যে সকল মুনাফিক ভিন্ন বিধান অনুযায়ী বিচার করানোর ইচ্ছা করেছে, আলস্নাহ তায়ালা তাদের ঈমানশূন্য ঘোষণা দিয়েছেন| যেমন আলস্নাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-'আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে, আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তার উপর তারা ঈমান এনেছে; অথচ তারা তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থনার ইচ্ছা পোষণ করে| অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, তারা যেন তাকে অস্বীকার করে| বস্তুত শয়তানের ইচ্ছা হল, তাদেরকে পরিপূর্ণ পথভ্রষ্ট করা|'[১৪৮]

আলস্নাহ তায়ালার"يَزْعُمون"'তারা দাবি করে' বাক্যটি তাদের ঈমানের দাবিকে মিথ্যা সাব্যস্ত্ম করছে| কেননা, কোন বান্দার অন্ত্মরে 'রাসূল সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নাম যে বিধান নিয়ে এসেছেন, তা ছেড়ে ভিন্ন বিধান অনুযায়ী বিচারের জন্য যাওয়া' আর 'ঈমান' কিছুতেই একত্র হতে পারে না, বরং বিষয় দু'টি সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক ও পরস্প র বিরোধী|"[১৪৯]

সম্মানিত পাঠক-এ আয়াতে আলস্নাহ তায়ালা দুই শ্রেণীর কাফেরের বিবরণ দিয়েছেন|

---

১৪৭ তাফসীরে সা'দী, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৮৪

১৪৮ সূরা-নিসা, আয়াত: ৬০

১৪৯ রিসালাতু তাহকীমিল কাওয়ানীন পৃ: ২

এক. তাগুত শ্রেণী, যারা নিজেরাই আইন-কানূন প্রণয়ন করে সে অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে; আলস্নাহ তায়ালার শরীয়তের ধার ধারে না|

দুই. ঐ শ্রেণী, যারা শরয়ী বিধান ছেড়ে তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে আবার মুখে মুখে দাবি করে, তারা ঈমানদার| আলস্নাহ তায়ালা তাদের ঈমানের দাবিকে বড়ই আশ্চর্যের বিষয় বলে অভিহিত করেছেন| ঈমানের দাবিকে মিথ্যা আখ্যায়িত করে তাদেরকে কাফের সাব্যস্ত্ম করেছেন|

উলেস্নখ্য, তাগুতের কুফরটা অত্যন্ত্ম সুস্প ষ্ট হওয়ায় তা আলাদাভাবে উলেস্নখ করার প্রয়োজন পড়েনি| যারা তাগুতদের কাছে বিচারের জন্য যায় তাদের কুফরটা প্রকাশ করে দেয়ার উপরই ড়্গান্ত্ম করা হয়েছে| যেমন-

﴿إِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

'তারা আলস্নাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও ধর্ম-জাযকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে এবং মারিয়ামের পুত্র মসীহকেও; অথচ তাদের প্রতি এই আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা শুধু এক মা'বুদের ইবাদত করবে, যিনি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই| তিনি তাদের অংশী স্থির করা হতে পবিত্র|'[১৫০]

এই আয়াতে আহবার ও রস্নহবানদের কুফরটা অত্যন্ত্ম সুস্প ষ্ট হওয়ায় তা আলাদাভাবে উলেস্নখ করা হয়নি| যারা তাদের বিধিন গ্রহণ করে তাদের অনুসরণ করতো তাদের কুফরটা প্রকাশ করে দেয়ার উপরই ড়্গান্ত্ম করা হয়েছে|

প্রিয় পাঠক! বর্তমান মুসলিম নামধারী শাসকগোষ্ঠী এ উভয় প্রকার কুফরেই লিপ্ত রয়েছে| আলস্নাহ তায়ালার শরীয়ত প্রত্যাখান করে নিজেরাই আইন-কানূন রচনা করেকাফের ও তাগুতে পরিণত হয়েছে; যেমনটি করেছিল আহবার ও রস্নহবানরা| একই সঙ্গেশরয়ী আইন ছেড়ে ইউরোপ, আমেরিকা আর জাতিসঙ্ঘের কাছে বিচার প্রার্থনা এবং তাদের আইন ও ফায়সালাকে অবশ্যপালনীয় জীবনবিধানরূপে গ্রহণ করে কুফরের উপর কুফরে লিপ্ত হয়েছে| যেমন করেছিল আহবার ও রস্নহবানদের অনুসারী ইহুদ নাসারারা| সুতরাং তারা শুধু কাফেরই নয়, অতি জঘন্য কাফের|

বার.

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

'কিন্তু না! আপনার রবের কসম! তারা ঈমানদার হবে না, যতড়্গণ না তাদের মাঝে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করে, অতঃপর আপনি যে ফায়সালা দেন সে ব্যাপারে নিজেদের অন্ত্মরে কোন দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না করে এবং পরিপূর্ণরূপে তা গ্রহণ করে নেয়|'[১৫১]

এ আয়াতে জীবনের সকল ড়্গেত্রে রাসূল সালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামকে তথা তাঁর আনীত শরীয়তকে বিচারক ও ফায়সালাকারী নির্ধারণ করাকে ঈমানের জন্য শর্ত সাব্যস্ত্ম করা হয়েছে| শুধু এতটুকুই নয়,তাঁর প্রদত্ত ফায়সালাকেজাহিরী বাতিনী সর্বদিক থেকে মেনে নিতে হবে| তার সামনে ঐকান্তিকভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে| তাঁর ফায়সালার ব্যাপারে অন্ত্মরে কোনরূপ কুণ্ঠা, সংশয় বা আপত্তি থাকতে পারবে না| বাহ্যিকভাবেও তার প্রতি কোন ধরনের বিরূপ ভাব দেখানো যাবে না| এই সবগুলোর সমন্বয় সাধন হলে তবে ঈমান সাব্যস্ত্ম হবে|

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট হানাফি ফক্বীহ ও মুফাসসির ইমাম জাস্সাস রহ. (মৃত্যু: ৩৭০হি.) বলেন-

---

১৫০ সূরা তাওবা: ৩১
১৫১ সূরা নিসা: ৬৫

باب طاعة الرسول ﷺ

قال الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول}، وقال تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله}، وقال تعالى: {من يطع الرسول فقد أطاع الله}، وقال تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما}.

فأكد جل وعلا بهذه الآيات وجوب طاعة رسول الله ﷺ وأبان أن طاعته إطاعة الله، وأفاد بذلك أن معصيته معصية الله.

وقال الله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}، فأوعد على مخالفة أمر الرسول، وجعل مخالف أمر الرسول والممتنع من تسليم ما جاء به والشاك فيه خارجا من الإيمان، بقوله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} ...

وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئا من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله ﷺ فهو خارج من الإسلام سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم لأن الله تعالى حكم بأن من لم يسلم للنبي ﷺ قضاءه وحكمه فليس من أهل الإيمان. اهـ

“পরিচ্ছেদ: রাসূল সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামের আনুগত্য

আলস্নাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, ‘তোমরা আলস্নাহর আদেশ মান্য কর এবং আদেশ মান্য কর রাসূলের|’ ইরশাদ করেন, ‘আমি কোন রাসূল এ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে পাঠাইনি যে, আলস্নাহর আদেশক্রমে তার আনুগত্য করা হবে|’ আরো ইরশাদ করেন, ‘যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আলস্নাহরই আনুগত্য করল|’[১৫২] আরো ইরশাদ করেন, ‘কিন্তু না (হে নবী)! আপনার রবের কসম, তারা ঈমানদার হবে না, যতড়াণ না তাদের মাঝে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করে, অতঃপর আপনি যে ফায়সালা দেন সে ব্যাপারে নিজেদের অন্ত্মরে কোন দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না করে এবং পরিপূর্ণরূপে তা গ্রহণ করে|’

আলস্নাহ তয়ালা এ সকল আয়াতের মাধ্যমে রাসূল সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামের আনুগত্য যে ফরয, তাকিদের সঙ্গে তা বুঝিয়েছেন এবং স্প ষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাঁর আনুগত্যই আলস্নাহর আনুগত্য এবং এর মাধ্যমে এও বুঝিয়েছেন যে, তাঁর নাফরমানি আলস্নাহরই নাফরমানি|

আলস্নাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, ‘অতএব যারা তাঁর নির্দেশের বিরম্নদ্ধাচরণ করে, তারা যেন তাদের উপর বিপর্যয় নেমে আসা অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাব এসে পড়ার ভয় করে|’[১৫৩]এখানে রাসূল সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামের আদেশের বিরম্নদ্ধাচরণ করলে শাস্ত্মির ভয় দেখিয়েছেন| নিম্নোক্ত আয়াতে রাসূলের আদেশের বিরম্নদ্ধাচারী, তিনি যে বিধান নিয়ে এসেছেন তা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী এবং তাতে সন্দেহ পোষণকারীকে ঈমান থেকে বহিষ্কৃত সাব্যস্ত্ম করেছেন, যে আয়াতে বলা হয়েছে‘কিন্তু না (হে নবী)! আপনার রবের কসম! তারা ঈমানদার হবে না, যতড়াণ না তাদের মাঝে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করে, অতঃপর আপনি যে ফায়সালা দেন, সে ব্যাপারে নিজেদের অন্ত্মরে কোন দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না করে এবং পরিপূর্ণরূপে তা গ্রহণ করে|’ ...

এই আয়াত প্রমাণ করে, যে ব্যক্তি আলস্নাহ তায়ালার অথবা তাঁর রাসূল সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামেরএকটি আদেশও প্রত্যাখ্যান করবে, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে| চাই সে সন্দেহবশত প্রত্যাখ্যান করম্নক; অথবা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাক কিংবা মেনে নেয়া থেকে বিরত থাকুক| আয়াতটি সাহাবায়ে কেরামের মতামতকে সঠিক বলে সাব্যস্ত্ম করে| তারা ঐ ব্যক্তিদেরকে মুরতাদ আখ্যায়িত করেছেন, যারা যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেছিল| তাদেরকে হত্যা করার এবং তাদের সন্ত্মান সন্ত্মতিদেরকে বন্দী করার ফায়সালা দিয়েছিলেন| কেননা আলস্নাহ তায়ালাসিদ্ধান্ত্ম দিয়ে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি রাসূলুলস্নাহ সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামের বিধান ও ফায়সালাকে মেনে নেবে না, সে ঈমানদার নয়|”[১৫৪]

১৫২সূরা নিসা: ৮০

১৫৩সূরা নূর: ৬৩

১৫৪ আহ্কামুল কুরআন লিল-জাস্সাস: ৩/১৮০-১৮১

আলস্নাহ তায়ালার একটি বিধান না মানার কারণে সাহাবায়ে কেরাম উক্ত ব্যক্তিদেরকে মুরতাদ ফতওয়া দিয়ে তাদের বিরম্নদ্ধে যুদ্ধ করেছেন| ইমাম জাস্সাস রহ. বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো একটি বিধানকে প্রত্যাখ্যান করবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে|' আর যারা পুরো রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করছে, শেস্নাগান তুলছে- ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার, আলস্নাহ প্রদত্ত হালালগুলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অবৈধ আর হারামগুলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধ করছে, তাদের বিধান কি হতে পারে;তা বলার অপেড়্গা রাখে না|

হাফেয ইবনে কাসীর রহ(মৃত্যু: ৭৭৪হি.) এআয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة: أنه لا يؤمن أحد حتى يُحَكِم الرسول ﷺ في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا؛ ولهذا قال: {ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} أي: إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. اهـ

"মহান আলস্নাহ তায়ালা তাঁর পবিত্র ও সম্মানিতসত্তার শপথ করে বলছেন, কোন ব্যক্তি ততড়্গণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না, যতড়্গণ না সকল বিষয়ে রাসূল সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামকে বিচারক নির্ধারণ করে| তিনি যে ফায়সালা প্রদান করেন তা-ই একমাত্র হক্ব ও সত্য এবং বাহ্যিকভাবে ও আন্তরিকভাবে তা গ্রহণ করা ও তার আনুগত্য করা অবধারিত| এ কারণেইতিনি বলেছেন, 'অতঃপর আপনি যে ফায়সালা দেন সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না করে এবং পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে'| অর্থাৎ তারা যখন আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করবে, তখন আন্তরিকভাবে আপনার আনুগত্য করবে, আপনি যে ফায়সালা প্রদান করবেন সে ব্যাপারে নিজেদের হৃদয়ে কোন সংকীর্ণতা পাবে না| বাহ্যিকভাবে ও আন্তরিকভাবে তার আনুগত্য করবে| কোন ধরনের বাক-বিত-া বা বিরোধিতা ব্যতীত পূর্ণরূপে তা মেনে নেবে|"[১৫৫]

আলস্নামা শাওকানী রহ. (মৃত্যু: ১২৫০হি.) বলেন-

وفي هذا الوعيد الشديد ما تقشعر له الجلود، وترجف له الأفئدة، فإنه أوّلاً أقسم سبحانه بنفسه مؤكداً لهذا القسم بحرف النفي بأنهم لا يؤمنون، فنفى عنهم الإيمان الذي هو رأس مال صالحي عباد الله، حتى تحصل لهم غاية هي تحكيم رسول الله ﷺ، ثم لم يكتف سبحانه بذلك حتى قال: {ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِى أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مّمَّا قَضَيْتَ} فضم إلى التحكيم أمراً آخر، وهو عدم وجود حرج، أي: حرج في صدورهم، فلا يكون مجرد التحكيم، والإذعان كافياً حتى يكون من صميم القلب عن رضاً واطمئنان وانثلاج قلب وطيب نفس، ثم لم يكتف بهذا كله، بل ضمّ إليه قوله: {وَيُسَلّمُواْ} أي: يذعنوا، وينقادوا ظاهراً وباطناً، ثم لم يكتف بذلك، بل ضم إليه المصدر المؤكد، فقال: { تَسْلِيماً } فلا يثبت الإيمان لعبد حتى يقع منه هذا التحكيم، ولا يجد الحرج في صدره بما قضي عليه، ويسلم لحكم الله وشرعه، تسليماً لا يخالطه ردّ، ولا تشوبه مخالفة. اهـ

"এতে এমন কঠিন ও ভয়াবহ ধমকি প্রদর্শন করা হয়েছে, যাতে শরীর শিউরে উঠে; অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে| আলস্নাহ সুবহানাহু প্রথমে নিজের কসম করে বলেছেন, তারা ঈমানদার হতে পারে না| 'হরফে নফী' (না-সূচক অব্যয়) দ্বারা এ কসমকে আরো সুদৃঢ় করেছেন| যে ঈমান আলস্নাহ তায়ালার নেক বান্দাদের মূলধন, তিনি তাদেরকে সে ঈমান থেকেই বঞ্চিত ঘোষণা দিয়েছেন, যতড়্গণ না তাদের অর্জিত হয় এমন একটি বিষয়, যা তিনি ঈমানের জন্য শর্ত সাব্যস্ত করেছেন| আর তা হচ্ছে রাসূল সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামকে বিচারক ও ফায়সালাকারীরূপে গ্রহণ করা| আলস্নাহ সুবহানাহু এতটুকুতেই ড়্গান্ত হননি; বরং ইরশাদ করেছেন, 'অতঃপর আপনি যে ফায়সালা দেন, সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না করে|' অর্থাৎ রাসূল সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামকে বিচারক ও ফায়সালাকারীরূপে গ্রহণ করার সাথে আরোও একটি বিষয়কে শর্তরূপে সংযোগ করেছেন| আর তা হচ্ছে, অন্তরে কোন ধরণের দ্বিধা-সংকোচ না থাকা| কাজেই শুধু রাসূল সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামকে বিচারক ও ফায়সালাকারীরূপে গ্রহণ করা এবং তাঁর প্রতি অনুগত হওয়াই যথেষ্ট নয়, যতড়্গণ না তা অন্তরের অন্তস্থল থেকে রেজা ও সন্তুষ্টি, ক্বালবের

১৫৫ তাফসীর ইবনে কাসীর, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৪৯

ইতমিনান ও প্রশান্তি এবং স্বতস্ফূর্ততার সহিত না হবে| এরপরও ক্ষান্ত হননি; বরং এগুলোর সাথে তাঁর এ বাণীকেও সংযোগ করেছেন- {وَيُسَلِّمُواْ}'এবং যতক্ষণ না তারা গ্রহণ করে'| অর্থাৎ জাহেরি বাতেনি সকল দিক থেকেই মেনে নেয় এবং আনুগত্য প্রদর্শন করে| এর উপরও ক্ষান্ত হননি; সঙ্গে তাকিদ ও দৃঢ়তা-প্রকাশক 'মাসদার' যোগ করে বলেছেন- {تَسْلِيماً} অর্থাৎ পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করে| কাজেই কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না রাসূল সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামকে বিচারক ও ফায়সালাকারীরূপে গ্রহণ করবে, তাঁর ফায়সালার ব্যাপারে অন্তরে কোন দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না করবে, আলস্নাহর হুকুম ও শরীয়তের সামনে এমনভাবে আত্নসমর্পণ করবে যে, তাতে প্রত্যাখানের কোন নাম গন্ধ কিংবা বিরোধিতার লেশমাত্রও থাকবে না|"[১৫৬]

বর্তমান গণতান্ত্রিক শাসকবর্গ রাসূল সালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নাম ও তাঁর আনীত শরীয়তকে বিচারক এবং ফায়সালাকারী মেনে নেয়ার পরিবর্তে জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্র থেকেই শরীয়তকে প্রত্যাখান করে দিয়েছে| তদস্থলে কুফরী বিধানকে গ্রহণ করে নিয়েছে| তাই তাদের ঈমানদার হওয়ার প্রশ্নই আসে না|

সংশয় নিরসন

১.আয়াতে যে 'তাহকীমে রাসূল' তথা রাসূল সালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামকে বিচারক ও ফায়সালাকারী মেনে নেয়াকে ঈমানের শর্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে, কেউ কেউ মনে করেন, এটি বিশ্বাসের বিষয়; কর্মের বিষয় নয়| অর্থাৎ সব বিষয়ে রাসূল সালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামকে বিচারক ও ফায়সালাকারী মেনে নেয়া আবশ্যক-এই বিশ্বাস রাখাই ঈমানের জন্য যথেষ্ট| বাস্তব বিচার আচারের ক্ষেত্রেও রাসূল সালস্নালস্নাহু আরাইহি ওয়াসালস্নামকে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করতে হবে-এমনটি জরস্নরি নয়| আর এই বিশ্বাস তো আমাদের শাসকদের আছেই|সুতরাংএই আয়াতের দাবিতে তারা কাফের হবে কেন?

এবিষয়ে প্রথম কথা হল, রাসূল সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামকে যে, সকল বিষয়ে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করা জরস্নরি-মুসলিম নামধারী সকল গণতান্ত্রিক সাশকই এই বিশ্বাস পোষণ করেন, এমন কথা মোটেও ঠিক নয়|কারণ তাদের অনেকেই সুস্পষ্টভাবে শরীয়তের সমালোচনা করে থাকেন| শরীয়তের বিধানকে সেকেলে, আধুনিক কালের জন্য অনুপযোগী, পশ্চাৎগামী, মানবতাবিরোধী, বর্বর ইত্যাদী আখ্যায়িত করেন| এর বিরস্নদ্ধে যুক্তি প্রমাণও পেশ করে থাকে|

দ্বিতীয়ত কথা হল,'তাহকীম' তথারাসূল সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামকে সকল ক্ষেত্রে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করা শুধু বিশ্বাসের বিষয় নয়; বরং এটি একটি আমল ও বাহ্যিক কর্মের নাম| কাজেই শুধু বিশ্বাস রাখাই ঈমানের জন্য যথেষ্ট নয়, বাস্তব জীবনেও সকল বিষয়ে রাসূলসালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামকে বিচারক ও ফায়সালাকারী বানানো আবশ্যক| তাছাড়া কেউ ঈমানদার বলে গণ্য হবে না| বিষয়টি খুব সুস্পষ্ট করে-

আলস্নামা ইবনে হায্ম রহ. (মৃত্যু: ৪৫৬হি.) বলেন-

فنص تعالى وأقسم بفسه أن لا يكون مؤمنا إلا بتحكيم النبي ﷺ في كل ما عنَّ ثم يسلم بقلبه ولا يجد في نفسه حرجا مما قضى . فصح أن التحكيم شيء غير التسليم بالقلب وأنه هو الإيمان الذي لا إيمان لمن لم يأت به . اهـ (الفصل فى الملل والأهواء والنحل : ৩/১০৯)

"আলস্নাহ তায়ালা নিজের কসম খেয়ে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে, প্রতিটি ক্ষেত্রে 'তাহকীমে রাসূল' তথা রাসূল সালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামকে বিচারক ও ফায়সালাকারী বানিয়ে নেয়া ব্যতীত ঈমানদার হতে পারবে না| (শুধু এতটুকই যথেষ্ট নয় বরং) তারপর আন্তরিকভাবে তা মেনে নিতে হবে এবং তার ফায়সালার

১৫৬ তাফসীরে ফাতহুল কাদীর, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪৮৪

ব্যাপারে অন্তরে কোন কুণ্ঠা বোধ করতে পারবে না| এ থেকে প্রমাণিত হল, 'তাহকীম' অন্তরে মেনে নেয়া নয়; বরং তা সম্পূর্ণ একটিভিন্ন বিষয়| আর এই তাহকীমই হচ্ছে ঈমান| যার মধ্যে তাহকীম পাওয়াযাবেনা, তার ঈমান নেই|"[১৫৭]

ইবনে হাযম রহ. আরোও বলেন-

فسمى الله تعالى تحكيم النبي ﷺ إيمانا وأخبر الله تعالى أنه لا إيمان إلا ذلك، مع أنه لا يوجد فى الصدر حرج مما قضى، فصح يقينا أن الإيمان عمل وعقد وقول، لأن التحكيم عمل ولا يكون إلا مع القول، ومع عدم الحرج فى الصدر وهو عقد. اهـ (الدرة : ص৩৩৮)

"আলস্নাহ তায়ালা তাহকীমে রাসূলকে ঈমান সাব্যস্ত করেছেন এবং জানিয়ে দিয়েছেন, এতদ্ব্যতীত ঈমান অর্জন হবে না| সাথে সাথে তাঁর ফায়সালার ব্যাপারে অন্তরে কোন কুণ্ঠা বোধ না থাকতে হবে| অতএব, ইয়াকিনীভাবে প্রমাণিত হল, ঈমান বাহ্যিক আমল, আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকারোক্তির সমষ্টির নাম| কেননা, তাহকীম একটি বাহ্যিক আমলের নাম|আর তা মৌখিক স্বীকারোক্তি ব্যতীত এবং অন্তরের কুণ্ঠা দূরীভূত হওয়া ব্যতীত হতে পারে না| আর এই কুণ্ঠা দূরীভূত হওয়াটাই হচ্ছে আন্তরিক বিশ্বাস|"[১৫৮]

আয়াত থেকে প্রমাণিত হল, জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল বিচারাচারের ভিত্তি শরীয়তের উপর না হলে আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকারোক্তি স্বত্ত্বেও ঈমানদার বলে গণ্য হওয়া যাবে না| এ বিষয়টিই আলস্নাহ তায়ালা অন্য আয়াতে বলেছেন এভাবে-

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

'অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধকর, তাহলে তা আলস্নাহ ও রাসূলের কাছে নিয়ে যাও- যদি তোমরা আলস্নাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রেখে থাক|' (সূরা নিসা: ৫৯)

হাফেয ইবনে কাসীর রহ. (মৃত্যু: ৭৭৪হি.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

{ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ } فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك، فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. اهـ

"{যদি তোমরা আলস্নাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রেখে থাক}-এ থেকে প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি বিবাদপূর্ণ বিষয়ে বিচারের জন্য কুরআন ও সুন্নাহর কাছে না যায় এবং এ দু'য়ের দিকে প্রত্যার্পণ না করে, সে আলস্নাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাসী নয়|"[১৫৯]

২.আয়াতে কি 'আছলে ঈমান' তথা মূল ঈমান নফী করা উদ্দেশ্য, না কামালে ঈমান তথা ঈমানের পরিপূর্ণতা নফী করা উদ্দেশ্য? যদি কামালে ঈমানের নফী করা উদ্দেশ্য হয় তাহলে আয়াতের অর্থ হবে- যারা রাসূল সালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামকে বিচারক ও ফায়সালাকারীরূপে গ্রহণ না করবে, তারা পরিপূর্ণ ঈমানদার নয়| এ থেকে বুঝা যায়, শাসকরা কাফের নয়, মুমিন| তবে পরিপূর্ণ ও পাকা ঈমানের অধিকারী নয়|

এসংশয় সম্পর্কে আমরা বলব,আয়াতে আছলে ঈমান তথা মূল ঈমান নফী করা উদ্দেশ্য| কাজেই যারা রাসূল সালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামকে বিচারক ও ফায়সালাকারী না বানাবে, তারা সম্পূর্ণ ঈমানহারা কাফের বা মুরতাদ| কেননা, কুরআনে কারীমের শব্দালীকে তার হাকীকী তথা প্রকৃত অর্থের উপর প্রয়োগ করা আবশ্যক| কোন প্রকার দলীল ব্যতীত রূপক ও বাহ্যিক অর্থের ব্যতিক্রম অর্থ করা জায়েয নয়| আর আলস্নাহ তায়ালা যেখানে নিজের জাতের কসম খেয়ে এবং এতগুলো তাকিদ ব্যবহার করে বলছেন যে, তারা ঈমানদার হতে পারবে না; তাহকীমে রাসূল ব্যতীত, সেখানেকিছুতেই অন্য অর্থ উদ্দেশ্য হতে পারে না| নতুবা কসম খাওয়ারই কি দরকার ছিল আর এতগুলো তাকিদ ব্যবহারেরই বা কি দরকার ছিল!

১৫৭আল-ফিছাল: ৩/১০৯
১৫৮আদ-দুররা: ৩৩৮
১৫৯তাফসীরে ইবনে কাসীর: ২/৩৪৬

আলস্নামা ইবনে হাযম রহ. (মৃত্যু: ৪৫৬হি.) বলেন-

فهذا هو النص الذي لا يحتمل تأويلا ولا جاء نص يخرجه عن ظاهره أصلا ولا جاء برهان بتخصيصه في بعض وجوه الإيمان . اهـ (الفصل فى الملل والأهواء والنحل : ৩/১৯৩)

"এটি এমন এক সুস্প ষ্ট বক্তব্য, যা কোন ভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশই রাখে না| এই বক্তব্যকে তার বাহ্যিক অর্থ থেকে ব্যতিক্রম অর্থে গ্রহণ করার মতো কোন দলিলই শরীয়তে নেই| এমন কোন প্রমাণও নেই যা বুঝায় যে, এখানে ঈমানের বিশেষ কোন প্রকার (অর্থাৎ কামালে ঈমান) উদ্দেশ্য|"[১৬০]

সংক্ষিপ্তকরণের উদ্দেশ্যে নির্ভরযোগ্য তাফসীরবিদদের উদ্ধৃতিতে সংশিস্নষ্ট আয়াতের তাফসীরসহ আলোচ্য বিষয়ের উপর কুরআনে কারীম থেকে এই কটিআয়াত পেশ করার উপরই ক্ষান্ত্ম করলাম|অন্যথায় এ ব্যাপারে কুরআনে কারীমে আয়াত অনেক| আশাকরি এর মাধ্যমেই আলস্নাহর বিধানকে উপেক্ষা করে মানব রচিত বিধান দ্বারা দেশ পরিচালনা করা যে কুফর ও রিদ্দাহ, তা সম্মানিত পাঠকদের সামনে স্প ষ্ট হয়েছে| আলস্নাহ তায়ালা আমাদেরকে কুরআনের পথে অটল-অবিচল রাখুন| আমীন![১৬১]

আলোচ্য বিষয়য়ে সুন্নাহর বক্তব্য ও নির্দেশনা

তের.

হযরত আদী ইবনে হাতেম রাদি. এর হাদীস| ইমাম বুখারী রহ. (মৃত্যু: ২৫৬হি.) **'আত-তারীখুল কাবীর' এ বর্ণনা করেন-**

عن عدي بن حاتم قال: أتيت رسول الله ﷺ وفي عنقي صليب، فقال: يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك فطرحته فانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقلت إنا لسنا نعبدهم قال النبي ﷺ يحرمون ما أحل الله فتحرمون ويحلون ما حرم الله فتستحلون قلت بلى قال فتلك عبادتهم.اهـ

১৬০আল-ফিছাল: ৩/১৯৩

১৬১ এছাড়া অন্যান্য আয়াতসমূহের তাফসীর দেখুন, যেমন: মায়েদা: ৪৯; আন'আম: ৫৭, ১১৪; ইউসুফ: ৪০, ৬৭; রা'দ: ৪১; কাহাফ: ২৬; কাসাস: ৭০,৮৮; মুমিন: ১২; শূরা: ১০; জাসিয়াহ: ১৮

“আদী ইবনে হাতেম রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুলস্নাহ সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামের নিকট এলাম| তখন আমার গলায় একটি ক্রুশ ঝুলছিল| তিনি বললেন, হে আদী এই মূর্তিটি তোমার গলা থেকে ছুঁড়ে ফেল| আমি তা ছুঁড়ে ফেললাম| অতঃপর রাসূলুলস্নাহ সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামের নিকটে গেলাম| দেখলাম, তিনি সূরা বারাআ’র এই আয়াত তিলাওয়াত করছেন: ‘তারা আলস্নাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও সংসারবিরাগীদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে’| আমি আরজ করলাম, আমরা তো তাদের ইবাদত করতাম না| রাসূলুলস্নাহ সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নাম বললেন, আলস্নাহ তায়ালা যা হালাল করেছেন, তারা তা হারাম করতো আর তোমরাও তা হারাম মানতে এবং আলস্নাহ তায়ালা যা হারাম করেছেন, তারা তা হালাল করতো আর তোমরাও তাকে হালাল মেনে নিতে| আমি উত্তর দিলাম- হ্যাঁ, এমনটি তো হয়েছে| তিনি বললেন, এটিই তাদের ইবাদত|”

উক্ত হাদীসের উপর আমরা বিস্ত্মারিত আলোচনা করেছি ‘আলোচ্য বিষয়ে কুরআনুল কারীমের বক্তব্য ও নির্দেশনা’ শিরোনামে এক নং আলোচনায়| দেখুন পৃ. ===|

চৌদ্দ.

ইহুদীদের যিনার শাস্ত্মি পরিবর্ত সংক্রান্ত্ম হাদীস|সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে এসেছে-

«عن البراء بن عازب، قال: مر على النبي ﷺ بيهودي محمما مجلودا، فدعاهم ﷺ، فقال: «هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟»، قالوا: نعم، فدعا رجلا من علمائهم، فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم» قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم، والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله -ﷺ- « اللهم إنى أول من أحيا أمرك إذ أماتوه ». فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل (يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر) إلى قوله (إن أوتيتم هذا فخذوه) يقول ائتوا محمدا -ﷺ- فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) فى الكفار كلها.»

“হযরত বারা ইবনে আযিব রাদি. থেকে বর্ণিত| তিনি বলেন, এক ইহুদীর মুখে চুনকালি মেখে বেত্রাঘাত করতে করতে রাসূল সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামের সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল| রাসূল সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নাম তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি তোমাদের কিতাবে যিনার শাস্ত্মি এমনি পেয়েছ? তারা উত্তর দিল, হ্যাঁ| তখন তিনি তাদের আলেমদের একজনকে ডেকে বললেন, আলস্নাহর কসম দিয়ে তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, যিনি মূসা আলাইহিস সালামের উপর তাওরাত নাযিল করেছেন, তোমরা কি তোমাদের কিতাবে যিনার শাস্ত্মি এমনি পেয়েছ? সে উত্তর দিল, না| যদি আপনি আমাকে এই কসম না দিতেন তাহলে আপনাকে সত্য সংবাদটা দিতাম না| আমাদের কিতাবে যিনার শাস্ত্মি হল রজম তথা প্রস্ত্মরাঘাতে হত্যা করা| কিন্তু আমাদের সম্ভ্রান্ত্ম ব্যক্তিদের মাঝে যিনা খুব বেড়ে গেল| তখন কোন সম্ভ্রান্ত্ম ব্যক্তি যিনা করলে আমরা তাকে ছেড়ে দিতাম| আর কোন দুর্বল লোককে ধরতে পারলে তার উপর শাস্ত্মি প্রয়োগ করতাম| এরপর আমরা প্রস্ত্মাব দিলাম, চল আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যিনার এমন কোন শাস্ত্মি নির্ধারণ করি, যা সম্ভ্রান্ত্ম-সাধারণ সকলের উপরই প্রয়োগ করতে পারবো| অত:পর আমরা রজমের বদলে চুনকালি মাখা এবং বেত্রাঘাত করাকে শাস্ত্মিরূপে নির্ধারণ করলাম| তখন রাসূল সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নাম বললেন, ‘হে আলস্নাহ, আমিই প্রথম ব্যক্তি, যে তোমার আদেশ যিন্দা করেছে, যখন তারা তা মিটিয়ে দিয়েছিল|’ এরপর তিনি রজমের আদেশ দেন| তখন আলস্নাহ তায়ালা নাযিল করলেন, ‘হে রাসূল! যারা কুফরের দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে, তারা যেন আপনাকে দুঃখিত না করে|’ ... ‘(তারা বলে) তোমাদের এই হুকুম দেয়া হলে গ্রহণ করো|’ পর্যন্ত্ম| তারা বলে, তোমরা মুহাম্মাদের নিকট যাও| যদি তিনি তোমাদেরকে মুখে

চুনকালি মেখে বেত্রাঘাতের আদেশ দেন, তাহলে গ্রহণ করো, আর রজমের ফায়সালা দিলে গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকো| তখন আলস্নাহ তায়ালা সকল কাফেরের ব্যাপারে নাযিল করলেন, 'যারা আলস্নাহ তায়ালার নযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই কাফের|' 'যারা আলস্নাহ তায়ালার নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই জালেম|' 'যারা আলস্নাহ তায়ালার নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না তারাই ফাসেক'|"[১৬২]

উক্ত হাদীসের উপরও আমরা বিস্ত্মারিত আলোচনা করেছি 'আলোচ্য বিষয়ে কুরআনুল কারীমের বক্তব্য ও নির্দেশনা' শিরোনামের অধীনে সাত নংআলোচনায়|দেখুন পৃ. =====|

পনের.

হাফেয ইবনে কাসীর রহ. (মৃত্যু: ৭৭৪হি.)বর্ণনা করেন-

قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم في تفسيره: حدثنا شعيب بن شعيب، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا عتبة بن ضمرة، حدثني أبي أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ فقضى للمحق على المبطل، فقال المقضي عليه: لا أرضى، فقال صاحبه: فما تريد؟ قال: أن نذهب إلى أبي بكر الصديق، فذهبا إليه، فقال الذي قضى له: قد اختصمنا إلى النبي ﷺ فقضى لي، فقال أبو بكر: فأنتما على ما قضى به رسول الله ﷺ، فأبى صاحبه أن يرضى، قال نأتي عمر بن الخطاب، فأتياه فقال المقضي له: قد اختصمنا إلى النبي ﷺ فقضى لي عليه، فأبى أن يرضى، فسأله عمر بن الخطاب فقال كذلك، فدخل عمر منزله وخرج والسيف في يده قد سله، فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى فقتله، فأنزل الله: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. اهـ

"উতবা বিন দামরা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট আমার পিতা বর্ণনা করেন, দুই ব্যক্তি রাসূলুলস্নাহ সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামের নিকট বিচার দায়ের করলেন| রাসূলুলস্নাহ সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নাম সত্য দাবীদারের পড়্গে এবং মিথ্যা দাবীদারের বিপড়্গে ফায়সালা দিলেন| রায় যার বিপড়্গে গেল তিনিঅপর ব্যক্তিকে বললেন, আমি সন্তুষ্ট নই| তিনি বললেন, তবে তুমি কি চাও? বললেন, আমরা এই বিচারের জন্য আবু বকর রাযি.-এর নিকট যাব| অতঃপর দু'জন আবু বকর রাযি.-এর নিকট গেলেন| যার পড়্গে রায় হয়েছিল তিনিআরজ করলেন, আমরা দু'জন রাসূলুলস্নাহ সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামের নিকট গেলে তিনি আমার পড়্গে রায় দেন| আবু বকর রাযি. বললেন, রাসূলুলস্নাহ সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নাম যে ফায়সালা দিয়েছেন, সেটাই তোমাদের এই বিচারের রায়| কিন্তুদ্বিতীয় ব্যক্তি এবারও তা মেনে নিতে অসম্মতি জানালেন| বললেন চলো আমরা ওমর রাযি.-এর নিকট যাই| অতঃপর দু'জন তাঁর নিকটে গেলেন| প্রথম ব্যক্তি বললেন, আমরা রাসূলুলস্নাহ সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামের নিকট বিচার পেশ করলে তিনি আমার পড়্গে রায় দেন| ওমর রাযি. অপর ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলে সেও একই কথা বললো| এমনটি শুনে ওমর রাযি. ঘরে প্রবেশ করলেন এবং কোশমুক্ত তরবারি হাতেবের হলেন| অতঃপর যে ব্যক্তি রাসূলুলস্নাহ সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামের বিচার মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, তার গর্দানেআঘাত করেতাকে হত্যা করে ফেললেন| তখন আলস্নাহ তায়ালা এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন,(কিন্তু না! আপনার রবের কসম, তারা ঈমানদার হবে না; যতড়্গণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করে|)"[১৬৩]

হাদীসটির সনদগত মান

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (মৃত্যু: ৭২৮হি.) তার প্রসিদ্ধ কিতাব**'আস-সারিমুল মাসলূল'**-এ উক্ত বর্ণনাটি উলেস্নখ করে বলেন-

و هذا المرسل له شاهد من وجه آخر يصلح للاعتبار. اهـ

"এই মুরসাল বর্ণনাটির অপর একটি 'শাহেদ' ও সমর্থক বর্ণনা রয়েছে, যা গ্রহণযোগ্য হওয়ার উপযুক্ত|"

১৬২ . সহীহ মুসলিম; কিতাবুল হুদুদ; বাবু রজমিল ইয়াহুদ।
১৬৩ সূরা নিসা: ৬৫, হাদীসটি হাসান, তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৫২

অতঃপর তিনি সেই শাহেদ বর্ণনাটি উলেস্নখ করে বলেন-

وقد رويت هذه القصة من غير هذين الوجهين. اهـ

"এই ঘটনাটি উক্ত দু'টি সূত্র ছাড়া ভিন্ন সূত্রেওবর্ণিত আছে|"[১৬৪]

লড়া করার বিষয়-

ক. যে ব্যক্তিকে ওমর রাযি. হত্যা করলেন তার অন্ত্মরের অবস্থা নিশ্চয়ই ওমর রাযি. জানতেন না| বাহ্যিকভাবে সে মুসলিম হিসেবেই পরিচিত ছিল| ইসলামের কোন বিধানকে সে মৌখিকভাবে অস্বীকার করেনি| তার অপরাধ ছিল, রাসূলুলস্নাহ সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামের একটি ফায়সালা নিজ প্রবৃত্তির বিপড়ো যাওয়ার কারণে তা না মেনে অন্য একজন সাহাবীর নিকট ফায়সালার জন্য গিয়েছিল| তার ব্যাপারে ওমর রাযি.-এর ফায়সালা হলো নাঙ্গা তলোয়ার| কেননা রাসূলুলস্নাহ সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামেরফায়সালাকে প্রত্যাখ্যান করে ভিন্ন কোন ফায়সালা তালাশ হলো কুফর ও রিদ্দাহ|

খ. ওমর রাযি.-এর এই সিদ্ধান্ত্ম ও কর্মের সমর্থন করে আলস্নাহ তায়ালা আয়াত অবতীর্ণ করলেন|

গ.সুতরাং আলোচ্য বিষয়ে এই যদি হয় শরীয়তের ফায়সালা, তাহলে যারা আলস্নাহ ও আলস্নাহর রাসূলের সকল বিধান প্রত্যাখ্যান করে, পরিবর্তন করে তার স্থলে নিজেরাই আইন রচনা করে,সকলকে সেই আইন মানতে বাধ্য করে, না মানলে শাস্ত্মি প্রদান করে- তাদের ব্যাপারে শরীয়তের ফায়সালা কি হবে? -তা খুব সহজেই অনুমেয়|

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. (মৃত্যু: ৮৫২হি.)বর্ণনা করেন-

روى إسحاق بن راهويه في تفسيره بأسناد صحيح عن الشعبي قال: كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة فدعا اليهودي المنافق إلى النبي لأنه علم أنه لا يقبل الرشوة، ودعا المنافق اليهودي إلى حكامهم لأنه علم أنهم يأخذونها فأنزل الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك... اهـ

"ইসহাক বিন রাহুইয়া রহ. তাঁর তাফসীরে সহীহ সনদে শা'বী রহ. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এক ইহুদী ও মুনাফিকের মাঝে দ্বন্ধ হলো| ইহুদী মুনাফিক লোকটিকে নবী সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামের নিকট বিচার নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানাল| কারণ সে জানতো, রাসূলুলস্নাহ সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নাম ঘুষ গ্রহণ করেন না| আর মুনাফিক লোকটি ইহুদীকে তাদের নিজেদের বিচারকদের নিকট যেতে আহ্বান জানাল|কারণ সে জানতো, তারা ঘুষ গ্রহণ করে| তখন আলস্নাহ তায়ালা অবতীর্ণ করলেন- কিন্তু না! আপনার রবের কসম! তারা ঈমানদার হবে না; যতড়াণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করে|"[১৬৫]

ইমাম ত্ববারী রহ. (মৃত্যু: ৩১০হি.)বর্ণনা করেন-

عن مجاهد قال: "تنازع رجل من المنافقين ورجل من اليهود، فقال اليهودي اذهب بنا إلى محمد، وقال المنافق: اذهب بنا إلى كعب بن الأشرف فأنزل الله: (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت) الآية، وهو كعب بن الأشرف. اهـ

"মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মুনাফিক ও এক ইহুদীর মাঝে দ্বন্ধ হলো| ইহুদী বললো, চলো আমরা মুহাম্মাদের নিকট যাই| মুনাফিক বললো, চলো আমরা কা'ব বিন আশরাফের নিকট যাই| তখন আলস্নাহ তায়ালা অবতীর্ণ করলেন-'তারা তাগুতের নিকট বিচার প্রার্থনার ইচ্ছা পোষণ করে|' তাগুত হলো কা'ব বিন আশরাফ|"[১৬৬]

---

১৬৪ দেখুন: আস-সারেমুল মাসলুল, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪৩

১৬৫ সূরা নিসা:৬৫, হাদীসটি সহীহ, ফাতহুল বারী, অধ্যায়: সাকরুল আনহার, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৩৭

১৬৬ তাফসীরুত তবারী, খণ্ড: ৮, হাদীস নং:৯৯০১, পৃষ্ঠা: ৫১২

ইবনে কাসীর রহ. (মৃত্যু: ৭৭৪হি.)বলেন-

والآية أعم من ذلك كله، فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هنا. اهـ

" আয়াতটি এই সবগুলো ব্যাখ্যা থেকেও ব্যাপক| কেননা আয়াতটি প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকে তিরষ্কার করছে, যে কুরআন সুন্নাহ বাদ দিয়ে অন্য কোন বাতিলের কাছে বিচার প্রার্থনা করে| এ আয়াতে তাগুত দ্বারা তাকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে|"[১৬৭]

আলোচ্য বিষয়ে ফুকাহায়ে কেরামের ইজমা

ষোল.

ইসলামী শরীয়ার বিধান বাদ দিয়ে অন্য কোনো বিধান গ্রহণ করা যে কুফর, বিভিন্ন ড়োত্রেই উলামায়ে কেরাম এবিষয়টি উলেস্নখ করেছেন| যথা-

আমাদের শরীয়ত নাযিল হওয়ার পর পূর্ববর্তী সকল শরীয়ত রহিত হয়ে গেছে| তবে পূর্ববর্তী শরীয়তের কোন বিধান যদি আমাদের শরীয়তে বহাল রাখা হয়ে থাকে, সেটা আমাদের শরীয়তের বিধান হিসেবে আমল করতে হবে; পূর্ববর্তী শরীয়তের বিধান হিসেবে নয়| আমাদের শরীয়ত নাযিল হওয়ার পর যদি কেউ আমাদের শরীয়ত ছেড়ে পূর্ববর্তী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী বিচারাচার করে, তাহলে আইম্মায়ে কেরাম সকলে একমত, সেই ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে| এবিষয়ে-

১. আলস্নামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. (মৃত্যু: ৭৫১হি.) বলেন-

وقد جاء القرآن، وصحّ الإجماع بأن دين الإسلام نسخ كل دين كان قبله، وأن من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل، ولم يتبع القرآن، فإنه كافر، وقد أبطل الله كل شريعة كانت في التوراة والإنجيل وسائر الملل، وافترض على الجن والإنس شرائع الإسلام، فلاحرام إلا ما حرمه الإسلام، ولا فرض إلا ما أوجبه الإسلام . اهـ

"কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং উম্মাহ'র ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, 'দ্বীনে ইসলাম পূর্ববর্তী সকল দ্বীনকে রহিত করে দিয়েছে এবং যে ব্যক্তি তাওরাত ও ইনজিলের বিধি-বিধানকে জীবনবিধান বানিয়ে নেবে; আর কুরআনের অনুসরণ ছেড়ে দেবে, সে কাফের|' তাওরাত, ইনজিল ও অন্য সকল ধর্মের প্রতিটি বিধান আলস্নাহ তায়ালা

১৬৭ তাফসীরে ইবনে কাছীর, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৪৬

বাতিল করে দিয়েছেন এবং মানুষ ও জ্বিন জাতির উপর ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধানকে ফরজ করেছেন| সুতরাং হারাম শুধু তা-ই, যা ইসলাম হারাম করেছে| ফরজ শুধু তা-ই, যা ইসলাম ফরজ করেছে|"[১৬৮]

২. আলস্নামা ইবনে হাযম রহ. (মৃত্যু: ৪৫৬হি.) বলেন-

لاخلاف بين اثنين من المسلمين أن هذا منسوخ وأن من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأت بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام. اهـ

"মুসলমানদের মাঝে কোনও দ্বিমত নেই যে, এটি (ইঞ্জিল) রহিত হয়ে গেছে এবং যে ব্যক্তি ইঞ্জিলের বিধান দ্বারা বিচার-ফায়সালা করবে, যার ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তে সুস্প ষ্ট ওহী অবতীর্ণ হয়নি, সে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত কাফের ও মুশরিক|"[১৬৯]

আলস্নাহ প্রদত্ত রহিত আসমানী কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জিলের অনুসরণের কারণে যদি কাফের হয়ে যায়, তাহলে নিজ হাতে সংবিধান রচনা করে সেটার অনুসরণ করা এবং সকলের উপর তা চাপিয়ে দেয়ার পরও কি মুসলমান থাকতে পারে?!!

৩. শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (মৃত্যু: ৭২৮হি.) বলেন-

ومعلوم بالإضطرار من دين المسلمين وبإتفاق جميع المسلمين أن من سوغ إتباع غير دين الإسلام أو إتباع شريعة غير شريعة محمد فهو كافر وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب كما قال تعالى: {إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا}. اهـ

"ইসলাম ধর্মের অবশ্যম্ভাবী অংশ এবং সকল মুসলমানের ঐক্যমতে প্রতিষ্ঠিত একটি বিষয় হল- যে ব্যক্তি দ্বীনে ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছু কিংবা মুহাম্মাদ সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামের শরীয়ত ব্যতীত অন্য কোন শরীয়ত অনুসরণের অনুমোদনদিবে, সে কাফের| তার এ কুফর ঐ ব্যক্তির কুফরের ন্যায়, যে কোরআনে একাংশের প্রতি ঈমান রাখে, অন্য অংশের সাথে কুফরী করে; যেমনটা আলস্নাহ তায়ালা বলেন, 'নিশ্চয় যারা আলস্নাহ ও তাঁর রাসূলগণের সাথে কুফরী করে এবং আলস্নাহ ও তাঁর রাসূলগণের মাঝে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে, 'আমরা কতককে বিশ্বাস করি আর কতকের সাথে কুফরী করি' এবং তারা এর মাঝামাঝি একটি পথ গ্রহণ করতে চায়-তারাই প্রকৃত কাফের| আর আমি কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি লাঞ্ছনাকর আযাব'|[১৭০"১৭১]

৪. ইবনে কাসীর রহ. (মৃত্যু: ৭৭৪হি.)

তিনি 'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া'তে চেঙ্গিস খানের জীবনী আলোচনায় নমুনাস্বরূপ ইয়াসিকের কতগুলো শরীয়তবিরোধী আইন উলেস্নখ করার পর বলেন-

وفي كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. اهـ

"এ সবগুলোর মধ্যেই রয়েছে আলস্নাহ তায়ালার বান্দা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াসসালামের উপর আলস্নাহ তায়ালার অবতীর্ণ শরীয়তের বিরোধিতা| যে ব্যক্তি সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামের উপর অবতীর্ণসুদৃঢ় শরীয়ত ছেড়ে অন্য কোন রহিত শরীয়তের নিকট বিচরপ্রার্থী হবে, সে

---

১৬৮ আহকামু আহলে জিম্মাহ, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৫৩৩
১৬৯ আল ইহকাম ফি উসূলিল আহকাম, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৬২
১৭০সূরা নিসা: ১৫০-১৫১
১৭১ মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/৫২৪

কাফের হয়ে যাবে; তাহলে ঐ ব্যক্তির বিধান কী হতে পারে, যে 'ইয়াসিকে'র নিকট বিচারপ্রার্থী হয় এবং তাকে শরীয়তের উপর প্রাধান্য দেয়? যে ব্যক্তি এমনটি করবে, সে মুসলমানদের ইজমা-ঐক্যমতে কাফের হয়ে যাবে|"[১৭২]

ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, তাতারদের ইয়াসিক নামক সংবিধানের চেয়ে বর্তমান সংবিধানগুলো আরো নিকৃষ্ট ও জঘন্য| কারণ ইয়াসিকে অপরাধকে অপরাধ বলে স্বীকার করা হয়েছে এবং তার জন্য শাস্তি বিধান করা হয়েছে; যদিও তা ছিল কুরআন সুন্নাহপরিপন্থী| কিন্তুবর্তমান গণতান্ত্রিক সংবিধানগুলো তো অপরাধকে অপরাধ বলেই স্বীকার করেনি;বরং অনেক অপরাধকে ভাল ও উত্তম কাজ এবং অনেক ফরজ ওয়াজিব ও ভালো কাজকে অপরাধ ও অন্যায় সাব্যস্ত করেছে| ইয়াসিকের অনুসারীদের অবস্থাই যদি এই হয়, তাহলে তার চেয়ে নিকৃষ্ট সংবিধান প্রণেতা, বাস্তবায়নকারী ও অনুসারীদের বিধান কি হবে?

দ্বিতীয়ত তাতাররা ইয়াসিক দ্বারা তাদের নিজেদের মাঝে বিচারচার করতো| নিজেরা ইয়াসিক অনুযায়ী চলতো, কিন্তু মুসলমানদের উপর ইয়াসিকের বিধান চাপিয়ে দিত না| মুসলমানদের আলাদা আদালত ছিল| মুসলমানরা সেগুলেতে নিজেদের শরীয়ত অনুযায়ী বিচারাচার করতো| আজ যারা নব্য ইয়াসিক প্রবর্তন করেছে, তারা তা যে শুধু নিজেদেরই জীবনবিধান বানিয়ে নিয়েছে, তা-ই নয়; বরং সকল মুসলমানকে তা মানতে বাধ্য করছে| শুধু তা-ই নয়, ইসলামী শরীয়তকে একেবারেই নিষিদ্ধ করে দিয়েছে| সুতরাং তারা শুধু তাতারদের মতো কাফেরই নয়, তাদের চেয়ে অনেক অনেক বেশি জঘন্য কাফের|

কোনো ব্যক্তি হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল করলে কিংবা শরীয়তের বিধানে কোনরূপ পরিবর্তন সাধন করলে, সকলের ঐক্যমতে সে কাফের ও মুরতাদ হয়ে যায়|

৫. শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (মৃত্যু: ৭২৮হি.) বলেন-

والإنسان متى حلل الحرام – المجمع عليه – أوحرم الحلال – المجمع عليه – أوبدل الشرع – المجمع عليه – كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء. اهـ

"যখন কোন ব্যক্তি সর্বসম্মত কোন হারামকে বৈধ করে কিংবা সর্বসম্মত কোন হালালকে অবৈধ করে কিংবা সর্বসম্মত কোন শরয়ী বিধানকে পরিবর্তন করে, তখন সে ফুকাহায়ে কেরামের ঐক্যমতে কাফের ও মুরতাদ হয়ে যায়|"[১৭৩]

আমরা পূর্বে আলোচনা করে এসেছি, হালাল ও হারামকরণ আকীদা-বিশ্বাসগতভাবে যেমন হতে পারে, আমল ও কর্মের মাধ্যমেও হতে পারে|

যেমন মাস পিছিয়ে দেয়ার ব্যাপারে আলস্নামা ইবনে হাযম রহ. (মৃত্যু: ৪৫৬হি.) বলেন-

"وقال عز وجل: {إنما النسيء زيادة في الكفر يُضَلُّ به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله } ... وبحكم اللغة التي نزل بها القرآن أن الزيادة في الشيء لا تكون إلا منه لا من غيره. فصح أن النسيء كفر، وهو عمل من الأعمال وهو تحليل ما حرم الله تعالى. فمن أحل ما حرم الله تعالى وهو عالم بأن الله تعالى حرمه فهو كافر بذلك الفعل نفسه.." اهـ

"আলস্নাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, (নিশ্চয় কোন মাসকে পিছিয়ে দেয়া কুফর বৃদ্ধি করে| এর দ্বারা কাফেরদের পথভ্রষ্ট করা হয়| তারা এটি এক বছর হালাল করে এবং আরেক বছর হারাম করে, যাতে তারা আলস্নাহ যা হারাম করেছেন তার সংখ্যা ঠিক রাখতে পারে|) ... কুরআন যে ভাষায় নাযিল হয়েছে সে ভাষারই বিধান মতে, যা দ্বারা কোন বস্তুর বৃদ্ধি হয় তা ঐ জাতীয় বস্তুই হয়, অন্য জাতীয় নয়| অতএব, প্রমাণিত হল- মাস পিছিয়ে দেয়াও কুফর| অথচ তা একটা কর্ম মাত্র| তা হচ্ছে আলস্নাহ তায়ালা যা অবৈধ করেছেন তা বৈধ

১৭২আল-বেদায়া ওয়ান-নেহায়া, খণ্ড: ১৩, পৃষ্ঠা: ১৩৯
১৭৩ মাজমূয়ুল ফাতওয়া, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ২৬৭

করা| অতএব, যে আলস্নাহ তায়ালার অবৈধকৃত কোন কিছুকে বৈধ করবে অথচ সে জানে যে, আলস্নাহ তায়ালা তা অবৈধ করেছেন- সে কেবল উক্ত কর্মের দ্বারাই কাফের হয়ে যাবে|"[১৭৪]

বর্তমান শাসকরা যে শুধু হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল কিংবা শরীয়তের বিধানে পরিবর্তন সাধন করেছে তা-ই নয়, বরং গোটা শরীয়তকেই তারা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং শাসনব্যবস্থা থেকে অপসারণ করে দিয়েছে|

আলোচ্য বিষয়ে উলামায়ে কেরামের বক্তব্য

সতের.

হাফেয ইবনে কাসীর রহ. (মৃত্যু: ৭৭৪হি.)-এর ফতোয়া

মসলিমদের উপর ব্যাপক ধংসলিলা চালানোর পর এক পর্যায়ে তাতার জাতি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে| কিন্তু তারা বিচারকার্য পরিচালনার ড়োত্রে কুরআন সুন্নাহকে সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করেনি; বরং কুরআন, তাওরাত ও ইঞ্জিল থেকে কিছু কিছু বিধান এবং নিজেদের চিন্ত্মাপ্রসূত কিছু বিধান মিলিয়ে একটি সংবিধান রচনা করে, যার নাম দেয় ইয়াসিক| এই সংবিধান দ্বারাই তারাবিচারকার্য পরিচালনা করে| ফলে তৎকালীন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম হাফেয ইবনে কাসীর রহ. সহ অন্যান্য আলেমগণ উপরোক্ত কাজের কারণে তাদেরকে মুরতাদ ফতওয়া প্রদানকরেন|

এ ড়োত্রে হাফেয ইবনে কাসীর রহ.-এর দু'টি বক্তব্য রয়েছে

একটি তাফসীরে ইবনে কাসীরে সূরা মায়েদার ৫০ নং আয়াত-

﴿أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون﴾

তারা কি জাহিলিয়্যাতের শাসন ব্যবস্থা কামনা করে! বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্যে শাসন পরিচালনার ড়োত্রে আলস্নাহর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কে আছে?[১৭৫]-এর ব্যাখ্যায়|

প্রথম বক্তব্য

তাঁর এই বক্তব্যটি আমরা উদ্ধৃত করেছি বড়ামাণ প্রবন্ধের 'আলোচ্য বিষয়ে কুরআনুল কারীমের বক্তব্য ও নির্দেশনা' শিরোনামের অধীনে আট নং আলোচনায়(পৃ.===)| বিষয়টি পুনঃস্মরণের জন্য পাঠককে সেখানে পুনরায় চোখ বুলিয়ে নেয়ার অনুরোধ করছি|

দ্বিতীয় বক্তব্য

অপর বক্তব্যটি তাঁর বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থ 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া'তে ৬২৪ হিজরীর ইতিহাস লিখতে গিয়ে যেখানে চেঙ্গিস খানের আলোচনা এসেছে| চেঙ্গিস খান যেহেতু ৬২৪ হিজরিতে মৃত্যু বরণ করে, এজন্য

১৭৪আল-ফিছাল: ৩/২৪৫

১৭৫ সূরা মায়েদা :৫০

উক্ত কিতাবে তার প্রসঙ্গ ৬২৪ হিজরির আলোচনায় এসেছে| এই বক্তব্যটি আমরা ইতিপূর্বে ‘আলোচ্য বিষয়ে ইজমা ও উলামায়ে কেরামের বক্তব্য’ শিরোনামে পনের নং আলোচনায় উলেস্নখ করেছি| দেখুন পৃ. =

আঠার.

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. (মৃত্যু: ৭২৮হি.)

ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهي الذي بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين. اهـ

“সুস্প ষ্ট বিদিত যে, যে ব্যক্তি আলস্নাহ তায়ালা তাঁর রাসূলদেরকে যে সকল আদেশ-নিষেধ দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তাপ্রত্যাখ্যান করে, সে মুসলমানদের ঐক্যমতে কাফের|”[১৭৬]

তিনি আরো বলেন-

متى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتداً كافراً، يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿المص .كِتابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ في صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى للمُؤْمنينَ . اتَّبِعوا ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعوا مِنْ دونِهِ أَوْلِياءَ قَلِيلاً ما تَذَكَّرونَ﴾ ولو ضُرب وحُبس وأُوذي بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شرع الله ورسوله الذي يجب اتباعه واتبع حكم غيره؛ كان مستحقاً لعذاب الله، بل عليه أن يصبر وإن أوذي في اللهفهذه سنة الله في الأنبياء وأتباعهم . اهـ

“যখন কোরআন সুন্নাহর কোনো বিধান সম্প র্কে অবহিত কোনো ব্যক্তি, কোরআন ও সুন্নাহ থেকে যা অর্জন করেছে তা ছেড়ে আলস্নাহ ও তাঁর রাসূল সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামের বিধানের বিপরীত কোনো শাসকের বিধান অনুসরণ করে, তখন সে মুরতাদ ও কাফের হয়ে যাবে| দুনিয়া ও আখেরাতে শাস্তি্মর যোগ্য হবে| আলস্নাহ তায়ালা বলেন, ‘আলিফ-লাম-মীম-ছোয়াদ| এটি এমন কিতাব, যা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে| সুতরাং তার সম্প র্কে তোমার মনে যেন কোন সংকীর্ণতা না থাকে| যাতে তুমি তার মাধ্যমে সতর্ক করতে পার এবং তা মুমিনদের জন্য উপদেশ স্বরূপ| তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পড়্গ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাঁকে ছাড়া অন্য কোনো অভিভাবকের অনুসরণ করো না| তোমরা সামান্যই উপদেশ গ্রহণ কর|’[১৭৭] সে আলস্নাহ ও তাঁর রাসূলের শরীয়ত থেকে যে বিধান শিখেছে; যার আনুগত্য তার উপর ওয়াজিব, তা পরিত্যাগ করে অন্যের বিধান মানার জন্য যদি তাকে প্রহার করা হয়, বন্দী করা হয়, বিভিন্ন ধরনের শাস্তি্ম প্রদান করা হয়, তবুও সে আলস্নাহর শাস্তি্মর উপযুক্ত হবে| বরং তার উপর আবশ্যক হলো ধৈর্য্য ধারণ করা; যদিও আলস্নাহর পথে তাকে শাস্তি্ম দেয়া হয়| এটাই আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং তাঁদের অনুসারীদের সুন্নাহ্|”[১৭৮]

উপরোক্ত দুটি বক্তব্য ছাড়াও মাজমুউল ফাতাওয়া থেকে আমরা এবিষয়ে তাঁর আরো দুটি ফতোয়ার উদ্ধৃতি পেশ করেছি; ‘আলোচ্য বিষয়ে ফুকাহায়ে কেরামের ইজমা’ শিরানামে পনের নং আলোচনায়| দেখুন পৃ. ===

উনিশ.

আলস্নামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. (মৃত্যু: ৭৫১হি.)

এবিষয়ে আমরা তাঁর সুস্প ষ্ট বক্তব্য ‘আলোচ্য বিষয়ে ফুকাহায়ে কেরামের ইজমা’ শিরোনামে পনের নং আলোচনায় উদ্ধৃত করেছি| দেখুন পৃ.===

বিশ.

আলস্নামা ইবনে হাযম রহ. (মৃত্যু: ৪৫৬হি.) বলেন-

إحداث الأحكام لا يخلو من أحد أربعة أوجه إما إسقاط فرض لازم كإسقاط بعض الصلاة أو بعض الصيام أو بعض الزكاة أو بعض الحج أو بعض حد الزنى أو حد القذف أو إسقاط جميع ذلك وإما زيادة في شيء منها أو إحداث فرض جديد وإما إحلال محرم كتحليل لحم الخنزير والخمر والميتة وإما تحريم محلل كتحريم

১৭৬ মাজমুয়ুল ফাতাওয়া: ৮/১০৬
১৭৭ সূরা আ’রাফ: ১-৩
১৭৮ মাজমুউল ফাতাওয়া: ৩৫/৩৭৩

لحم الكبش وما أشبه ذلك. وأي هذه الوجوه كان فالقائل به مشرك لاحق بالهود والنصارى والفرض على كل مسلم قتل من أجاز شيئا من هذا دون استتابة ولا قبول توبة إن تاب واستصفاء ماله لبيت مال المسلمين لأنه مبدل لدينه وقد قال ﷺ من بدل دينه فاقتلوه. اهـ (الإحكام في أصول الأحكام)

"নতুন বিধান প্রণয়ন অবশ্যই নিম্নোক্ত চার প্রকারের কোন না কোন এক প্রকার হবে–

(১)কোন অত্যাবশ্যকীয় ফরজকে বাদ দেওয়া হবে– যেমন নামায বা রোযার কোনো অংশ রহিত করা হবে অথবা যাকাত বা হজ্বের কোন অংশ কিংবা যিনা বা কজফ (যিনার মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা)-এর শাস্তির কোন অংশ রহিত করা হবে অথবা এ সবগুলোকেই রহিত করা হবে| অথবা–

(২) এগুলোর কোন একটির মাঝে অতিরিক্ত করা হবে বা নতুন কোন ফরজ সৃষ্টি করা হবে| অথবা–

(৩) কোন হারামকে হালাল করা হবে– যেমন শুকরের গোস্ত, মদ বা মৃত প্রাণী হালাল করা| অথবা–

(৪) কোন হালালকে হারাম করা হবে– যেমন মেষের গোস্ত বা এ ধরনের অন্য পশু হারাম করা|

এগুলোর যে প্রকারই হোক, তার প্রবক্তা মুশরিকে পরিণত হবে| ইহুদ-নাসারার দলভুক্ত গণ্য হবে| প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ, যে ব্যক্তি এগুলোর কোন একটার বৈধতা দেবে তাকে তাওবা করার প্রতি আহ্বান করা ব্যতীতই হত্যা করা| যদি সে তাওবা করে তাহলে তার তাওবা গ্রহণ না করা| তার সকল মাল মুসলমানদের বাইতুল মালে জমা করে দেয়া| কেননা, সে তার দ্বীন পরিবর্তন করে ফেলেছে| আর রাসূলুলস্নাহ সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার দ্বীন পরিবর্তন করে তাকে হত্যা কর|"[১৭৯]

উপরোক্ত বক্তব্য ছাড়াও সংশিস্নষ্ট বিষয়ে আলস্নামা ইবনে হাযম রহ.-এর আরো দুটি সুস্প ষ্ট বক্তব্য আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি; 'আলোচ্য বিষয়ে কুরআনুল কারীমের বক্তব্য ও নির্দেশনা' শিরোনামের অধীনে, পাঁচ নং আলোচনায় এবং 'আলোচ্য বিষয়ে ফুকাহায়ে কেরামের ইজমা' শিরোনামের অধীনে পনের নং আলোচনায় | দেখুন যথক্রমে পৃ.===

একুশ.

মুফতী ইউসুফ ইবনে ইউনুস আল-মুক্বরী (মৃত্যু: ৯০৪হি.)

শায়খ 'আব্দুলস্নাহ ইবনে আব্দুল বারী আল-আহদাল' রহ. (মৃত্যু: ১২৭১হি.) তাঁর 'আস-সাইফুল বাত্তার আলা মান ইউয়ালিল কুফ্ফার' নামক রিসালায় বলেন–

في فتاوى السيد العلامة (خاتمة) المحققين والمتحققين والمتخلقين بزبيد عبدالرحمن بن سليمان مقبول الأهدل رحمه الله تعالى ما لفظه: اعلم أن ما يتعارفه بعض القبائل من جهة الحجاز من الأعراف المخالفة للشرع، وكذا ما يتعارفه على ذلك الوجه غيرهم من القبائل قد تكلم فيه أئمة الإسلام وهداة الأنام وقد رفع في ذلك سؤال إلى مفتي عصره في الديار اليمنية الولي العلامة يوسف بن يونس المقري والمنشئ له العلامة تقي الدين الفقي محشي الروض وقد صحح هو وجماعة كثيرون من علماء زبيد على جواب المقري المذكور، منهم الفخر الناشري والجمال القماط والجمال الزيلعي، ومن علماء الجبال الجمال النهاري مؤلف الكفاية وغيره.

وحاصل الجواب أن عوائد القبائل المعروفة عندهم التي يسمونها بأسماء اخترعوها وأوضاع وضعوها منابذة للشريعة، ومن حكم بها أو ألزم فهو خارج من الدين متورط في جهنم مع الضالين. اهـ

"(ইয়ামানের) 'যাবিদ' এলাকার খাতিমাতুল মুহাক্কিকীন, আলস্নামা সায়্যিদ আব্দুর রহমান ইবনে সুলাইমান মাকবূল আল-আহদাল রহ. (মৃত্যু: ১২৫০হি.)-এর ফাতাওয়ায় এ ফতোয়াটি রয়েছে; হুবহু তার উদ্ধৃতি পেশ করা হচ্ছে–

[ভাল করে শোন, হেজায এবং একইভাবে অন্যান্য এলাকার কিছু গোত্র, শরীয়তবিরোধী যেসব প্রথা-প্রচলন অনুযায়ী চলে আসছে, (দ্বীনে) ইসলামের জগত দিশারী আইম্মায়ে কেরাম সেগুলোসম্প র্কে আলোচনা করেছেন| ইয়ামানের তৎকালীন শ্রেষ্ট মুফতী, আলস্নামা ইউসুফ ইবনে ইউনুস আল-মুক্বরী রহ. (মৃত্যু: ৯০৪হি.) এবং তাঁর কাতিব, আলস্নামা তাকী উদ্দীন আল-ফাতা রহ. (মৃত্যু: ৮৮৭হি.)-যিনি 'আর-রউদ' কিতাবের

১৭৯ আল ইহকাম ফি উসূলিল আহকাম, খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ২৬৪

টীকাকার-এর কাছে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল| মুক্বরী রহ. যে উত্তর দিয়েছিলেন, তিনি (অর্থাৎ তাকী উদ্দীন রহ.)সহ যাবিদের বহু সংখ্যক আলেম সত্যায়ন করেছিলেন| তাঁদের মধ্যে ছিলেন- নাশিরী রহ., কাম্মাত্ব রহ. (মৃত্যু: ৯০৩হি.) এবং যাইলায়ী রহ. (মৃত্যু: ৯০২হি.)| পর্বতাঞ্চলীয় আলেমদের মধ্যে ছিলেন, 'আল-কিফায়া' গ্রন্থপ্রণেতা নাহারী রহ. (মৃত্যু: ৮৯৩হি.) এবং আরোও অনেকে|

উত্তরের সারকথা ছিল: 'এসব গোত্রের নিজেদের মাঝে প্রসিদ্ধ যেসব প্রথা-প্রচলন রয়েছে, যেগুলোকে তারা নিজেরা বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করে এবং যেসব বিধি-বিধান তারা প্রণয়ন করেছে- এগুলো শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক| যারা এসব দিয়ে বিচার-ফায়সালা করবে, কিংবা লোকজনের উপর তা চাপিয়ে দিবে-তারা দ্বীন থেকে খারিজ হয়ে যাবে; পথভ্রষ্টদের সাথে জাহান্নামে নিপতিত হবে|'] "[১৮০]

উক্ত ফতোয়া উলেস্নখ করার পর রিসালা প্রণেতা 'আব্দুলস্নাহ আল-আহদাল' রহ. (মৃত্যু: ১২৭১হি.) বলেন-

فإذا كان ذلك في الأعراف التي ابتدعها أهل الإسلام، فما بالك بأحكام الكافرين الطغاة ؟؟. اهـ

"মুসলমানদের আবিষ্কৃত রীতি-প্রথার বিধান যদি এই হয়, তাহলে (আলস্নাহ)দ্রোহী কাফেরদের বানানোআইন কানুনের বিধান কি হবে??"[১৮১]

অর্থাৎ মুসলমানদের আবিষ্কৃত শরীয়তবিরোধী রীতি-প্রথা অনুযায়ী বিচারাচার করলেই যদি কেউ কাফের হয়ে যায়, তাহলে কাফেরদের থেকে আমদানিকৃত কুফরী বিধি-বিধান অনুযায়ী বিচারাচার করলে কি অবস্থা দাঁড়াবে? সন্দেহ নেই যে, এরা আরোও জঘন্য কাফেরে পরিণত হবে|

বাইশ.

আলস্নামা শাওকানী রহ. (মৃত্যু: ১২৫০হি.)

আলস্নামা শাওকানী রহ.-এর যামানায় কিছু এলাকার অধিবাসীরা তৎকালীন সুলতানের আয়ত্ব থেকে বের হয়ে যায়| তারা সুলতানের বিরস্নদ্ধে বিদ্রোহ করে সেসব এলাকা দখল করে নিজেদের শাসন কায়েম করে| এরপর তারা শরয়ী বিধান ছেড়ে কুফরী বিধান দিয়ে বিচার-ফায়সালা করতে এবং তার নিকট বিচার প্রর্থনা করে| তিনি তাদের ব্যাপারে বলেন-

أنهم يحكمون ويتحاكمون إلى من يعرف الأحكام الطاغوتية منهم في جميع الأمور التي تنوبهم وتعرض لهم من غير انكار ولا حياء من الله ولا من عباده ولا يخافون من أحد بل قد يحكمون بذلك بين من يقدرون على الوصول إليهم من الرعايا ومن كان قريبا منهم. وهذا الأمر معلوم لكل أحد من الناس لا يقدر أحد على انكاره ودفعه وهو أشهر من نار على علم. ولا شك ولا ريب أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى وبشريعته التي أمر بها على لسان رسوله واختارها لعباده في كتابه وعلى لسان رسوله. بل كفروا بجميع الشرائع من عند آدم عليه السلام إلى الآن، وهؤلاء جهادهم واجب وقتالهم متعين حتى يقبلوا أحكام الإسلام ويذعنوا لها ويحكموا بينهم بالشريعة المطهرة ويخرجوا من جميع ما هم فيه من الطواغيت الشيطانية.و مع هذا، فهم مصرون على أمور غير الحكم بالطاغوت والتحاكم إليه. وكل واحد منها على انفراده يوجب كفر فاعله و خروجه من الإسلام. و ذلك إطباقهم على قطع ميراث النساء، و إصرارهم عليه وتعاضدهم على فعله. اهـ

"তারা তাদের সকল বিষয়ে বিচারক বানায় এবং বিচার নিয়ে যায় তাদের ঐসব লোকদের নিকট, যারা তাগুতী বিধি-বিধান জানে| এতে তাদের কোন আপত্তিও নেই, আলস্নাহ তায়ালা বা তার বান্দাদের থেকে কোন লজ্জাও বোধ করে না, কাউকে ভয়ও করে না| কখনোও কখনোও তো বরং তারা তাদের আশেপাশের বাসিন্দা এবং অন্যান্য প্রজাসাধারণের যাদেরকে বাগে পায় তাদের মাঝেও এই সব বিধান দিয়ে বিচার-ফায়সালা করে| বিষয়টি সবার জানা| কেউ তাতে আপত্তি জানাতে কিংবা প্রতিহত করতে সড়াম নয়| পর্বতচূড়ার অগ্নিকুন্ডের চেয়েও তা অধিক প্রসিদ্ধ|

১৮০ আস-সাইফুল বাত্তার আলা মান ইওয়ালিল কুফ্ফার: ১৫
১৮১ আস-সাইফুল বাত্তার আলা মান ইওয়ালিল কুফ্ফার: ১৫

কোন সন্দেহ নেই, কোন সংশয় নেই, এটি আলস্নাহ তায়ালা এবং তাঁর শরীয়তের সাথে কুফরী; যে শরীয়তের আদেশ তিনি তাঁর রাসূলের মাধ্যমে দিয়েছেন, তাঁর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের মাধ্যমে যে শরীয়ত তিনি তার বান্দাদের জন্য মনোনীত করেছেন| বরং তারা হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত অবতীর্ণ সকল শরীয়তের সাথেই কুফরী করেছে| এদের বিরম্নদ্ধে জিহাদ আবশ্যক| এদের সাথে কিতাল করা ফরযে আইন; যতড়াণ না তারা ইসলামী বিধি-বিধান কবুল করে, তার সামনে আত্মসমর্পণ করে, পবিত্র শরীয়ত দিয়ে নিজেদের মাঝে বিচার-ফায়সালা করে এবং যত শয়তানী তাগুতের মাঝে তারা লিপ্ত, তার সবকিছু থেকে বের হয়ে আসে|

তাগুতী বিধান দিয়ে বিচার-ফায়সালা করা ও তার নিকট বিচারপ্রার্থী হওয়া ছাড়াও আরো এমন কিছু কর্মে তারা নিমজ্জিত, যার প্রত্যেকটাই স্বতন্ত্রভাবে তাতে লিপ্ত ব্যক্তিকে কাফেরে পরিণত করে এবং তাকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়| তা হচ্ছে, তারা মহিলাদেরকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে| এর উপরই অটল অবিচল আছে| এ বিষয়ে পরস্প র পরস্প রকে সহযোগিতা করছে|"[১৮২]

প্রিয় পাঠক, শাওকানী রহ. যেসব লোকের কুফরীর ফতোয়া দিচ্ছেন, তাদের চেয়ে কি আমাদের শাসকগুলোর অবস্থা আরোও জঘন্য নয়? তাহলে কেন তারা কাফের হবে না?

আবার দেখুন, তিনি শুধু মহিলাদেরকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হওয়াকেই ইসলাম থেকে বহিষ্কৃতকারী স্বয়ংসম্পূর্ণ কুফর সাব্যস্ত করেছেন| অথচ তা তো শরীয়তের একটামাত্র বিষয়| যদি তাই হয়, তাহলে আজ যারা গোটা শরীয়তকেই প্রত্যাখান করেছে, এর বিপরীতে জীবনের প্রতিটি ড়োত্রে শরীয়তবিরোধী আইন প্রবর্তন করেছে- পাঠক একটু ভাবুন! এদের কুফর কত জঘন্য হবে?!

তেইশ.

আব্দুল লতীফ বিন আব্দুর রহমান বিন হাসান আলে শায়খ রহ. (মৃত্যু: ১২৯২হি.)

যেসব বেদুঈন ও যাযাবর শরীয়তের বিধান বাদ দিয়ে তাদের পূর্ব-পুরম্নষদের আদত-অভ্যাস ও রীতি-নীতি অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করতো, তাদের ব্যাপারে শায়খকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'সতর্ক করার পরও যদি তারা ফিরে না আসে, তাহলে তাদেরকে কাফের আখ্যায়িত করা হবে কি না'?

তিনি উত্তর দেন–

من تحاكم إلى غير كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ بعد التعريف، فهو كافر، قال الله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} ، وقال تعالى: {أَفَغَيْرَ دِينِ الله يَبْغُونَ} الآية،

وقال تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ} الآية، وقال تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا الله وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} الآية؛ والآيات في هذا المعنى كثيرة. اهـ

"সতর্ক করার পরও যারা আলস্নাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামের সুন্নাহ বাদে ভিন্ন বিধান দিয়ে বিচারাচার করতে থাকবে, তারা কাফের| আলস্নাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

'যারা আলস্নাহ তায়ালা যে বিধান নাযিল করেছেন, সে অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই প্রকৃত কাফের|'[১৮৩]

আরো ইরশাদ করেন– 'তারা কি আলস্নাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কিছু তালাশ করছে?'[১৮৪]

---

১৮২ আদ-দাওয়াউল আ-জিল: ১২-১৩, ('মাজমুআতুর রাসায়িলিল মুনিরিয়্যাহ্' এর অন্তর্ভুক্ত এক রিসালা।)

১৮৩সূরা মায়েদা: ৪৪

১৮৪সূরা আলে ইমরান: ৮৩

অন্যত্র ইরশাদ করেন- 'আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর তারা ঈমান এনেছে, অথচ তারা তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থনার ইচ্ছা পোষণ করে| অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল তারা যেন তাকে অস্বীকার করে| পড়াান্তরে শয়তান ইচ্ছা করছে তাদেরকে পরিপূর্ণ পথভ্রষ্ট করে ফেলতে|'[১৮৫]

অন্যত্র ইরশাদ করেন- 'আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি (এ বাণী দিয়ে যে), তোমরা আলস্নাহর ইবাদাত কর এবং তাগুতকে পরিহার কর'|[১৮৬]

এ ব্যাপারে আয়াত অনেক|"[১৮৭]

চব্বিশ.

হামাদ বিন আতীক আন-নাজদী রহ. (মৃত্যু: ১৩০১হি.)

আলস্নাহ তায়ালার বাণী:

﴿أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون﴾

'তারা কি জাহিলিয়্যাতের বিধি-বিধান কামনা করে? বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আলস্নাহ অপেড়্গা কে শ্রেষ্ঠতর বিধানদাতা?'[১৮৮]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি তৎকালীন যাযাবরদের কথা আলোচনা করেন, যারা কুরআন সুন্নাহ্র বদলে নিজেদের পূর্বপুরম্নষ রচিত বিধান দ্বারা বিচারকার্য চালাতো| তিনি বলেন-

ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة البوادي ومن شابههم من تحكيم عادات آبائهم، وما وضعه أوائلهم من الموضوعات الملعونة التي يُسمونها شرع الرفاقة يقدمونها على كتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم ومن فعل ذلك فإنه كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله تعالى ورسوله صلي الله عليه وسلم . اهـ

"এদেরই মত অবস্থায় নিমজ্জিত বর্তমান অধিকাংশ বেদুঈন যাযাবর এবং এ জাতীয় লোকেরা, যারা তাদের বাপ-দাদাদের রেখে যাওয়া রীতি-নীতি এবং তাদের পূর্বপুরম্নষদের প্রণীত অভিশপ্ত বিধি-বিধান অনুসারে বিচার-ফায়সালা করে| তারা একে রিফাকাহ বলে অবহিত করে| কিতাবুলস্নাহ ও সুন্নাহ্র উপর এগুলোকে প্রাধান্য দেয়| যে ব্যক্তি এ কাজ করবে সে কাফের| তার বিরম্নদ্ধে কিতাল ফরয, যতড়্গণ না সে আলস্নাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামের বিধানের দিকে ফিরে আসে|"[১৮৯]

পঁচিশ.

শায়েখ আব্দুর রহমান বিন হাসান আলে শায়খ রহ. (মৃত্যু: ১২৮৫হি.)

...فمن خالف ما أمر الله به ورسوله صلي الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله، أو طلب ذلك اتباعاً لما يهواه ويريده فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه وإن زعم أنه مؤمن. اهـ

"যে ব্যক্তি আলস্নাহ ও তাঁর রাসূল সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামের বিরোধিতা করল, যেমন আলস্নাহ তায়ালার অবতীর্ণ বিধানের বিপরীত বিধান দ্বারা মানুষের মাঝে বিচার-ফায়সালা করল অথবা নিজ চাহিদা ও প্রবৃত্তির তাড়নায় তা করতে চাইল, সে ইসলাম ও ঈমানের বন্ধনীকে নিজ ঘাড় থেকে খুলে ফেলল| যদিও সে দাবী করে,আমি মুমিন|"[১৯০]

ছাব্বিশ.

---

১৮৫ সূরা-নিসা, আয়াত: ৬০
১৮৬সূরা নাহ্ল: ৩৬
১৮৭ আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ ফিল আজবিবাতিন্ নজদিয়্যাহ: ১৩/৪২৬
১৮৮ সূরা মায়িদাহ: ৫০
১৮৯ সাবীলুন নাজাত, পৃষ্ঠা: ৮৪
১৯০ ফাতহুল মাজীদ, পৃষ্ঠা: ৩৮১

আলস্নামা আহমাদ শাকের রহ.(মৃত্যু: ১৩৭৭হি.)

গত শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ আলেম ও প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, হাদীস শাস্ত্রে যার খিদমাত ও অবদান ভুলবার নয়, তিনি হলেন আহমদ শাকের রহ.|ফিক্বহে হানাফীতে যার ছিল অগাধ পা-ত্যি| যিনি জামেয়া আযহার থেকে ফিক্বহে হানাফীর উপর আ-ন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সনদ লাভ করেছিলেন এবং ফিক্বহে হানাফী অনুযায়ী মিশরের আদালতে প্রায় ২০ বছর বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন| তিনি তার বিভিন্ন লেখনীতে এ সমস্ত শাসকদের কুফরির বিষয়টি স্প ষ্টভাবে উলেস্নখ করেছেন| যেমন তিনি বলেন-

نرى في بعض بلاد المسلمين قوانين ضربت عليها، نقلت عن أوربة الوثنية الملحدة، وهي قوانين تخالف الإسلام مخالفة جوهرية في كثير من أصولها وفروعها، بل إن في بعضها ما ينقض الإسلام ويهدمه، وذلك أمر واضح بديهي، لايخالف فيه إلا من يغالط نفسه، ويجهل دينه أويعاديه من حيث لايشعر، وهي في كثير من أحكامه أيضا توافق التشريع الإسلامي، أو لا تنافيه علي الأقل وإن العمل بها في بلادالمسلمين غير جائز، حتي في ما وافق التشريع الإسلامي، لأن من وضعها حين وضعها لم ينظر إلي موافقته للإسلام أو مخالفتها، إنما نظر إلي موافقته القوانين أوربة أو لمبادئها وقواعدها، وجعلها هي الأصل الذي يرجع إليه، فهو آثم مرتد بهذا، سواء أوضع حكماموافقا للإسلام أومخالفا. اهـ (كلمة الحق ٩٥-٩٦)

"কিছু কিছু মুসলিম দেশে আমরা দেখতে পাই পৌত্তলিক ও নাস্তিক্যবাদী ইউরোপ থেকে আমদানীকৃত আইন কানুন চাপিয়ে দেয়া হয়েছে| অথচ এগুলো এমন বিধান, যা ইসলামের মৌলিক ও শাখাগত অনেক বিধানের গোড়ার সাথেই সাংঘর্ষিক| বরং তাতে এমন কিছু বিধানও রয়েছে যা ইসলামকে নস্যাৎ ও ধ্বংস করে দেয়| এ বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় স্প ষ্ট| এ ব্যাপারে শুধু ঐ ব্যক্তিই দ্বিমত পোষণ করতে পারে, যে তার দ্বীন সম্প র্কে অজ্ঞ হওয়ায় নিজের সাথে প্রতারণা করছে| অথবা অবচেতনভাবেই সে দ্বীনের বিরোধিতা করে চলেছে| হাঁ, তার অনেক বিধান এমনও আছে, যা বাহ্যত ইসলামি শরীয়তের সাথে সামঞ্জস্য রাখে কিংবা অন্তত তার সাথে সাংঘর্ষিক নয়| মুসলিম দেশগুলোতে এই বিধান কার্যকর করা কোনভাবেই বৈধ নয়| এমনকি সে বিধানগুলোও না, যেগুলো ইসলামী বিধানের সাথে সামঞ্জস্যশীল| কেননা যে এসব বিধান রচনা করেছে সেএটা লড়্গ করেনি যে,তা ইসলামের অনুকূল না ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক| সেবরং লড়্গ্য রেখেছেতা পশ্চিমা আইন ও তার মৌলিক নীতিমালারঅনুকূল হচ্ছে কি না? ওটাকেই সে মূল ভিত্তিরূপে গ্রহণ করছে| উক্ত ব্যক্তি এ কাজের দ্বারা পাপিষ্ঠ মুরতাদে পরিণত হয়েছে| চাই সে ইসলামের অনুকূল বিধান রচনা করম্নক কিংবা সাংঘর্ষিক বিধান রচনা করম্নক|"[১৯১]

তিনি আরো বলেন-

إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح، لا خفاء فيه ولا مداورة. ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام - كائناً من كان - في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها. فليحذر امرؤ لنفسه، "وكل امرئ حسيب نفسه". ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين،وليبلغوا ما أمروا بتبليغه، غير موانين ولا مقصرين.سيقول عني عبيد هذا "الياسق العصري" وناصروه إني جامد وإني رجعي، وما إلى ذلك من الأقاويل. ألا فليقولوا ما شاءوا، فما عبأت يوماً ما بما يقال عني، ولكني قلت ما يجب أن أقول"اهـ .

"নিঃসন্দেহে এই সমস্ত মানবরচিতআইন-কানূনেরবিষয়টি দিবালোকের ন্যায় সুস্প ষ্ট| এগুলো كفر بواحতথা সুস্প ষ্ট কুফর| এ ব্যাপারে কোন ধরনের গোপনীয়তা বা প্রতারণার অবকাশ নেই| মুসলিম দাবীদার কোন ব্যক্তির জন্য এসব বিধান অনুযায়ী আমল করা বা এগুলোর আনুগত্য করা বা এগুলোকে স্বীকৃতি দেয়ার কোনই সুযোগ নেই, সে যেই হোক না কেন| তার কোন অজুহাতই গ্রহণযোগ্য হবে না| সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজের ব্যাপারে সতর্ক থাকে| সকলের হিসাব-নিকাশের দায় তার নিজেকেই বহন করতে হবে|উলামায়ে কেরাম সাবধান! তারা যেন নির্ভীকভাবে এসত্য প্রকাশ করেন| তাদেরকে যা প্রচারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে কোন প্রকার অবহেলা ও শিথিলতা ব্যতীত তা প্রচার করেন| বর্তমান কালের এই ইয়াসিকের গোলাম ও সহযোগীরা অচিরেই

---

১৯১ কালিমাতুল হক্ব : ৯৫-৯৬

আমার সম্পর্কে বলবে, আমি নির্জীব, নিস্পৃহ| আমি পশ্চাদমুখী ইত্যাকার আরো কত নিন্দা! শুনে রাখ, তারা যা খুশি বলতে থাকুক| আমার ব্যাপারে কি বলা হবে আমি কোন দিনই তা পরোয়া করিনি; আমি তাই বলেছি যা বলা আমার উপর ফরয ছিল|"[১৯২]

তিনি আরোও বলেন-

ومن حكم بغيرما أنزل الله عامدا عارفا فهو كافر. ومن رضي عن ذلك وأقره فهو كافر, سواء أحكم بما يسميه شريعة أهل الكتاب أم بما يسميه تشريعا وضعيا. فكله كفر و خروج من الملة, أعاذناالله من ذلك. اهـ

"যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে জেনে শুনে আলস্নাহর বিধান ব্যতীত ভিন্ন বিধানে বিচার-ফায়সালা করে সে কাফের| যে এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং সমর্থন করে সেও কাফের| চাই সে এমন বিধান দ্বারা ফায়সালা করস্নক, যাকে সে আহলে কিতাবের শরীয়ত বলে নামকরণ করে কিংবা এমন বিধান দ্বারা করস্নক, যাকে মানবরচিত বিধান বলে নাম দেয়| এর সবই কুফর ও ইসলাম ত্যাগ| আলস্নাহ তায়ালা আমাদেরকে এসব থেকে রড়্গা করস্নন|"[১৯৩]

সাতাশ.

আলস্নামা মাহমুদ শাকের রহ. (মৃত্যু: ১৪১৮হি.)

আলস্নামা মাহমুদ শাকের রহ. বলেন-

فهذا الفعل إعراض عن حكم الله، ورغبة عن دينه وإيثار لأحكام أهل الكفرعلى حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر لايشك أحد من أهل القبلة على اختلافه في تكفيرالقائل به والداعي إليه. والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء، وإيثار حكم غير حكمه في كتابه وسنة نبيه، وتعطيل لكل ما في شريعة الله، بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة، وإدعاء المحتجين بذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا، ولعلل وأسباب انقضت فسقطت الأحكام كلها بانقضائها.اهـ

"একাজ (শরীয়ত বিরোধী সংবিধান রচনা)আলস্নাহর বিধানও তাঁর দ্বীন থেকে বিমুখতা প্রদর্শন এবং আলস্নাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বিধানের উপর কাফেরদের বিধানকে অগ্রাধিকার প্রদান| এ কাজ কুফর| কোনো মুসলমান; চাই সে যে মতেরই অনুসারী হোক না কেন, এর প্রবক্তা এবং এর দিকে আহ্বানকারীকে কাফের সাব্যস্ত্ম করতে সন্দেহ পোষণ করতে পারে না| আমরা আজ যেই পরিস্থিতিতে বসবাস করছি, তাকে তো বলা যায় কোন ব্যতিক্রম ছাড়াপরিপূর্ণরূপেই আলস্নাহর সকল বিধান বিবর্জিত হচ্ছে এবং তাঁর কিতাব ও তাঁর নবী সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামের সুন্নাহর বর্ণিত বিধানের বিপরীত বিধানকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে| আলস্নাহর শরীয়তের সবকিছুই মওকুফ করে দেয়া হয়েছে| বরং বিপর্যয় এত চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, আলস্নাহর নাযিলকৃত বিধানের উপর মানবরচিত বিধানের শ্রেষ্টত্ব প্রমাণে বিতর্ক করা হচ্ছে| বিতর্কীরা দাবী করছে, শরীয়তের বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়েছে ভিন্ন এক সময়ে এবং এমন কিছু কারণ ও প্রয়োজনের প্রেড়্গিতে যা ফুরিয়ে গেছে| সুতরাং সে সব কারণ ও প্রয়োজন আজ বর্তমান না থাকায় বিধানগুলোওবাতিল হয়ে গেছে|"[১৯৪]

আটাশ.

আলস্নামা শানক্বিতী রহ. (মৃত্যু: ১৩৯৩হি.)

তাফসীরস্নল কুরআন বিল কুরআনের অন্যতম তাফসীর গ্রন্থ **'আদওয়াউল বায়ান'** প্রণেতা প্রখ্যাত মুফাস্সির আলস্নামা শানক্বিতী রহ. স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে সম্পূর্ণ স্পষ্টরূপে এ সমস্ত্ম শাসকদের হুকুম বর্ণনা করেছেন|

তিনি আলস্নাহ তায়ালার বাণী-

---

১৯২ উমদাতুত তাফসীর, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ১৭৩-১৭৪

১৯৩ দেখুন: শায়খের তাহকীককৃত মুসনাদে আহামাদ, ৭৭৪৭ নং হাদীসের প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১৯৪ উমদাতুত তাফসীর, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ১৫৭

﴿إِنَّ هذا القرآن يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾

‘নিশ্চয়ই এই কুরআন হিদায়াত করে সেই আদর্শের দিকে যা সুদৃঢ়|’[১৯৫]

এর ব্যাখ্যায় বলেন-

ومن هدي القرآن للتي هي أقْوَم: بيانه أنه كل من اتبع تشريعاً غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواح، مخرج عن الملة الإسلامية. اهـ

“কুরআনের নির্দেশিত সুদৃঢ় আদর্শসমূহে একটি হলো- কুরআন বর্ণনা করে দিয়েছে, যে ব্যক্তি আদম সন্তানদের সর্দার মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুলস্নাহ সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামের আনীত বিধান ব্যতিরেকে অন্য কোন বিধান অনুসরণ করে, তার এই বিপরীত বিধানের অনুসরণ কুফরে বাওয়াহ-স্পষ্ট কুফর, যা মিলস্নাতে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়”[১৯৬]

আলস্নাহ তায়ালার বাণী-

﴿وَلاَ يُشْرِكُ فِى حُكْمِهِ أَحَدًا ﴾

‘তিনি কাউকে নিজ বিধানের ক্ষেত্রে শরীক করেন না|’[১৯৭]

এর ব্যাখ্যায় এ সমস্ত শাসকদের কুফরির ব্যাপারে একাধিক দলিল পেশ করার পর তিনি বলেন-

وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم. اهـ

“এ সকল আসমানী দলিল-প্রমাণ দ্বারা একেবারেই সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়, যারা ঐ প্রণীত কানূনের অনুসরণ করে, যা শয়তান তার বন্ধুদের মাধ্যমে প্রণয়ন করেছে, যা আলস্নাহ তায়ালা তাঁর রাসূলদের মাধ্যমে যে বিধান দিয়েছেন তার বিপরীত, তাদের কাফের ও মুশরিক হওয়ার ব্যাপারে শুধু সে ব্যক্তিই সন্দেহ করতে পারে, আলস্নাহ যার অন্তর্দৃষ্টি নিভিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের মতো তাকেও ওহীর নূর থেকে অন্ধ করে দিয়েছেন|”[১৯৮]

অন্যত্র বলেন-

ولما كان التشريع وجميع الأحكام، شرعية كانت أو كونية قدرية، من خصائص الربوبية. كما دلت عليه الآيات المذكورة كان كل من اتبع تشريعاً غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع ربا، وأشركه مع الله. والآيات الدالة على هذا كثيرة، وقد قدمناها مراراً. اهـ

“আইন প্রণয়ন এবং যাবতীয় বিধি-বিধান; চাই তা শরয়ী হোক বা তাকবীনি-সৃষ্টিগত হোক, এগুলো যেহেতু একান্তই রব্বুবিয়্যাতের বৈশিষ্ট্য- উপরোক্ত আয়াতসমূহ যেমনটা প্রমাণ করছে, তাই যে ব্যক্তিই গাইরুলস্নাহর আইনের অনুসরণ করল, সে প্রকৃতপক্ষে উক্ত আইনদাতাকে রব হিসেবে গ্রহণ করল এবং তাকে আলস্নাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করল| এর প্রমাণ-সম্বলিত আয়াত অনেক| বহুবার আমি সেগুলোর আলোচনা করে এসেছি|”[১৯৯]

আলস্নাহ তায়ালার বাণী-

{ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ }

‘আর যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, নিশ্চিত তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে|’[২০০]

এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন-

فهي فتوى سماوية من الخالق جل وعلا صرح فيها بأن متبع تشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن مشرك بالله . اهـ

---

১৯৫ সূরা বনী ইসরাঈল: ৯
১৯৬ সূরা আনআম: ১২১ তাফসীরে আদওয়াউল বায়ান, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৪০
১৯৭ সূরা কাহাফ: ২৬
১৯৮ তাফসীরে আদওয়াউল বায়ান, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ২৫৯
১৯৯ আদওয়াউল বায়ান: ৭/১৫৩
২০০ সূরা আনআম: ১২১

"এটি মহান স্রষ্টার পড়া থেকে আসমানী ফতওয়া| এতে তিনি স্প ষ্ট বলে দিয়েছেন, রহমানের শরীয়তের বিপরীত শয়তানের বিধানের অনুসারী ব্যক্তি মুশরিক তথা আলস্নাহ তায়ালার সাথে শিরককারী|"[২০১]

এ ছাড়াও তিনি উক্ত তাফসীর গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে অনেক দলিল পেশ করেসুদৃঢ়ভাবে প্রমাণ করেছেন যে, এ সমস্ত্ম শাসক ইসলামের গ- থেকে খারিজ হয়ে গেছে|

উনত্রিশ.

শায়েখ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আলে শায়খ রহ. (মৃত্যু: ১৩৮৯হি.)

সউদি আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতী আলে শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম রহ. বলেন-

لو قال من حكم القانون أنا أعتقد أنه باطل فهذا باطل لا أثر له، بل هو عزل للشرع، كما لو قال أحد أنا أعبد الأوثان واعتقد أنها باطل. اهـ

"মানব রচিত কানূনকে বিচারের মানদ-রূপে গ্রহণকারী ব্যক্তি যদি বলে,'আমি বিশ্বাস রাখি এটা বাতিল'- তাহলে তার এ কথা ধর্তব্য হবে না বরং তার এই কাজ হবে শরীয়ত প্রত্যাখান| যেমন গ্রহণযোগ্য নয় ঐ ব্যক্তির কথা যে বলে, 'আমি মূর্তি পূজা করি, তবে বিশ্বাস রাখি, এটা বাতিল|'"[২০২]

ইতিপূর্বে আমরা তাঁর আরো দুটি উদ্ধৃতি পেশ করেছি, যেখানে তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন-

القوانين كفر ناقل عن الملة ... وأما الذي قيل فيه : كفر دون كفر، إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاص وأن حكم الله هو الحق. فهذا الذي يصدر منه المرة و نحوها. أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل. اهـ

"শরীয়তবিরোধী কানূন এমন কুফর, যা (ব্যক্তিকে) ইসলাম ধর্ম থেকে বের করে দেয়| ... আর যেটার ড়োত্রে বলা হয়েছে যে, তা ছোট কুফর- সেটা হচ্ছে, যখন কেউ গাইরস্নলস্নাহর বিধানের নিকট বিচারপ্রার্থী হয়,কিন্তু সে বিশ্বাস রাখে, সে গোনাহগার হচ্ছে এবং আলস্নাহ তায়ালার বিধানই হক্ব| এটা একবার দু'বার হতে পারে| কিন্তু আনুগত্যের সঙ্গে সুবিন্যস্ত্ম ওধারাবাহিক আইন প্রণয়ন তো পরিষ্কারকুফর; যদিও বলে, 'আমরা ভুল করছি এবং শরীয়তের বিধানই ইনসাফপূর্ণ'|"[২০৩]

إنّ من الكفر الأكبر المستبين، تنزيل القانون اللعين، منزلة ما نزل به الروح الأمين، على قلب محمد ﷺ ... في الحكم به بين العالمين، والرّدّ إليه عند تنازع المتنازعين، مناقضة ومعاندة لقول الله عزّ وجلّ: {فإنْ تنازعتُم في شيءٍ فرُدّوه إلى اللهِ والرسولِ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسنُ تأويلاً}. اهـ

"সুস্প ষ্ট কুফরে আকবারের একটি হল- আলস্নাহ তায়ালার এ বাণীর বিপরীতে 'আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে তা আলস্নাহ ও রাসূলের কাছে নিয়ে যাও; যদি তোমরা আলস্নাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রেখে থাক| এটাই উৎকৃষ্টতর পন্থা এবং এর পরিণতিও সর্বাপেড়্গা শুভ|'[২০৪] লোকজনের মাঝে বিচারাচার এবং বাদানুবাদে লিপ্তদের মাঝে মীমাংসার জন্য, মানবরচিত অভিশপ্ত আইনকে ঐ বিধানের স্থলবর্তী করা, যে বিধান রূহুল আমীন (জীবরাঈল আলাইহিস সালাম) মুহাম্মাদ সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামের অন্ত্মরে অবতীর্ণ করেছেন| ..."[২০৫]

ত্রিশ.

আলস্নামা মুহাম্মাদ হামেদ আল-ফাক্কি রহ. (মৃত্যু: ১৩৭৮হি.)

তাফসীরে ইবনে কাসীর থেকে ইবনে কাসীর রহ.-এর পূর্বোলিস্নখিত ফতওয়া উলেস্নখ করার পর তিনি বলেন-

---

২০১ আদ-ওয়াউল বয়ান: ৭/১৫৪
২০২ আল-ফাতাওয়া, খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ১৫৭
২০৩ আল-ফাতাওয়া, খণ্ড: ১২, পৃষ্ঠা: ২৮০
২০৪ সূরা নিসা: ৫৯
২০৫ রিসালাতু তাহকীমিল কাওয়ানীন।

ومثل هذا وشرّ منه من اتّخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدّماء والفروج والأموال ويقدّمها على ما علم، وتبيّن له من كتاب الله وسنّة رسوله صلّى الله عليه وسلّم، فهو بلا شكّ كافر مرتدّ إذا أصرّ عليها، ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله ولا ينفعه أيّ اسم تسمّى به ولا أيّ عمل من ظواهر أعمال الصّلاة والصيّام والحجّ ونحوها. اهـ

"এরইমত (অর্থাৎ ইয়াসিকের অনুসারিদের মত); বরং আরো জঘন্য অবস্থা ঐ ব্যক্তির, যে ইউরোপিয়ানদের কথা বিধানরূপে গ্রহণ করে| জান, মাল, ইজ্জত-আব্রু'র সব কিছুতেই তার নিকট বিচার প্রার্থনা করে|আলস্নাহর কিতাব ও রাসূল সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামের সুন্নাহর যে বিধান সে জেনেছে, স্প ষ্টরূপে তার নিকট প্রতিভাত হয়েছে,তার উপর উক্ত বিধানকে অগ্রাধিকার দেয়| যদি বারংবার করে এবং আলস্নাহর বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করার দিকে ফিরে না আসে, তাহলে নি:সন্দেহে সে কাফের ও মুরতাদ| যে নামই সে ধারণ করস্নকতা তার কোন কাজে আসবে না| নামায, রোযা ও হজ্বের ন্যায় কোন বাহ্যিক আমলও তার কোন উপকার করবে না|"[২০৬]

একত্রিশ.

সায়্যিদ কুতুব রহ. (মৃত্যু: ১৯৬৬ইং)

আলোচ্য বিষয়ে তাঁর সুস্প ষ্ট বক্তব্যও আমরা ইতিপূর্বে উলেস্নখ করেছি| তিনি বলেন-

إن الذين يحكمون على عابد الوثن بالشرك، ولا يحكمون على المتحاكم إلى الطاغوت بالشرك، ويتحرجون من هذه ولا يتحرجون من تلك . . إن هؤلاء لا يقرأون القرآن ، ولا يعرفون طبيعة هذا الدين . . فليقرأوا القرآن كما أنزله الله؛ وليأخذوا قول الله بجد : { وإن أطعتموهم إنكم لمشركون } . اهـ

"যারা মূর্তিপূজারীকে কাফের বলে অথচ তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থীকে কাফের বলে না, এখানে দ্বিধা-দ্বন্ধ করে অথচ সেখানে দ্বিধা-দ্বন্ধ করে না- নিশ্চয়ই এসব লোক কুরআন পড়ে না| এই দ্বীনের তবিয়তও বুঝে না| তারা যেন কুরআনকে সেভাবেই পড়ে, যেভাবে আলস্নাহ তায়ালা তা নাযিল করেছেন| আলস্নাহ তায়ালার এ বাণীকে যেন তারা যথার্থভাবে গ্রহণ করে- {তাদের আনুগত্য করলে নিশ্চিত তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে|}"[২০৭]

তিনি আরোও বলেন-

إما إسلام وإما جاهلية. إما إيمان وإما كفر. إما حكم الله وإما حكم الجاهلية. والذين لا يحكمون بما أنزل الله هم الكافرون الظالمون الفاسقون. والذين لا يقبلون حكم الله من المحكومين ما هم بمؤمنين. اهـ

"হয়তো ইসলাম নয়তো জাহিলিয়্যাত| হয়তো ঈমান নয়তো কুফর| হয়তো আলস্নাহর বিধান নয়তো জাহিলিয়্যাতের বিধান| যারা আলস্নাহর বিধান দ্বারা বিচার-ফায়সালা করে না তারা কাফের, জালেম, ফাসেক| যেসব বিচারাধীন ব্যক্তি আলস্নাহর বিধান গ্রহণ করে না তারা মুমিন নয়|"[২০৮]

বত্রিশ.

শাইখুল ইসলাম যাহিদ কাউসারী রহ. (মৃত্যু: ১৩৭১হি.)

আলস্নামা যাহিদ কাউসারী রহ.-এর নিকট সিরিয়া থেকে একটি ইসতিফতা আসে| ইসতিফতাটি তাঁর নিজের ভাষায় নিস্নরূপ-

فقد ورد من بعض العلماء الأفاضل في حلب الشهباء استفتاء يسألني فيه عن حكم شرع الله في مسلم يطالب حكومته في بلد إسلامي عريق في الإسلام بإبعاد النص على أن (دين الدولة الرسمي هو الإسلام) عن دستور تلك الحكومة إحلالا للأحكام الوضعية اللادينية محل أحكام شرع الله. يسألني فيه أيضا عن حكم الشرع الأغر في مسلم يكون سببا لاستفحال ذلك الشر بسكوته عن تأييد الحق في هذه الكارثة، وفي هذا الخطر الداهم. اهـ

"হালাবের সম্মানিত কতক আলেমের কাছ থেকে আমার নিকট একটি ইসতিফতা এসেছে| সেখানে তারা আমার কাছে ঐ মুসলমানের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান জানতে চাচ্ছেন, যে মুসলমান মজবুতএকটি ইসলামী

২০৬ ফাতহুল মাজীদ, পৃষ্ঠা: ৩৯৬
২০৭ ফী যিলালিল কুরআন, সূরা আনআম: ৩/১৫৪
২০৮ ফী-যিলালিল কুরআন, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৮৫

রাষ্ট্রের সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছে-'সংবিধান থেকে (রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম) কথাটি বাদ দিতে;আলস্নাহ তায়ালার শরঈ বিধি বিধান অপসারণ করে তদস্থলে মানব রচিত ধর্মহীন আইন-কানূন প্রতিস্থাপনকরার জন্য|'তারা সেই মুসলমানের শরয়ী বিধানও জানতে চাচ্ছেন যে এই মহাসঙ্কটময় পরিস্থিতিতে হকের সাহায্য না করে নীরবতা অবলম্বন করছে| যার ফলে এই অনিষ্ট ক্রমান্বয়ে বড় আকার ধারণ করছে|"[২০৯]

উপরোক্ত প্রশ্নের জবাবে তিনি লিখেন-

إن هذه هي أدعى الدواهي وأعظم المصائب، يذوب لهولها قلب كلّ مؤمن صادق الإيمان، ولا سيّما في مثل بلاد الشام التي لها ماض مجيد في خدمة الإسلام، فالمسلم إذا طالب بمثل ذلك في سلامة عقله يجري عليه حكم الردة في بلد يكون فيه الإسلام نافذ الأحكام، وفي غيره يُهجر هذا المطالب هجرا كليًا فلا يكلم ولا يعامل في أمر أصلاً حتى تضيق عليه الأرض بما رحبت ويتوب وينيب. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن دين الإسلام جامع لمصلحتي الدنيا والآخرة، ولأحكامهما دلالة واضحة لا ارتياب فيها، فتكون محاولة فصل الدين من الدولة كفرا صارخًا منابذا لإعلاء كلمة الله، وعداءً موجها إلى الدين الإسلامي في صميمه، ويكون هذا الطلب من هذا المطالب إقرار منه بالانبتار والانفصال فيلزمه بإقراره، فنعده عضوًا مبتورًا من جسم جماعة المسلمين وشخصًا منفصلاً عن عقيدة الإسلام، فلا تصح مناكحته ولا تحل ذبيحته لأنه ليس من المسلمين ولا من أهل الكتاب. اهـ

"নিশ্চয়ই এটি চরম বিপর্যয়, কঠিন মুসিবত; যার ভয়াবহতায় সত্য ঈমানের অধিকারী প্রতিটি সাচ্ছা মুমিনের হৃদয় প্রকম্পি ত হয়ে উঠে| বিশেষ করে সিরিয়ার মত রাষ্ট্রে, ইসলামের খেদমতে যার রয়েছে গৌরবময় অতীত| কোন মুসলমানের আকল সুস্থ থাকা সত্ত্বেও যদি সে এ ধরনের আবেদন জানায়, তাহলে যে অঞ্চলে ইসলামী বিধি-বিধান বাস্ত্মবায়িত রয়েছে, সেখানে তার উপর মুরতাদেরবিধান জারি হবে|আর অন্য এলাকা হলে এই আবেদনকারীকে পরিপূর্ণ বয়কট করতে হবে| তার সাথে কোন ধরনের কথা-বার্তা বা লেনদেন করা যাবে না| যতক্ষণ না জমিন প্রশস্ত্ম হওয়া সত্ত্বেও তার জন্যসঙ্কীর্ণ হয়ে আসে এবং সে তাওবা করে ফিরে আসে|কুরআন ও সুন্নাহর নসগুলো সুস্প ষ্ট ও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে, ইসলাম ধর্ম দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের কল্যাণ ও বিধি-বিধানের সমাহার| তাই রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করার প্রচেষ্টা সুস্প ষ্ট কুফর| আলস্নাহর কালিমাকে বুলন্দ করার বিরোধিতা| দ্বীনে ইসলামের একেবারে মূল বিষয়ের সঙ্গে শত্রস্নতা|এ আবেদকের এই আবেদন তার পক্ষ থেকে (দ্বীন থেকে) পৃথকও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার স্বীকারোক্তি বলে গণ্য হবে| তার স্বীকারোক্তির দ্বারাই এই বিধান তার উপর বর্তাবে| ফলে আমরা তাকে মুসলিম উম্মাহর শরীর থেকে একটি কর্তিত অঙ্গ এবং ইসলামী বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন একব্যক্তি বলে গণ্য করব| তার সাথে বিবাহ বৈধ হবে না, তার জবেহকৃত পশুর গোশত হালাল হবে না|কারণ সে মুসলিমও নয়, আহলে কিতাবও নয়|"

এরপর কাউসারী রহ. এই ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রমাণ পেশ করেন| অতঃপর বলেন-

وأما الساكت من أهل الشأن عن تأييد الحق في مثل تلك الكارثة فإنما هو شيطان أخرس وردء لأهل الردة. اهـ

"এই কঠিন বিপর্যয়ে নেতৃস্থানীয়দের যারা সত্যকে সাহায্যনা করে নীরবতা অবলম্বন করবেতারা বোবা শয়তান এবং মুরতাদদের সহায়ক|"[২১০]

কাউসারী রহ. এর কাছে প্রশ্ন ছিল এমন সব সাধারণ মুসলমানের ব্যাপারে যারা ইসলামী শাসন অপসারণ করে তদস্থলে মানব রচিত লা-দ্বীনি শাসন জারি করার আবেদন জানিয়েছিল|তিনি তাদেরকে মুরতাদ বলে ফতোয়া দিয়েছেন| যদি আবেদন জানানোর কারণেই মুরতাদ হয়ে যায়, তাহলে কুফরী আইন প্রণয়ন করে তা দিয়ে যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করছে তাদের বিধান কি হবে?| আলস্নাহ তায়ালা আমাদের হেফাজত করস্নন|

তেত্রিশ.

শায়খ মুহাম্মাদ নাঈম ইয়াসীন দা. বা.

---

২০৯ মাক্বালাতুল কাউছারী, অধ্যায়: হুকমু মুহাওয়ালাতি ফাসলিদ দ্বীনি আনিদ দাওলাহ্, পৃষ্ঠা: ২৭৮

২১০ মাক্বালাতুল কাউছারী, অধ্যায়: হুকমু মুহাওয়লাতি ফাসলিদ দ্বীনি আনিদ দাওলাহ্, পৃষ্ঠা: ২৭৮-২৭৯

فمن سن قانونا يبيح بموجبه الزنا أو الربا أو أي شيء من المعاصى المتفق على حرمتها في شرع الله فقد كفر. ويكفر جميع من يسهم برضاه في إصدار بمثل هذا القانون. اهـ

"যদি কোন ব্যক্তি এমন কোন আইন প্রণয়ন করে, যার মাধ্যমে যিনা, সুদ বা আলস্নাহ তায়ালার শরীয়তে সর্বসম্মত হারাম কোন গুনাহের বৈধতা দিয়ে দেয়, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে| এই ধরনের আইন প্রবর্তনে যারা সম্মতি প্রকাশ করবে, তাদের সকলেই কাফের হয়ে যাবে|"[২১১]

চৌত্রিশ.

শায়েখ সালেহ আল মুনাজ্জিদ (ফাক্কালস্নাহু আসরাহু)

تشريع الأحكام الوضعية المخالفة لحكم الله ورسوله في الدماء والأعراض والأموال ، كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام ، لا شك في ذلك ولا ريب ، ولا خلاف فيه بين علماء الإسلام ، فإن هذا التشريع منازعة لله تعالى في حكمه ، ومضادة له في شرعه ، **وقد قال تعالى** : ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ﴾ الشورى/٢١ . **وقال سبحانه في طاعة من أباح الميتة:** ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ الأنعام/١٢١. وقال سبحانه : ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا . وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾ النساء/٦٠، ٦١.

وإذا كان هذا حكم الله فيمن أراد التحاكم إلى الطاغوت ، فكيف بالطاغوت نفسه الذي يشرع من دون الله . وكيف لا يكون التشريع المخالف لشرع الله كفرا ، وهو لابد يتضمن تحليل الحرام ، وتحريم الحلال ، أو إعطاء المشرعين الحق في ذلك ، فلهم أن يحلوا ما شاءوا ، وأن يحرموا ما أرادوا ، وما اتفق عليه أغلبيتهم كان واجب التنفيذ ، يعاقب ويجرّم من يخالفه ، وهذا غاية الكفر. اهـ

"জান, মাল ও ইজ্জত-আব্রুর ক্ষেত্রে আলস্নাহ ও তাঁর রাসূল সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামেরবিধানের বিপরীত বিধান প্রণয়ন কুফরে আকবার,যা ব্যক্তিকেমিলস্নাতে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়| এতে কোন সংশয় বা সন্দেহের অবকাশ নেই| উম্মাহ্র উলামায়ে কেরামের মাঝে এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই| কেননা এ বিধান প্রণয়নের অর্থ- বিধান দানের অধিকার নিয়ে আলস্নাহ তায়ালার সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়া এবং তার শরীয়ত নিয়ে তার সাথে বিরোধীতায় অবতীর্ণ হওয়া|

আলস্নাহ তায়ালা বলেন,'তাদের জন্য এমন কিছু শরীক আছে কি, যারা তাদের জন্য দ্বীনের এমন বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আলস্নাহ দেননি?'[২১২]

যারা মৃত প্রাণীকে বৈধ বলে তাদের আনুগত্যের ব্যাপারে আলস্নাহ তায়ালা বলেন, 'যেসব জন্তুর উপর আলস্নাহর নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো ভক্ষণ করো না; এটা গোনাহ| নিশ্চয়ই শয়তানরা তাদের বন্ধুদের নিকট ওহী প্রেরণ করে, যাতে তারা তোমাদের সাথে বিতর্ক করে| যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, নিশ্চয় তোমরাও মুশরিক|'[২১৩]

আলস্নাহ তায়ালা আরোওবলেন, 'আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর তারা ঈমান এনেছে, কিন্তু তারা তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থনার ইচ্ছা পোষণ করে| অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, যেন তারা তাগুতকে অস্বীকার করে| পক্ষান্তরে শয়তান চায় তাদেরকে পরিপূর্ণ পথভ্রষ্ট করতে| আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আস আলস্নাহর নাযিলকৃত বিধানের দিকে এবংরাসূলের কাছে, তখন আপনি মুনাফেকদিগকে দেখবেন, ওরা আপনার কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে দূরে সরে যাচ্ছে|'[২১৪]

---

২১১ শায়খ প্রণীত 'কিতাবুল ঈমান': ১০৪
২১২ সূরা শুরা: ২১
২১৩ সূরা আনআম: ১২১
২১৪ সূরা নিসা: ৬০-৬১

যে ব্যক্তি তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থনার ইচ্ছা পোষণ করে, তার ব্যাপারে যদি আলস্নাহর হুকুম এমন হয়, তাহলে আলস্নাহ তায়ালার বিধানের বিপরীত বিধান রচনাকারী তাগুতের বিধান কি হতে পারে?!!আর আলস্নাহর বিধানের বিপরীত বিধান রচনা কেনই বা কুফর হবে না; অথচ নিশ্চিতভাবে তাতে হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করা হয় অথবা আইনপ্রণেতাদেরকে উক্ত অধিকার প্রদান করা হয়?! তারা যা ইচ্ছা হালাল করবে যা ইচ্ছা হারাম করবে| তাদের অধিকাংশ যেটির পড়ো মত দেবে তাকেই বাস্ত্মবায়ন করা আবশ্যক হবে| যে এর বিপরীত করবে তাকে অপরাধী গণ্য করা হবে| শাস্ত্মি প্রদান করা হবে| এ তোচূড়ান্ত্ম পর্যায়ের কুফর!"[২১৫]

পঁয়ত্রিশ.

আব্দুল কাদের আওদাহ রহ. (মৃত্যু: ১৯৫৪ইং)

ولا خلاف بينهم - الأئمة المجتهدين - قولا واعتقادا في أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, وأن إباحة المجمع على تحريمه كالزنا والسكر, واستباحة إبطال الحدود, وتعطيل أحكام الإسلام, وشرع ما لم يأذن به الله, إنّما هو كفر وردّة, وأن الخروج على الحاكم المسلم إذا ارتدّ واجب على المسلمين. اهـ (الإسلام وأوضاعنا السياسية)

"মুজতাহিদ ইমামগণের বক্তব্য ও আকীদা-বিশ্বাস কোন দিক থেকেই তাদের মাঝে দ্বিমত নেই যে, স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির আনুগত্য বৈধ নয়|সর্বসম্মত হারামের বৈধতা দিয়ে দেয়া- যেমন যিনা, নেশা, হুদুদ বাতিল করা,ইসলামী বিধি বিধান মওকুফ ও অকার্যকর করে দেয়া;আলস্নাহর অননুমদিত বিধান প্রণয়ন করা, কুফর ও রিদ্দাহ| আর যখন মুসলমান শাসক মুরতাদ হয়ে যায় তখন তার বিরম্নদ্ধে বিদ্রোহ করা মুসলমানদের উপর ফরয|"[২১৬]

ছত্রিশ.

শায়েখ আব্দুর রায্যাক আফিফী রহ. (মৃত্যু: ১৯৯৪ইং)

إن من كان منتسباً للإسلام عالماً بأحكامه، ثم وضع للناس أحكاماً وهيأ لهم نظماً ليعملوا بها ويتحاكموا إليها، وهو يعلم أنها تخالف أحكام الإسلام، فهو كافر خارج من ملة الإسلام، وكذا الحكم فيمن أمر بتشكيل لجنة أو لجان لذلك. ومن أمر الناس بالتحاكم إلي تلك النظم والقوانين أو حملهم على التحاكم إليها وهو يعلم أنها مخالفة لشريعة الإسلام . اهـ (شبهات حول السنة)

"মুসলিম দাবিদার এবং ইসলামের বিধান সম্প র্কে জ্ঞাত কোন ব্যক্তি যদি জনগণের জন্য বিধান প্রণয়ন করে কিংবা কোনো নেজাম তৈরি করে; যেন মানুষ সে অনুযায়ী আমল করে, সে অনুযায়ী বিচারাচার করায়; অথচ সে জানে তা ইসলামী বিধানের বিপরীত,তাহলে সে কাফের এবংইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হয়ে যাবে| একই বিধান সেই ব্যক্তিরও,যে এজন্য এক বা একাধিক আইন পরিষদ গঠনের আদেশ প্রদান করে এবং যে ব্যক্তি ঐসব আইন ও নেজাম অনুযায়ী বিচারাচার করাতে জনগণকে আদেশ করে অথবা বাধ্য করে; অথচ সে জানে এগুলো ইসলামী শরীয়তের বিপরীত|"[২১৭]

সাইত্রিশ.

আলস্নামা সাঈদ আল কাহতানী দা.বা.

২১৫https://islamqa.info/ar/118135
২১৬ আল-ইসলাম ও আওদা-'উনাস সিয়াসিয়্যা, পৃষ্ঠা: ৬০
২১৭ শুবহাতুন হাওলাস-সুন্নাহ

...وأما ما جد في حياة المسلمين - ولأول مرة في تاريخهم - وهو تنحية شريعة الله عن الحكم ورميها بالرجعية والتخلف وأنها لم تعد تواكب التقدم الحضاري، والعصر المتطور فهذه ردة جديدة في حياة المسلمين. إذ الأمر لم يقتصر على تلك الدعاوى التافهة، بل تعداه إلى إقصائها فعلاً عن واقع الحياة واستبدال الذي هو أدنى بها، فحل محلها القانون الفرنسي أو الإنجليزي أو الأمريكي أو الاشتراكية الإلحادية وما أشبه ذلك من تلك النظم الجاهلية الكافرة. اهـ

"বর্তমান মুসলিম সমাজে এবং মুসলিমইতিহাসে এই সর্বপ্রথম যে ফিতনা দেখা দিয়েছে- তা হল, আলস্নাহ তায়ালার শরীয়তকে বিচারকার্য থেকে দূরীভূত করে দেয়া, তাকে পশ্চাতমুখী, উন্নয়নের পথে বাঁধা, সভ্যতার অগ্রযাত্রার মিছিলে ও যুগের বিবর্তনে অগ্রহণযোগ্য আখ্যায়িত করা| এটা মুসলমানদের জীবনে নতুন ধরনের রিদ্দাহ্| কারণ বিষয়টি শুধু এই অসারদাবি দাওয়ার মাঝেই সীমিত থাকেনি; বরং তা অতিক্রম করে বাস্ত্মব জীবন থেকে শরীয়তকে অপসারণ করা পর্যন্ত্ম সংক্রমিত হয়েছে| আলস্নাহ তায়ালার বিধানকে নিম্নমানের আইন দ্বারা পরিবর্তন করে ছেড়েছে| ফলে ফরাসী, বৃটিশ, মার্কিন, নাস্ত্মিক্যবাদী সমাজতন্ত্রসহ এ ধরনের জাহেলী কুফরি নানা ইজম ও মতবাদ আলস্নাহ তায়ালার শরীয়তের স্থলেস্থান করে নিয়েছে|"[২১৮]

আটত্রিশ.

আধুনিক সমরবিশেষজ্ঞ আবু মুসআব আস-সুরী (ফাক্কালস্নাহু আসরাহু)

إن حكام المسلمين القائمين في بلادنا اليوم عطلوا أحكام الله تعالى ورسوله كلاً أو جزءاً واتخذوا لأنفسهم ولقومهم أحكاماً استوردوها من شرق أو غرب أو من أهواء أنفسهم فابتدعوا بذلك "ياسقاً عصرياً" هو شرٌ من ياسق جنكيز خان، ليحكموا به في الدماء والأموال والأعراض والشؤون الأخرى، وبذلك فقد ارتدّوا وخرجوا من ملّتنا ملة الإسلام، فهم كما قال الله تعالى عنهم، كافرون ظالمون فاسقون، وهذه أكبر جرائمهم وليس بعد الكفر ذنب. اهـ

"আমাদের দেশগুলোতে প্রতিষ্ঠিত যে সমস্ত্ম শাসক আজ মুসলমানদেরকে শাসন করছে, এরা পূর্ণরূপে অথবা আংশিকভাবে আলস্নাহ ও তাঁর রাসূল সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামের বিধানসমূহ মওকুফ ও অকার্যকর করে রেখেছে| নিজেদের জন্য ও তাদের সম্প্রদায়ের জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য থেকে আমদানীকৃত কিংবা নিজ প্রবৃত্তি প্রণীত বিধান গ্রহণ করেছে| এগুলোর সমন্বয়ে তারা 'সমকালিন ইয়াসিক' উদ্ভাবন করেছে, যা চেঙ্গিস খানের ইয়াসিক থেকেও নিকৃষ্ট| তারা এর উদ্ভব ঘটিয়েছে জান, মাল, ইজ্জত-আব্রম্ন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এরই দ্বারা বিচার-ফায়সালা করার উদ্দেশ্যে| এর কারণে তারা মুরতাদ হয়ে গেছে এবং আমাদের মিলস্নাত ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছে| যেমনটি আলস্নাহ তায়ালা বলেছেন-'তারা কাফের, জালেম ও ফাসেক|' এগুলো তাদের বড় অপরাধ| কুফরের চেয়ে বড় কোন অপরাধ নেই|"[২১৯]

উনচলিস্নশ.

মুজাদ্দিদুয যমান শহীদ আবু আব্দুলস্নাহ উসামা বিন লাদেন রহ. (মৃত্যু: ২০১১ইং.)

ولقد تواترت نصوص القرآن والسنة وأقوال علماء الأمة على أن كل من سوغ لنفسه أو لغيره إتباع تشريع وضعي أو قانون بشري مخالف لحكم الله تعالى فهو كافرٌ خارجٌ عن الملة. اهـ

"এই মর্মে কুরআন-সুন্নাহ্র নুসূস ও উম্মাহ্র আলেমগণেরঅভিমত মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত রয়েছে যে, যে ব্যক্তি নিজের জন্য অথবা অন্য কারো জন্য আলস্নাহ তায়ালার বিধান পরিপন্থী মানবরচিত আইন বা বিধানের অনুসরণের অনুমোদন দেবে সে ইসলাম থেকে খারিজ ও কাফের হয়ে যাবে|"[২২০]

চলিস্নশ.

শায়েখ শহীদ আবু ইয়াহইয়া আল-লিবী রহ. (মৃত্যু: ২০১২ইং.)

اتفق العلماء قاطبةً على أنَّ مَن اتخذ له مرجعاً غير كتاب الله وسنة نبيه ﷺ، يحلل به الحرام المجمع عليه، أو يحرم به الحلال المجمع عليه، فهو كافرٌ يجب قتاله حتى يرجع إلى الحق ويستسلم وينقاد ويذعن للدين الذي لا يقبل الله من المرء سواه، وسواء سُمي ذلك المرجعُ قانوناً، أو دستوراً، أو نظاماً، أو عرفاً، أو عادةً،

২১৮ আল-ওয়ালা ওল-বারা, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৫৪
২১৯ আত তাজরিবাতুল জিহাদিয়্যাহ্, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১০৮-৯
২২০ রিসালাতুন ইলা আবি রিগাল, পৃষ্ঠা: ২

أو مرسوماً، أو ياسقاً، أو غيرها، فكلُ ذلك في الحُكم سواء، فالعبرة في شرعنا بالحقائق والمسميات لا بالرسوم والأسماء، وسواء كان ذلك المرجعُ عالمياً أو إقليمياً أو محلياً أو قبلياً، ففي كل هذه الحالات لا يخرج عن كونه حكماً جاهلياً بنص القرآن ووصفه كما قال أحكم الحاكمين: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾المائدة/٥٠، فلا طريق إلى التلفيق والتوفيق فإما حكم الله الذي أوحاه لنبيه ﷺ وإما حكم الجاهلية الجهلاء مهما ازَّينت وتبخترت وتطوَّرت. اهـ

"উলামায়ে কেরাম সবাই একমত, যে ব্যক্তি কিতাবুলস্নাহ ও রাসূল সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামের সুন্নাহ ব্যতীত নিজের জন্য অন্য কোন উৎস গ্রহণ করবে, যার মাধ্যমে সে সর্বসম্মত কোন হারামকে হালাল অথবা হালালকে হারাম করবে,সে কাফের হয়ে যাবে| তার বিরস্নদ্ধে কিতাল ফরয;যতড়াণ না সে হক্বের দিকে ফিরে আসে, আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করে এবং আত্মসমর্পণ করে সেই দ্বীনের সামনে, যা ছাড়া আলস্নাহ তায়ালা মানুষ থেকে অন্য কিছুই গ্রহণ করবেন না| উক্ত উৎসের যে নামকরণই করা হোক- আইন, সংবিধান, নিয়ম, নেজাম, রীতি, প্রথা, ইয়াসিক বা অন্য কিছু- সবগুলোর বিধান একই|আমাদের শরীয়তে বিবেচ্য বিষয় হাকিকত ও বাস্ত্মবতা; নাম ও শব্দ নয়| উক্তউৎস আন্ত্মর্জাতিক হোক বা দেশীয়, আঞ্চলিক হোক বা গোত্রীয়-সকল অবস্থাতেই তা জাহিলী বিধান বলেই গণ্য হবে| কুরআনে কারীমের নস ও সুস্প ষ্ট বক্তব্যদ্বারা এটাই প্রমাণিত| আহকামুল হাকিমীন আলস্নাহ তায়ালা বলেন, তারা কি জাহিলিয়্যাতের বিধি-বিধান কামনা করে? বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আলস্নাহ অপেড়্গা কে শ্রেষ্ঠতর বিধানদাতা?[২২১]

সুতরাং সমন্বয় সাধন ও জোড়াতালি লাগানোর কোনই সুযোগ নেই| হয় আলস্নাহ তায়ালার বিধান, যা তিনি ওহীর মাধ্যমে নবী সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামের উপর অবতীর্ণ করেছেন; নয় অজ্ঞতাপূর্ণ জাহিলিয়্যাতের বিধান; তা যতই সজ্জিত, গর্বিত ও উন্নত হোক না কেন|"[২২২]

একচলিস্নশ.

হাকীমুল উম্মাত আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিযাহুলস্নাহ

فقد تغلّب على أهلها حكّام كفّار مجرمون، حكموا المسلمين بأحكام اليهود والنصارى، ووالوا أعداء الله تعالى... فهؤلاء الحكام كفّار بنصّ الكتاب والسنّة وإجماع سلف الأمّة، يجب على كلّ مسلم جهادهم باليد والمال واللسان، كلٌّ بحسب طاقته وقدرته، ولا يؤثّر في ذلك أنّهم يتسمّون بأسماء المسلمين، ويتكلّمون بلسانهم، فلا فرق في إطلاق أحكام الكفر بين من كان من الكفار الأصليين ومن ينتسب زوراً وبهتاناً إلى هذا الدين. اهـ

"মুসলমানদের উপর জবরদস্ত্মি চেপে বসেছে পাপিষ্ঠ কাফের শাসকবর্গ| তারা মুসলমানদেরকে শাসন করছে ইহুদ-নাসারার বিধান দ্বারা|বন্ধুত্ব করছে আলস্নাহ তায়ালার শত্রস্নদের সাথে| .... কুরআন-সুন্নাহ'র সুস্প ষ্ট বক্তব্য ও উম্মাহ্র সালাফগণের ইজমা অনুযায়ীএসব শাসক কাফের| প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয, প্রত্যেকের নিজ নিজ শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের বিরস্নদ্ধে জান, মাল ও যবান দ্বারা জিহাদ করা| তারা যে মুসলমান নাম ধারণ করে আছে এবং তাদের ভাষাতেই কথা বলছে এ ড়োত্রে তার কোনই প্রভাব পড়বেন না| যারা জন্মগত আসলকাফের আর যারা মিথ্যা ও বানোয়াটভাবে এ দ্বীনের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে নিয়েছে- কুফরের বিধান প্রয়োগের ড়োত্রে উভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই|"[২২৩]

বিয়ালিস্নশ.

শহীদুল উম্মাহ্ আব্দুলস্নাহ আয্যাম রহ. (মৃত্যু: ১৯৮৯ইং.)

---

২২১ সূরা মায়িদাহ: ৫০

২২২ আল জিহাদ ওয়া মা'রেকাতুশ শুবহাত, পৃষ্ঠা: ১৮

২২৩ মা'আলিমুল জিহাদ, সংখ্যা:১, পৃষ্ঠা: ২৭

الحاكم الذي يشرع بغير ما أنزل الله هذا غير مسلم خارج من الملة، لأنه كالذي يغير الصلاة. المقنن الذي قنن القوانين ووضعها، صاغها في قوالب، هذا كافر كذلك خارج من الملة، قد يكون يصلي ويصوم، لكنه كافر لأنه يحل الحرام ويحرم الحلال. اهـ

"যে শাসক আলস্নাহর অবতীর্ণ বিধানের বিপরীত আইন প্রণয়ন করে সে অমুসলিম; মুসলিম মিলস্নাত থেকে খারিজ| কেননা সে ঐ ব্যক্তির ন্যয়, যে নামাযকে পরিবর্তন করে| যে ব্যক্তি আইন প্রণয়ন করে এবং বিভিন্নরূপে তাকে বিন্যস্ত্ম করে, সেও একইভাবে কাফের এবং মুসলিম মিলস্নাত থেকে খারিজ| হতে পারে সে নামায আদায় করে, রোযা পালন করে; তথাপি সে কাফের| কেননা সে হালালকে হারাম করে এবং হারামকে হালাল করে|"[২২৪]

তিনি আরো বলেন-

ولا يُشرّع أحدٌ قانوناً من القوانين الوضعية ويستبدلها بشرع الله وقانونه إلاّ ويمرّ في ذهنه أن هذا القانون أفضل من قانون الله لهذه المرحلة، وهذا كفرٌ بَوَاحٌ لا يشك في ذلك أحد من أهل هذه الملة، ليس هناك أي فرق بين من يقول إنّ صلاة الفجر ثلاث ركعات وبين من يقول إن حكم القاتل سجن سنة، وليس هناك فرق بين من يقول إن عقوبة الزاني سجن ستة أشهر وبين من يقول إن صيام رمضان محرّم على الناس. اهـ

'যে ব্যক্তি মানব রচিত কোন বিধান প্রণয়ন করে এবং তার মাধ্যমে আলস্নাহর বিধান ও আইনকে পরিবর্তন করে, অবশ্যই তার চিন্ত্মায় এটা আসে যে, এ ড়োত্রে তার বিধানটি আলস্নাহর বিধানের চেয়ে ভালো| আর এটি যে 'কুফরে বাওয়াহ' তথা স্পষ্ট কুফর এ ব্যাপারে উম্মাহ্র একজন ব্যক্তিও সন্দেহ করতে পারে না| যে ব্যক্তি বলে, ফজরের নামায তিন রাকাত আর যে ব্যক্তি বলে, হত্যাকারীর বিচার এক বছর জেল-তাদের উভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই| যে ব্যক্তি বলে যিনার শাস্ত্মি ছয় মাস জেল আর যে বলে, রমযান মাসে রোযা মানুষের জন্য নিষিদ্ধ-তাদের উভয়ের মাঝেও কোন ব্যবধান নেই|'[২২৫]

অন্যত্র বলেন-

الذين يشرّعون بغير ما أنزل الله كفارٌ وإن صلّوا وصاموا وأقاموا الشعائر الدينية، والقانونُ الذي يحكم في الأعراض والدماء والأموال هو الذي يحدد هويةالحاكم من حيث الكفر والايمان. اهـ (مفهوم الحاكمية فى فكر الشهيد عبد الله عزام)

"যারা আলস্নাহ তায়ালার বিধানের বিপরীত বিধান রচনা করে তারা কাফের, যদিও তারা নামায পড়ে, রোযা রাখে, দ্বীনি শি'য়ারগুলো প্রতিষ্ঠা করে| জান, মাল ও ইজ্জত-আব্রস্নর ড়োত্রে শাসক যে আইনকে বিচারের মানদ-রূপে গ্রহণ করবে সেটিই তার ঈমান ও কুফরের বিষয়টি নির্ধারণ করবে|"[২২৬]

২২৪ ফী যিলালি সূরাতিত তাওবাহ, পৃষ্ঠা: ৫৭
২২৫ মাফহুমুল হাকিমিয়্যাহ, পৃষ্ঠা: ১৪/১৫
২২৬ মাফহুমুল হাকিমিয়্যাহ, পৃষ্ঠা: ৩

ইতিহাসে কুফরি শাসন

এক.

ইয়াহুদ-নাসারা কর্তৃক কুফরী শাসন

ইহুদ-নাসারার আলেমরা শরীয়তের হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করতো এবং শরীয়তের বিধি-বিধানে রদবদল করতো| তাদের সাধারণ জনগণ আলস্নাহর বিধান ছেড়ে এদের বানানো আইন-কানূন গ্রহণ করে নিত| আলস্নাহ তায়ালা এদেরকে কাফের ঘোষণা করেছেন| ইতিপূর্বে কোরআন সুন্নাহর আলোকে আমরা বিষয়টি আলোচনা করেছি|

দুই.

আরবের মুশরিক নেতৃবৃন্দ কর্তৃক কুফরি শাসন

আরবীয় মুশরিক নেতারা হারাম মাসকে হালাল আর হালাল মাসকে হারাম করতো| আলস্নাহ তায়ালা এদের এ কাজকে কুফরের উপর কুফর সাব্যস্স্ন করেছেন| এবিষয়টিও আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি|

এ দু'টি পর্ব ছিল ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে|

তিন.

তাতারদের কুফরী শাসন

ইসলামের প্রথম ছয়শত বছর মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী শরীয়ত পরিবর্তন করে মানব রচিত সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করার মত জঘন্য আপরাধ খুঁজে পাওয়া যায় না| কারণমুসলমানদের অবস্থা এই পরিমাণ ভালো ছিল যে, রাষ্ট্রীয়ভাবে আলস্নাহর বিধান পরিবর্তন করার মতো শাসক নির্বাচন করা কিংবাশরীয়ত পরিবর্তন করে কোনো শাসকের ড়্গামতায় টিকে থাকা ছিল তখন কল্পনাতীত ব্যাপার| কখনোও সর্বোচ্চ যা ঘটতো;ঘুষ, স্বজনপ্রীতি বা এ ধরনের পার্থিব কোন কারণে বিচারকরা একজনের হক্ব অন্যজনকে দিয়ে দিত কিংবা কারো প্রতি জুলুম করে বসত|

মুসলমানদের ইতিহাসে সর্বপ্রথম মানবরচিত সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা শুরম্ন হয় ৬০০ হিজরীর পর| প্রথমে তাতাররা অনেক মুসলিম ভূখ- দখল করে নেয়|অতঃপর তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার ড়োত্রে পূর্ণরূপে ইসলামী শরীয়তের অনুসরণ করে না; বরং কুরআন থেকে কিছু বিধান গ্রহণ করে, কিছু গ্রহণ করে অন্যান্য আসমানী কিতাব থেকে এবং কিছু বিধান রচনা করে নিজ হাতে| সবগুলোর সমন্বয়ে তারা যে সংবিধান রচনা করে তার নাম দেয় ইয়াসা বা ইয়াসিক| এই সংবিধান দিয়েই তারা নিজেদের পারস্প রিক বিচারাচার করতো| এর ফলে তৎকালীন যুগশ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন, হাফেয ইবনে কাসীর রহ. সহ অন্যান্য উলামায়ে কেরাম তাদেরকে মুরতাদ ফতোয়া দেন| বড়্গামাণ প্রবন্ধে যা মোটামুটি বিস্ত্মারিত আলোচনা করা হয়েছে|

চার.

তাতারদের পর থেকে উসমানী খেলাফতের পতন-পূর্বমধ্যবর্তীযমানা

তাতারদের পর সর্বপ্রথম মুসলিম-বিশ্বজুড়ে ব্যাপক আকারে কুফরী শাসন শুরম্ন হয় ১৯২৪ইং. সালে;উসমানী খেলাফতের পতনের পর| তবে তাতারীদের পরএবংউসমানী খেলাফতের পতন-পূর্ব মধ্যবর্তী সময়েও স্বল্প পরিসরে কিছু কিছু এলাকায় কুফরী শাসন দেখা দিয়েছিল| মুসলিম খলিফা বা সুলতানের আয়ত্ব-বহির্ভূত কিছু কিছু এলাকার লোকজন কুরআন-সুন্নাহ বাদ দিয়ে তাদের পূর্বপুরম্নষদের রীতি-নীতি ও প্রথা-প্রচলন কিংবা নিজেদের প্রণীতশরীয়তবিরোধী বিধি-বিধান দ্বারা বিচারাচার করতো| তখনকার যুগশ্রেষ্ঠ উলামায়ে কেরাম তাদেরকেও কাফের ও মুরতাদ ফতোয়া দিয়েছেন| যেমন-

১. হিজরী নবম শতকে হেজাযসহকিছু এলাকার কিছু গোত্র নিজেদের পূর্বপুরম্নষদের শরীয়তবিরোধী প্রথা-প্রচলন এবংনিজেদের প্রণীত শরীয়া পরিপন্থী বিধি-বিধান দ্বারাবিচারকার্য পরিচালনা করতে থাকে|ইয়ামানের তৎকালীন শ্রেষ্ট মুফতী, আলস্নামা ইউসুফ ইবনে ইউনুস আল-মুক্বরী রহ. (মৃত্যু: ৯০৪হি.) এবং তাঁর কাতিব, [এটা আগেও গেছে|] আলস্নামা তাকী উদ্দীন রহ. (মৃত্যু: ৮৮৭হি.)-এর কাছে তাদের বিধানজিজ্ঞাসা করা হয়েছিল| মুক্বরী রহ. যে উত্তর দিয়েছিলেন, তাকী উদ্দীন রহ. সহ তৎকালীন বহু সংখ্যক আলেম সত্যায়ন করত তাতে দস্ত্মখত করেছিলেন| তাঁদের মধ্যে ছিলেন- নাশিরী রহ., কাম্মাত্ব রহ. (মৃত্যু: ৯০৩হি.), যাইলায়ী রহ. (মৃত্যু: ৯০২হি.), নাহারী রহ. (মৃত্যু: ৮৯৩হি.) এবং আরোও অনেকে|

উত্তরের মূলকথা ছিল- 'এসব গোত্রের নিজেদের মাঝে প্রসিদ্ধ যেসব প্রথা-প্রচলন রয়েছে, যেগুলোকে তারা নিজেরা বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করেছে এবং যেসব বিধি-বিধান তারা প্রণয়ন করেছে- এগুলো শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক| যারা এসব দ্বারাবিচারকার্য সম্পাদন করবে, কিংবা লোকজনের উপর তা চাপিয়ে দেবে, তারা দ্বীন থেকে খারিজ এবং হয়ে যাবে'|[২২৭]তাঁদের মূল বক্তব্যগুলো দেখুন বড়্গামান প্রবন্ধের == প্যারা, == পৃ.

২. ইয়ামানেরকাজী, আলস্নামা শাওকানী রহ. (মৃত্যু: ১২৫০হি.)-এর যমানায় কিছু এলাকার অধিবাসী তৎকালীন সুলতানের বিরম্নদ্ধে বিদ্রোহ করে কিছু এলাকা দখল করে নেয় এবং সেখানে নিজেদের শাসন কায়েম করে| তখন তারা শরয়ী বিধান ছেড়ে কুফরী বিধান দ্বারাবিচারকার্য সম্পাদন করতে থাকে| তিনি তাদেরকে কাফের ফতোয়া দিয়ে বলেন-

"কোন সন্দেহ, কোন সংশয় নেই যে, এটি আলস্নাহ তায়ালা এবং তাঁর শরীয়তের সাথে কুফরী; যে শরীয়তের আদেশ তিনি তাঁর রাসূলের মাধ্যমে দিয়েছেন, তাঁর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের মাধ্যমে যে শরীয়ত তিনি তার বান্দাদের জন্য মনোনীত করেছেন| বরং তারা হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে এখন

২২৭ আস-সাইফুল বাত্তার আলা মান ইউয়ালিল কুফ্ফার: ১৫

পর্যন্ত অবতীর্ণ সকল শরীয়তের সাথেই কুফরী করেছে| তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ আবশ্যক| তাদের সাথে কিতাল ফরযে আইন; যতক্ষণ না তারা ইসলামী বিধি-বিধান কবুল করে তার সামনে আত্মসমর্পণ করে, পবিত্র শরীয়ত দ্বারা নিজেদেরবিচারকার্য সম্পাদন করে এবং যত শয়তানী তাগুতের মাঝে তারা লিপ্ত, তার সব থেকে বের হয়ে আসে|"[২২৮]বিস্তারিত দেখুন বক্ষমাণ প্রবন্ধের == প্যারা; ==পৃ.

৩. আব্দুল লতীফ বিন আব্দুর রহমান বিন হাসান আলে শায়খ রহ. (মৃত্যু: ১২৯২হি.) এর কাছে জিজ্ঞেস করা হয়, যেসব বেদুঈন ও যাযাবর শরীয়তের বিধান বাদ দিয়ে তাদের পূর্ব-পুরুষদের আদত-অভ্যাস ও রীতি-নীতি অনুযায়ী বিচারকার্য সম্পাদন করে, সতর্ক করার পরও যদি তারা ফিরে না আসে, তাহলে তাদের কাফের আখ্যায়িত করা হবে কি না? তিনি উত্তর দেন-

"সতর্ক করার পরও যারা আলস্নাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামের সুন্নাহ বাদে ভিন্ন বিধান দিয়ে বিচারাচার করতে থাকবে, তারা কাফের|"[২২৯]

৪. হামাদ বিন আতীক আন-নাজদী রহ. (মৃত্যু: ১৩০১হি.) তাঁর যামানায় যেসব যাযাবর কুরআন সুন্নাহ্র বদলে নিজেদের পূর্বপুরুষদেরশরীয়ত বহির্ভূত রীতি-নীতি ও বিধি-বিধান দ্বারা বিচারকার্য চালাতো, তাদেরকে কাফের ঘোষণা করে বলেন-

"যারা এ কাজ করবে, তারা কাফের| তাদের বিরুদ্ধে কিতাল ফরয, যতক্ষণ না তারা আলস্নাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নামের বিধানের দিকে ফিরে আসে|"[২৩০]

পাঁচ.

খেলাফতে উসমানীয়ার পতন-পরবর্তী যামানা

১৯২৪ সালে মালউন কামাল আতাতুর্কের হাতে খেলাফতে উসমানীয়ার পতন হয়| সে শরয়ী শাসন অপসারণ করে কুফরী শাসন জারি করে| প্রথম বিশ্বযুদ্ধে খেলাফতে উসমানীয়ার পরাজয় ও পতনের পর, বিশ্ব-কুফরী শক্তি মুসলিম দেশগুলোতে তাদের হাতে গড়া, তাদেরই মানস-সন্তান, নামধারী মুসলমানদেরকে ক্ষমতার মসনদে বসায়| তারা আলস্নাহ তায়ালার শরীয়ত বাদ দিয়ে তাদের প্রভুদের রচিত কুফরী আইন দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করতে থাকে| তখন থেকে আজ পর্যন্ত,যমানার শ্রেষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরাম তাদেরকে কাফের ফতোয়া দিয়ে আসছেন| তাঁদের মধ্যে রয়েছেন-

১. তৎকালীন মিশরের শ্রেষ্ট আলেম ও কাজী, মুহাদ্দিসে যামান, আলস্নামা আহমদ শাকের রহ. (মৃত্যু: ১৩৭৭হি.)

২. আহমদ শাকের রহ. এর ভাই মাহমূদ শাকের রহ. (মৃত্যু: ১৪১৮হি.)

৩. সাবেক সউদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতী, বিশিষ্ট ফকীহ, মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আলে শায়খ রহ. (মৃত্যু: ১৩৮৯হি.)

৪. মুফাসসিরে যামান, 'আদওয়াউল বায়ান' তাফসীর প্রণেতা, আলস্নামা শানকীতি রহ. (মৃত্যু: ১৩৯৩হি.)

৫. শহীদে উম্মাহ্ আব্দুলস্নাহ আয্যাম রহ. (মৃত্যু: ১৯৮৯ইং.)

এ ছাড়াও আরো অনেক আলেম-উলামা| **'উলামায়ে কেরামের অভিমত ও ফাতাওয়া'** শিরোনামের অধীনে তাঁদের ফতোয়া ও বক্তব্য ইতিপূর্বে উলেস্নখ করা হয়েছে|

---

২২৮ আদ-দাওয়াউল আ-জিল: ১২-১৩, ('মাজমুআতুর রাসায়িলিল মুনিরিয়্যাহ্' এর অন্তর্ভুক্ত এক রিসালা।)
২২৯ আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ ফিল আজবিবাতিন্ নজদিয়্যাহ: ১৩/৪২৬
২৩০ সাবীলুন নাজাত, পৃষ্ঠা: ৮৪

সম্মানিত পাঠক, আমাদের এই দীর্ঘ আলোচনায় আশাকরি প্রমাণিত হয়েছে, শরীয়তবিরোধী আইন দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনাকারী বর্তমান শাসকরা শুধু ফিস্ক ও জুলুমের গ-িতে সীমাবদ্ধ নয়;বরং তারা ফিসক ও জুলুমের সীমানা ছাড়িয়ে সুস্প ষ্ট কুফরে প্রবেশ করেছে|দ্বীনে ইসলাম থেকে খারিজ হয়েমুরতাদ হয়ে গেছে|উম্মাহ্র মুফাসসিরীন, ফুকাহা ও সকল মাযহাব-মাসলাকের ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা কাফের ও মুরতাদ|

আলস্নাহ রাব্বুল আলামীনপ্রত্যেক মুসলামানকে ইসলামী শরীয়তের হুকুম যথাযথ বুঝার ও মেনে চলার তাওফিক দান করস্নন| আমীন!

اللهم اهدنا الصراط المستقيم